সেনসেক্স : ৭৬,৪৯৯.৬৩ (+১৬৯.৬২)
নিফটি : ২৩,২০৭.৬০ (+১২১.৬৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

বাবলা খুনে দুই নেতার জেল হেপাজত
বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ধৃত আবদুল গনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ›› ১০

তুলাইপাঞ্জির রেকর্ড ফলন রায়গঞ্জে
জেলার একমাত্র নিজস্ব দেশি ধান তুলাইপাঞ্জি উৎপাদনে রেকর্ড গড়লেন কৃষকরা। ২০২৪ সালের খারিফ মরশুমে সর্বাধিক বেশি তুলাইপাঞ্জির ফলন হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে। ›› ২

রাহানেদের সঙ্গে অনুশীলনে রোহিত ›› ১৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	২৪°	১২°	২৫°	১২°	২৪°	১১°	২৭°	১২°

১ মাঘ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 15 January 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 237

পরিচিতি

জাকির শেখ

কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত জাকির গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস-আইএসএফ জোটপ্রার্থী হিসেবে নওদা যদুপুর পঞ্চায়েত থেকে জয়ী হয়। কয়েক মাস আগে ৬ জন পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে তৃণমূলের কালিয়াচক ১ ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের হাত ধরে ঘাসফুলের পাতাকা ধরে। এরপর থেকেই ক্রমশ কোণঠাসা হতে শুরু করে যদুপুরের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। পুরাতন শত্রুতা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন থেকেই গরম হয়ে উঠেছিল সুজাপুর। আর মঙ্গলবার সেই আগুনে বিস্ফোরণ ঘটে।

বকুল শেখ

এক সময় সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী। একাধিক মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ২০১১ সাল থেকে তৃণমূলের যদুপুরের অঞ্চল সভাপতি। বকুল-জাকির সংঘাতে কালিয়াচকে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে।

২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট মালদা-কলকাতা পুলিশের এসটিএফ বকুলকে যাদবপুর থেকে গ্রেপ্তার করে। ওর নামে তখন খুন, ছিনতাই, বোমাবাজি সহ ২০টি মামলা ও ৮টি ওয়ারেন্ট ছিল। বেশ কিছুদিন জেল খাটার পর বছরখানেক আগে কারাগার থেকে বেরিয়ে ফের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব পায়। বকুল এতটাই প্রভাবশালী যে জেলের ভেতরে বসেই অপরাধের সাম্রাজ্য চালানোর অভিযোগ উঠেছিল।

(তথ্য সহায়তা কল্লোল মজুমদার)

১২ দিনের মাথায় মালদায় ফের শুটআউট

“আমি যতদূর জানি বকুল গত ১০ বছর ধরে কোনও অপরাধে যুক্ত ছিল না। সংগঠনটা দেখছিল। কিন্তু মাঝে পুলিশ ওকে অকারণ হয়রান করছিল। এদিনের ঘটনাটা পলিটিক্যাল জেলাসির ফল।

আব্দুল গনি, বিধায়ক

এই ঝামেলা নিয়ে পুলিশ জানত। পুলিশ নজর রেখেছিল। হঠাৎ এমনি অতর্কিত আক্রমণ হবে সেটা তো সবসময় বোঝা যায় না। আশা করছি, পুলিশ দ্রুত গ্রেপ্তার করবে সকলকে।

আব্দুর রহিম বক্সী, সভাপতি, জেলা তৃণমূল

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। কালিয়াচকে জাল নোট, ড্রাগ, জমি জায়গার বেআইনি ব্যবসার হাব হয়ে উঠেছে। পুলিশ চুপ করে রয়েছে।

অম্লান ভাদুড়ি, সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

খুন তৃণমূল নেতা

হাসপাতালের পথে গুলিবিদ্ধ বকুল (বামদিকে), ঘটনার মুহূর্তে সিসিটিভি ফুটেজ। মঙ্গলবার কালিয়াচকের যদুপুরে।

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারের পর এবার কালিয়াচক। মালদায় ফের শুটআউট। তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি বাবলা সরকার হত্যাকাণ্ডের ১২ দিনের মাথায় কালিয়াচকে খুন হলেন তৃণমূলের অঞ্চল সাধারণ সম্পাদক আতাউর শেখ (৪৫) ওরফে হাসা। তাঁর নিজের আগ্নেয়াস্ত্রেই তিনি খুন হয়েছেন বলে দাবি। গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ ও তাঁর ভাই প্রাক্তন প্রধান এসারউদ্দিন শেখ ওরফে রাজু।

মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচক থানার উত্তর দরিয়াপুর মোমিনপাড়ার ঘটনা। অভিযোগের তির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সাদস্য জাকির শেখ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, ঘটনায় জড়িত ৬ জনকে চিহ্নিত কারা গিয়েছে। ১০ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

বাবলা খুনের তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ফের এক তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় মালদায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বকুল ও জাকির দুজনেই জেলায় দাগি সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত। তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, ‘জাকির তৃণমূলের কেউ নয়।’ দলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, ‘তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে আপরাধ করাটা দল বরদাস্ত করে না। আর দুষ্কৃতীর কোনও দল হয় না।’ ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল গনির মন্তব্য, ‘আমি যতদূর জানি, বকুল গত ১০ বছর ধরে কোনও আপরাধে যুক্ত ছিল না। সংগঠনটা দেখছিল। কিন্তু মাঝে পুলিশ ওকে অকারণে হয়রান করছিল। এদিনের ঘটনাটা পলিটিক্যাল জেলাসির ফল।’

মঙ্গলবার সকালে মোমিনপাড়া গ্রামে একটি ড্রেনের উদ্বোধন করতে যান বকুল ও তাঁর ভাই এসারুদ্দিন। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে। বকুল ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গুলি করা হয়। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে গুলি করার পর হাসা রাস্তায় পড়ে আছেন। সেই অবস্থাতেই একদল লোক জান্তব উল্লাসে ইট দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে মারছে। বাধা দেওয়ার বদলে কিছু লোক সেই ছবি তুলতে ব্যস্ত!

খবর পেয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজার নেতৃত্বে র‍্যাফের বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মাথায় গুলিবিদ্ধ বকুল ও তাঁর ভাইকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে গুলি চালানো ও মারধর করার বেশ কিছু দৃশ্য পাওয়া গিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এসারুদ্দিন স্পষ্ট দাবি করেন, কংগ্রেস থেকে সদ্য তৃণমূলে আসা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে জাকির হামলা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, গোলমাল শুরুর পর হাসা প্রথমে পিস্তল বের করে ফায়ার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জাকির গোষ্ঠীর লোকজন সেই পিস্তল কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই তাঁর মাথায় গুলি চালিয়ে দেয়। বকুল পালানোর চেষ্টা করে, দুষ্কৃতীরা তাঁর মাথাতেও গুলি চালায়। এসারুদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়।

বকুল শেখের ভাই আজমাল শেখ এদিন বলেছেন, ‘জাকির শেখকে নতুন করে দলে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরেই এলাকার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জাকির শেখ ও নাসিম শেখ যুক্ত রয়েছে। আমার দাদা বকুলকে খুন করে এলাকা দখল করতে চাইছে জাকির।’

ঘটনাক্রম

- মঙ্গলবার সকালে মোমিনপাড়া গ্রামে একটি ড্রেনের উদ্বোধন করতে যায় বকুল শেখ ও তার ভাই এসারুদ্দিন
- সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে। বকুল ও তার দুই সঙ্গীকে গুলি করা হয়
- ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, গুলি করার পর হাসা রাস্তায় পড়ে আছেন। সেই অবস্থাতেই একদল লোক উল্লাসে ইট দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে মারছে। বাধা দেওয়ার বদলে কিছু লোক সেই ছবি তুলতে ব্যস্ত
- খবর পেয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজার নেতৃত্বে র‍্যাফের বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে জন্য পাঠানো হয়
- মাথায় গুলিবিদ্ধ বকুল ও তার ভাইকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বলি : বিধায়ক

নিউজ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : কালিয়াচকে শুটআউটের ঘটনা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জেলা তৃণমূল। কেউ বলছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আবার কারও বক্তব্য, দল নয়, সমাজবিরোধীদের কাজ। তবে বাবলা খুনের রেশ কাটার আগেই এদিনের ঘটনা তৃণমূলকে যেমন অস্বস্তিতে ফেলেছে, তেমন বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

এদিন বিধানসভার বাইরে আবদুল গনি জানান, ‘যতদূর খবর পেলাম, জাকিরকে যারা সমর্থন করে, তারাই এই খুনের পিছনে রয়েছে।’

তাঁর মতে, ‘পঞ্চায়েত সমিতির একটি পদে নিজের লোককে বসাতে চাইছেন বকুল। বকুল খুবই প্রভাবশালী। কয়েক মাস আগে জাকিরের হাত ধরে দলে কিছু লোক যোগ দিয়েছিল। তারাই এদিনের ঘটনায় যুক্ত। তবে গনির দাবি, আসল মাথা ব্লকের এক কর্তা।’

স্বাভাবিকভাবেই এদিনের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগকে সমর্থন করেছেন।

শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি। তাঁর বক্তব্য, ‘তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় এলাকায় দখল নিয়ে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। কালিয়াচকে জাল নোট, ড্রাগ, জমি জায়গার বেআইনি ব্যবসার হাব হয়ে উঠেছে। পুলিশ চুপ করে রয়েছে।’

তাঁর আরও অভিযোগ, ‘কয়েকদিন আগেই বাবলা সরকারকে খুন করা হয়েছে। সেখানেও মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। জেলাজুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।’

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর দাবি, ‘আসলে গোটা রাজ্যজুড়ে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছে তৃণমূল। হাওড়ার তপন দত্তের খুন থেকে যার শুরু। সেই সময়ও তপন দত্তের পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি তৃণমূল।’

তবে তৃণমূলের মালদা জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর কথায়, ‘যারা গুলি চালিয়েছে তারা যে তৃণমূলের এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। আমরা যাদের নাম শুনছি তারা কংগ্রেসের। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে নাম লিখিয়ে যদি কেউ নোংরামো করার চেষ্টা করে, তাদের দল কিংবা প্রশাসন ছেড়ে দেবে না। আর যারা সমাজবিরোধী, তাদের কোনও দল হয় না।’

যদিও জেলা তৃণমূল সভাপতির দাবি, কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, জাকির তৃণমূলের কেউ না, কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী। বিধানসভার আগে সুজাপুরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। এই ঝামেলা নিয়ে পুলিশ জানতো। পুলিশ নজর রেখেছিল। হঠাৎ এমনি অতর্কিত আক্রমণ হবে সেটা তো সবসময় বোঝা যায় না। আশা করছি, পুলিশ দ্রুত গ্রেপ্তার করবে সকলকে।

অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন দলের অন্দরের কোন্দল নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। বল ঠেলছেন জেলা নেতৃত্বের কোর্টে। তাঁর মতে, আমি সংগঠনের দায়িত্বে নেই, তাই এনিয়ে মন্তব্য করব না। তবে যা ঘটছে খুব দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ পদক্ষেপ নিক।

তথ্য সহায়তা : অরিন্দম বাগ ও সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

বেড়ার কাজ শুরু হতেই জলঙ্গিতে উত্তেজনা

অস্থির বাংলাদেশ

মিঠুন হালদার

জলঙ্গি, ১৪ জানুয়ারি : মালদা-কোচবিহারের পর এবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানা এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদে জলঙ্গি থানার চোঁয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়া এলাকায় জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি সীমান্তে কিছু চাষি নিজেদের জমিতে কাজ করছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু বাংলাদেশের লোকজন সীমান্ত পেরিয়ে চাষিদের কাজ করতে বাধা দেয়।

বিএসএফ সূত্রের খবর, সম্প্রতি জলঙ্গি ব্লকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই কাজের প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যেই ‘আর্থমুভার’ মেশিন নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই স্থায়ী তারকাঁটার বেড়া বসানোর কাজও শুরু হয়ে যাবে। বিএসএফের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশিদের তরফ থেকে প্ররোচনা দেওয়া শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাংলাদেশের লোকজন ওই এলাকা দিয়ে গোরু ছাড়াও ফেনসিডিল সিরাপ সহ দেশের প্রচুর জিনিসপত্র রোজ চোরাপথে পাচার করে। স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হয়ে গেলে চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে। সেই আশঙ্কায় কিছু বাংলাদেশির তরফ থেকে প্ররোচনা দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং এই কাজে বিজিবি-র বিরুদ্ধে বাংলাদেশিদের মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার সকালে যখন চাষিরা নিজেদের সর্ষেখেতে কাজ করছিল সেইসময় বাংলাদেশের তালপট্টি-চল্লিশপাড়া থেকে প্রচুর মানুষ ভারতীয় সীমান্তের দিকে এসে এপারের কৃষকদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতে শুরু করেন। ঘটনার সময় ওপারের লোকজন বিজিবি জওয়ানদের নিজেদের সঙ্গে রেখেছিল। *এরপর দশের পাতায়*

রায়গঞ্জে তদন্ত কমিটি ■ চিকিৎসা নিয়ে উদ্বেগ

মেডিকেলে ওষুধ অমিল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : জেলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল। উত্তর দিনাজপুরের সেই রায়গঞ্জ মেডিকেলেই মিলছে না ওষুধ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা বাইরে থেকে ওষুধ কিনে নিলেও সমস্যায় পড়েছেন দুঃস্থ রোগীর পরিজনেরা।

অভিযোগ, গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে মেডিকেলের আউটডোরের ফার্মাসিতে একাধিক রোগের গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ মিলছে না। ফলে রোগীরা সে সমস্ত ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি করেছেন। হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ংকর রায় বলেন, ‘সমস্যার কথা শুনেছি। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত রোগীদের ওষুধ সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে।’

> সমস্যার কথা শুনেছি। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত রোগীদের ওষুধ সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে।
>
> **প্রিয়ংকর রায়**
> এমএসভিপি

রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার জানান, ‘আমার বাইপাস সার্জারি হয়েছে। হার্টের সমস্যা। মাঝেমধ্যে চিকিৎসককে দেখাতে আসি। এদিন হাসপাতালে এসে চিকিৎসক দেখানোর পর একাধিক ওষুধ না পেয়ে ওষুধ ছাড়াই বাড়ি ফিরতে হল।’ পাশাপাশি রায়গঞ্জ থানার গৌরী পঞ্চায়েতের অমৃতখণ্ডের বাসিন্দা বিপ্লব সরকারের বক্তব্য, ‘আমার গলায় টিউমার। সেখান থেকে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ এসপি দাসকে দেখানো হয় আউটডোরে। তিনি এদিন যে সমস্ত ওষুধ লিখে দিয়েছেন সেই ওষুধ আউটডোরে ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে আনতে গেলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ওই সব ওষুধের সরবরাহ নেই। আমরা গরিব মানুষ বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে গেলে কমপক্ষে তিন থেকে চার হাজার টাকা লাগবে, সেই টাকা পাব কোথায়?’ হেমতাবাদের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের আক্ষেপ, ‘এদিন হাসপাতালে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানো হয়। তিনি যে সব চোখের ড্রপ লিখে দিয়েছেন সেগুলি বাইরে থেকে কিনতে বললেন আউটডোরে ওষুধ সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট।’

রায়গঞ্জ মেডিকেল সূত্রের খবর, গত এক মাস ধরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি, হার্টের সমস্যা, ক্যানসার, গলায় টিউমার, *এরপর দশের পাতায়*

স্যালাইন সহ নিষিদ্ধ ১৪ পণ্য

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : সকালে নির্দেশ আসে, মজুত স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। আর সন্ধ্যায় নির্দেশ এল পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত সমস্ত স্যালাইন, ইনজেকশন তুলে নেওয়া হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের নির্দেশিকা পাঠিয়ে ওই সংস্থার সমস্ত পণ্য দ্রুত সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর বিকল্প স্যালাইন বা ওষুধ কিনতে কোনও হাসপাতালের টাকার প্রয়োজন হলে নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাতে বলা হয়েছে।

> মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্দেশিকা পেয়েছি। নিষিদ্ধের তালিকায় থাকা কিছু ওষুধ ব্যবহার হচ্ছিল। এসব সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার বৈঠক ডাকা হচ্ছে।
>
> **প্রসেনজিৎ বর**
> সুপার, মালদা মেডিকেল কলেজ

এতেই চিন্তা বেড়েছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে হইচই পড়েছে। কেননা, ওই সংস্থা থেকেই রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে স্যালাইন, বিশেষ কিছু ইনজেকশন কেনা হয়। অন্য কোনও সংস্থাকে বরাত না দিয়ে বা বিকল্প স্যালাইন ও ইনজেকশন মজুত না করে দুম করে এই নির্দেশ দেওয়ায় চিকিৎসায় সমস্যা হবে।

রায়গঞ্জ মেডিকেলে স্যালাইন না দেওয়ার অভিযোগে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের জন্য সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানালেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা হিরন্ময় বর্মনের মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারের লোকজন চিকিৎসায় গাফিলতি ও স্যালাইন না দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ংকর রায় বলেন, ‘সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

মালদা মেডিকেল কলেজের সুপার প্রসেনজিৎ বর বলেন, ‘মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্দেশিকা পেয়েছি। নিষিদ্ধের তালিকায় থাকা কিছু ওষুধ ব্যবহার হচ্ছিল। প্রয়োজন মেটাতে এখন বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে কিছু ওষুধ কিনতে হতে পারে। এ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার বৈঠক ডাকা হচ্ছে।’

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন নিয়ে অভিযোগ ওঠায় রাজ্য সরকার সংস্থার সমস্ত পণ্যই নিষিদ্ধ *এরপর দশের পাতায়*

কলকাতার বাঘাযতীন এলাকায় হেলে পড়েছে বহুতল। বাড়িটি ভাঙা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ঘটনাস্থলে দমকল ও পুরকর্মীরা। মঙ্গলবার। - পিটিআই

এডিশন স্পেশাল

হামলার ভয় পান না কৃষ্ণ, কানাইয়ারা
›› বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

এইমস নিয়ে দুই সাংসদের দুই ‘রা’
›› বিস্তারিত তিনের পাতায়

টাঙন পাড়ের টুসুমেলায় উৎসব
›› বিস্তারিত চারের পাতায়

কাটমানিতে না, প্রধানকে মার

বিপ্লব হালদার ও সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৪ জানুয়ারি : রাস্তার কাজে বরাদ্দ টাকার ৫০ শতাংশ কাটমানি দাবি। প্রতিবাদ করায় দলেরই মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানকে মারধর-এর অভিযোগ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। গঙ্গারামপুর ব্লকের অশোক গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই ঘটনায় মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রধান বুলি মুর্মু।

অভিযোগপত্র হাতে আহত প্রধান বুলি মুর্মু। মঙ্গলবার।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘রাজ্যে তৃণমূলের শাসনে তাদের মহিলা নেতৃত্ব সুরক্ষিত নন। তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছেন দলের নেত্রীরা। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরে এক অদিবাসী মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে আক্রমণ করে তৃণমূলেরই আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তার একটাই ‘অপরাধ’ তিনি তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের সরকারি কাজে কাটমানি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। যখন ওই পঞ্চায়েত প্রধান থানায় অভিযোগ করতে যান তখন পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।’

ক্ষুব্ধ ওই মহিলা প্রধানের অভিযোগ, তার দলের অঞ্চল সভাপতির পাশাপাশি ওই ঘটনায় পুরোপুরি দায় ঝেড়ে ফেলা গঙ্গারামপুর থানার বিরুদ্ধেও। বুলি মুর্মুর দাবি, গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ কোনও পদক্ষেপই করেনি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন প্রধান। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে।’

ঘটনার সূত্রপাত, গতকাল অর্থাৎ সোমবার দুপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলা প্রধান বুলি মুর্মুর চেম্বারে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে উন্নয়নমূলক *এরপর দশের পাতায়*

২৬টি মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কনটেনারে নির্মমভাবে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে খড়িবাড়ি থানার বাংলা-বিহার সীমানার চেকরমারি চেকপোস্টে একটি ডাক পার্সেল লেখা ছয় চাকার কনটেনার আটক করে পুলিশ। কনটেনার খুলতেই উদ্ধার হয় ২৬টি মোষ। তাছাড়াও দুটি মোষ মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় কনটেনারচালককে। ধৃতের নাম মহম্মদ এমআর খান। সে বিহারের গয়ার বাসিন্দা।

Govt. of West Bengal
Office of the District Land and Land Reforms Officer, Darjeeling
It is hereby informed to all eligible candidates that the written test for the post of Data Entry Operator (DEO) will be held on 08.02.2025 at RKSP School, Darjeeling from 11.00 A.M. onwards. Admit Card may be downloaded from **https://Darjeeling.gov.in/noticecategory/recruitment.**
For any query may contact the Office of the undersigned.
Sd/-
District Land and Land Reforms Officer,
Darjeeling

e-Tender
Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division ***vide eNIQ No-12/APD/WBSRDA/FUR/2024-25***. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER / WBSRDA / ALIPURDUAR DIVISION

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Darjeeling
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Notice Inviting Electronic Quotation No : NIeQ_03_/24-25, Date- 14/01/2025. (2nd Call)
Online e-tender as per the memo no. 2254-F(Y) dated 24.04.2014 of Joint Secretary, Finance Department of Government of West Bengal are hereby invited from bonafide and experienced agencies with previous supply related credentials for **Digital Printing of Photo Electoral Rolls** and **Electors' Information Slip, Voters' Information Slip** in respect of 23-Darjeeling / 24-Kurseong / 25-Matigara-Naxalbari (SC)/26-Siliguri / 27-Phansidewa (ST) Assembly Constituency in connection with Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t. 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October of the year till the end of the calendar year closing 2025.
The intending bidders may visit the office notice board of District Magistrate, Darjeeling or district website **'darjeeling.gov.in' or 'https://www.wbtenders.gov.in'** for the quotation notice & other details.
The submission of bid must be through the 'https://www.wbtenders.gov.in' website only.
Sd/-
District Magistrate & District Election Officer
Darjeeling

তুলাইপাঞ্জি চালের রেকর্ড ফলন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি: খাদ্যরসিকদের জন্য সুখবর। জেলার একমাত্র নিজস্ব দেশি ধান তুলাইপাঞ্জি উৎপাদনে রেকর্ড গড়লেন কৃষকরা। ২০২৪ সালের খারিফ মরশুমে সর্বাধিক বেশি তুলাইপাঞ্জির ফলন হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে। শুধুমাত্র রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ

মহকুমার নির্দিষ্ট কৃষিজমিতে সুস্বাদু, সুগন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জি ধান চাষের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

জেলাজুড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ধান চাষ হয়েছিল। তার মধ্যে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ করেছিলেন ২২ হাজার ৩০০ কৃষক। তাতে ২০২১ সালের থেকে অন্তত ৬ হাজার মেট্রিন টন বেশি তুলাইপাঞ্জি ধান উৎপাদন হয়েছে। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে মাত্র ৬ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ হত। ২০১৮-'১৯ সালে তার পরিমাণ বেড়ে সাড়ে ৭ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জির চাষ হয়। ২০২০-'২১ সালে ওই চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি আবাদ হয়েছিল। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়। ২০২১-এ ১৮ হাজার মেট্রিন টন তুলাইপাঞ্জি ফলন হয়েছিল।

গত বছরের উৎপাদনকে পিছনে ফেলে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ২৪ হাজার মেট্রিন টন, ২০২৩-'২৪ সালে ৩০ হাজার মেট্রিক টন তুলাইপাঞ্জির ফলন হয়েছে। সম্প্রতি অর্থাৎ ২০২৫ সালে ৩৬ হাজার মেট্রিক টন তুলাইপাঞ্জি ধান কৃষকের গোলায় উঠেছে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, যদিও সেই সংখ্যা বাড়বে বলে কৃষি আধিকারিকদের দাবি।

> সুগন্ধি ধান চাষের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। জেলার নিজস্ব তুলাইপাঞ্জি আবাদে কৃষকদের বিনামূল্যে তুলাইপাঞ্জির বীজ সরবরাহ করা হয়। তুলাইপাঞ্জির চাহিদা গোটা রাজ্যে রয়েছে। তাই জেলার রায়গঞ্জ এবং হেমতাবাদের চাষিদের তুলাইপাঞ্জি চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে তুলাইপাঞ্জির জমির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে ফলনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
>
> **প্রিয়নাথ দাস** জেলা কৃষি অধিকর্তা

জেলা কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'সুগন্ধী ধান চাষের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। জেলার নিজস্ব তুলাইপাঞ্জি আবাদে কৃষকদের বিনামূল্যে তুলাইয়ের বীজ সরবরাহ করা হয়। তুলাইয়ের চাহিদা গোটা রাজ্যে রয়েছে। তাই জেলার রায়গঞ্জ এবং হেমতাবাদের চাষিদের তুলাইপাঞ্জি চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে তুলাইয়ের জমির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে ফলনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'তুলাইপাঞ্জি ধানের জীববৈচিত্র্য যাতে কেউ চুরি করতে না পারে, সেই কারণে ২০১৭ সালে জিআই অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তুলাইপাঞ্জি।' রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন কর্ণজোড়া এলাকায় তুলাই ধান ভাঙার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হয়েছে। কৃষকদের এই ধান চাষে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একাধিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

কিডনি
কিডনি চাই A+, বয়স= 25-40 পুরুষ বা মহিলা -অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8016140555. (C/114468)

অ্যাফিডেভিট
ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 9-1-24 তারিখে Jalpaiguri EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rustam Ali এবং MD Rustam Ali একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113668)
•
আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB73 20010342578 নাম ভুল থাকায় গত 13-01-2025, নোটারি, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Gulmamud Miya এবং MD Babu Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসী, দেওয়ানহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113166)

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি হাতে অঙ্কিতা।

রংতুলিতে দেশ জয় জলপাইগুড়ির অঙ্কিতার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ছোট থেকেই অনুপ্রেরণা জোগাত একটি নাম। তিনি ভারতের বীরকন্যা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই। তাঁর হাতে থাকত তলোয়ার। তবে জলপাইগুড়ি সদরের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অঙ্কিতা ভৌমিকের হাতে থাকে রংতুলি। সেই রংতুলিতে রানি লক্ষ্মীবাইয়ের ছবি এঁকে বীরগাথা-ফোর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এ সুপার উইনার হল অঙ্কিতা। উপহার নেওয়ার জন্য অতিথি হয়ে সে উপস্থিত থাকবে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্তব্য পথ-এর অনুষ্ঠানে। দেশজুড়ে ২.৩১ লক্ষ স্কুল থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে ৪টি বিভাগ থেকে ১০০ জন সুপার উইনারকে বেছে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে একজন অঙ্কিতা।

তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া শহরজুড়ে। অঙ্কিতা জানাল, ছোটবেলা থেকে মামা কৌশিক ঘোষকে দেখে তার আঁকার প্রতি ভালোবাসা বাড়ে। মা কস্তুরীবাই ভৌমিক গৃহবধূ এবং বাবা শিবশেখর ভৌমিক জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে মেডিসিন বিভাগের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে রয়েছেন। মেয়ের সাফল্যে তারাও অত্যন্ত খুশি। প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে দেশজুড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২০২১ সাল থেকে এটি শুরু হয়। বীরগাথার মূল লক্ষ্য হল, দেশের বীরদের জীবন ও সাহসিকতার কাহিনী জানিয়ে পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করা, যাতে তাদের দেশপ্রেম ও নাগরিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়।

শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্রী অঙ্কিতা। সে বলে, 'স্কুল থেকেই ফর্ম ফিলআপ হয়েছিল। এরপর স্কুলে বসেই ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর ছবি আঁকি। ঝাঁসির রানির চরিত্র আমাকে সবসময় খুব অনুপ্রেরণা জোগায়। আমি মনে করি তাঁর অস্ত্র ছিল তলোয়ার আর আমার রংতুলি। সেই কল্পনা থেকেই ছবিটা এঁকে ফেলি।'

দেশবিদেশে আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক খেতাব জিতেছে অঙ্কিতা। ফল আসার আগে চাপা উত্তেজনা অনুভব করলেও দেশের প্রায় এক কোটিরও বেশি পড়ুয়াদের মধ্যে জায়গা করে নেবে বলে ভাবেনি জলপাইগুড়ির মেয়েটি।

কোচবিহারের প্রায় ৫০টি ভাটা ধুঁকছে

কর ফাঁকি দিয়ে অসমের ইট বাংলায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ জানুয়ারি : প্রতিদিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা সীমান্ত দিয়ে শয়ে-শয়ে ভুটভুটি ও টোটোবোঝাই করে ইট ঢুকছে বাংলায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকছে না কোনও বৈধ নথিও। অতিরিক্ত ইটবোঝাই করেই এরাজ্যে অসমের ইট আমদানি হচ্ছে। তারপর তা লরিতে করে পৌঁছে যাচ্ছে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই সরকারি রাজস্ব ক্ষতির অভিযোগও উঠছে। স্থানীয় ইটের তুলনায় অনেকটাই কম অসম থেকে আমদানি ইটের দাম। ফলে স্থানীয় ইটের বিক্রি কমে যাওয়ায় ধুঁকছে তুফানগঞ্জ, বক্সিরহাটের ইটভাটাগুলি। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাইছেন স্থানীয় ইটভাটা মালিকরা।

তুফানগঞ্জের নেতাজি ইটভাটার মালিক পরিতোষ মান্তার অভিযোগ, 'জিএসটি চালান ছাড়াই অসম থেকে এরাজ্যে ইট ঢুকছে। সীমান্তে পুলিশি পাহারা থাকলেও সেদিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া হচ্ছে না। তাই ওই ইটগুলি অনেক কম দামেই কিনতে পারছেন সাধারণ মানুষ। আমরা অসমের ইটের দামের মোকাবিলা করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভাটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

সম্প্রতি আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছেন প্রচুর মানুষ। চারদিকে ঘর তৈরির হিড়িক। ঘর নির্মাণের জন্য ইটের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। বক্সিরহাটের বাসিন্দা অনিল দাস, কার্তিক বিশ্বাস, যমুনা মোদকরা জানালেন স্থানীয় ভাটাগুলিতে ইটের দাম অনেক বেশি। তাই তাঁরা অসমের ইট দিয়েই বাড়ি বানাচ্ছেন।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লক, বক্সিরহাট মিলিয়ে অন্তত ৫০টি ইটভাটা রয়েছে। তুফানগঞ্জের একটি ইটের

অসমের ইটবোঝাই ভুটভুটি প্রবেশ করছে বাংলায়।

একনজরে
- স্থানীয় একটি ইটের দাম ১৩-১৪ টাকা
- অসমের একটি ইট এরাজ্যে বিকোচ্ছে ১০ টাকায়
- কোচবিহারের ৫০টি ভাটায় মজুত প্রচুর ইট
- চাহিদা না থাকায় ভাটা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

দাম পড়ে ১৩ থেকে ১৪ টাকা। অন্যদিকে, অসমের একটি ইট তুফানগঞ্জের বাজারে ১০ থেকে ১১ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তুফানগঞ্জের ভাটাগুলিতে ইট মজুত থাকলেও তার চাহিদা তলানিতে।

গত তিন বছর ধরে অবৈধ কয়লা এলাকায় ঢুকছে না। কয়লা কেনার খরচ বেড়েছে। ফলে বন্ধ হয়েছে অনেকগুলি ইটভাটা। অসমের ইটভাটায় অবৈধ কয়লার অভাব নেই। পাশাপাশি সেখানে ইট তৈরির জন্য মাটির জন্য কোনও সিন্ডিকেটও নেই। মাটি কিনতে অনেকটাই খরচ কম পড়ে অসমে। তুফানগঞ্জে সিন্ডিকেটের কাছ থেকে মাটি কিনতে গিয়ে ট্রলি প্রতি ৫০০- ৬০০ টাকা গুনতে হয়। সব মিলিয়ে অসমের ইট প্রস্তুতির খরচ অনেকটাই কম। সে কারণে দামেও কম।

তুফানগঞ্জের অন্য দুই ইটভাটা মালিক সুধাংশুকুমার সরকার, ধনেশ্বর বর্মনরা জানালেন, অসমে এক টন কাঁচা কয়লার দাম ৭ হাজার টাকা। ওই কয়লা তুফানগঞ্জে ১৬ হাজার টাকা প্রতি টন হিসেবে কিনতে হয়। তাহলে অসমের ইটের দাম তো কম হবেই। সুধাংশুর বক্তব্য, 'এভাবে চলতে থাকলে ভাটা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।'

তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দা রাজু গোস্বামী চার বছর ধরে ইট ব্যবসায় যুক্ত। তিনি বললেন, 'স্থানীয় ইটভাটা থেকে যে দামে ইট কিনি, সেই দামেই অসমের ইট বিক্রি করে আমাদের লাভ হয়। তাই অসমের ইটের চাহিদা তো বেশি হবেই।'

ইটের অবৈধ কারবার রুখতে সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা ফাঁড়ির অন্তর্গত অসম-বাংলা সীমান্তের শুরু হয়েছে কড়াকড়ি। সেখানে জিএসটি চালান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষার পরেই বাংলায় প্রবেশের ছাড়পত্র মিলছে। কোচবিহারের অসম-বাংলা সীমান্তেও আরও নজরদারি বাড়ানো হলে অবৈধভাবে এরাজ্যে ইট ঢোকা কমবে বলে আশা ভাটা মালিকদের।

Tender Notice
Prodhan Udaypur Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no-20/UGP/2025(1st Call) & 21/UGP/2025(1st Call), date-13/01/2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 20/01/2025 up to 13:00 Hrs.
Sd/-
Prodhan
Udaypur Gram Panchayat

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/024/BDOKNT/24-25 (Retender-2nd Call) Work Sl No 01 to 03, Dated : 13-01-2025. Last date of submission of bid through online 28-01-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 13-01-2025 from 17:00 hrs respectively.
Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

নোটিশ
বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব
শিলিগুড়ি
ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, যাহারা ক্লাব সদস্যপদ গত ৩১/০৩/২০২৪ পর্যন্ত পুনঃনবীকরণ করাননি, তাহাদেরকে এই নোটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার দিন হইতে একমাস সময়কালের মধ্যে ক্লাব নোটিশ বোর্ডে উল্লিখিত অনাদায়ী সদস্য চাঁদার প্রদেয় অর্থের তালিকা অনুযায়ী পুরো বকেয়া অর্থ প্রদান করিয়া নিজ নিজ সদস্যপদ পুনঃনবীকরণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। অন্যথায় ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ক্লাবের সংবিধানের নিয়মানুসারে তাহাদের সদস্যপদ সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
ক্লাবের কার্যকরী কমিটির পক্ষে -
শ্রী প্রসূন দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

University of North Bengal
Centre for Distance and Online Education
ADMISSION NOTIFICATION
ACADEMIC SESSION: JANUARY 2025
OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE
Applications are invited for the following courses under ODL Mode for **M.A.** in **English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, & Mathematics**, and **B.Com.** in the academic session **January, 2025**. The applications are to be submitted through the online system during the period from **15.01.2025** to **31.03.2025**. Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application. Obtain valid DEB ID for admission as per UGC mandate. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/and www.nbu.ac.in. • NBU Siliguri (H.Q.) • NBU Jalpaiguri Campus • NBU Saltlake Kolkata Campus.
Advt. No: 82 /R-2025, Dated 15.01.2025 Registrar (Additional Charge)

আজ টিভিতে

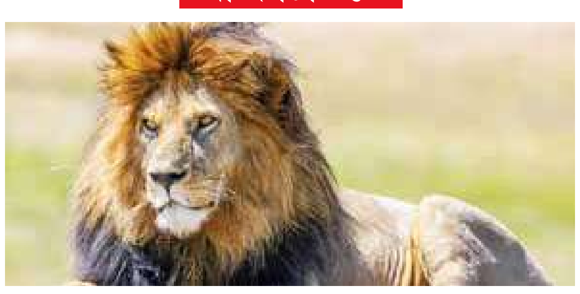

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ প্রতারক, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ আক্রোশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.২০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.১০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ১০.০০ সহজ পাঠের গপ্পো
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ আক্রোশ, বিকেল ৫.৩০ নয়নমণি, রাত ৯.৩০ অভাগিনী, ১২.৩০ পাকা দেখা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তর বাহির
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৩ স্যামি-টু, বিকেল ৩.১৩ খিলাড়ি, ৫.৪৪ নাগমতী, সন্ধে ৭.৫৫ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৭ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, ২.৪০ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৪.৩৯ খো গ্যয়ে হম কহাঁ, সন্ধে ৬.৫৭ ফুটফেয়ারি, রাত ৯.০০ ক্রু, ১০.৫৬ পরমাণু-দ্য স্টোরি অফ পোখরান
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.০০ ডর @ দ্য মল, বিকেল ৪.০০ এক কা দম এক, সন্ধে ৬.৩০ ফিরঙ্গি, রাত ৯.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৫৫ ইনটু দ্য ব্লু, বিকেল ৩.৪৫ আইস এজ-কলিশন কোর্স, সন্ধে ৬.৩৫ ক্রিড, রাত ৮.৪৫ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ১০.৪০ স্পিসিস

সহজ পাঠের গপ্পো
রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

খো গ্যয়ে হম কহাঁ বিকেল ৪.৩৯
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আফটার আর্থ
রাত ১১.০০ সোনি পিক্স

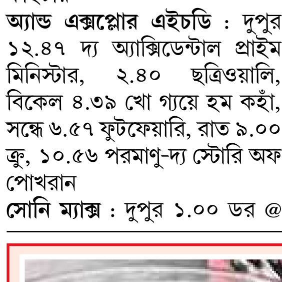

রাঁধুনি- পিঠেপুলি উৎসবে চৈতালি ঘোষ শেখাবেন কাটা পিঠে এবং থোড়ের ত্রিকোণ পিঠে। দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

WALK-IN INTERVIEW
Walk-in-interview for the below mentioned post on Contractual Basis is scheduled to be held on 22nd January, 2025 at 12 P.M. at Cooch Behar Municipality Head Office, Sagar Dighi Square, Cooch Behar. The details about educational qualification, experience and other criterion for the position and format for application are available on www.coochbeharmunicipality.com The interested and eligible candidates may appear for Walk-in-interview, as scheduled, along with filled up prescribed bio-data with original supporting documents.

Sl. No.	Name of the post	No of post	Eligibility	Age	Monthly Remuneration	Type of appointment
1.	Bengali Teacher (Purely on contractual basis)	02 (Two)	The applicants/ candidates must have the Bachelor degree/ graduation and must have Bengali as one of the subjects	Not below than 21 years and not more than 40 years as on 1st January, 2025	Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only per month	Purely on contractual basis initially for a period of 1 (one) year

Note : No TA/DA will be paid for attending the interview.
Sd/-
Chairman
Cooch Behar Municipality &
Cooch Behar Planning Authority
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। সংসারের কাজে আজ অতিরিক্ত খরচ। বৃষ : আজ কোনও ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি পাবেন। মিথুন : পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় আনন্দ। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। শারীরিক কারণে কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। সিংহ : আজ পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কন্যা : অতিরিক্ত কিছু চাইতে যাবেন না। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। তুলা : নিজের কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি। জীবিকা পরিবর্তনের চেষ্টা আজ সফল হবে। বৃশ্চিক : শরীরের দিকে নজর রাখুন। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়তে পারে। জরুরি কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। মকর : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সারাদিন কষ্ট পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : সারাদিন খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বোনের চাকরির খবরে খুশি। মীন : নতুন ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। আজ নতুন জমি ও নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৫ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫, ১ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ বদি, ১৪ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। বুধবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৩।৫২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ১১।১৯। প্রীতিযোগ রাত্রি ৩।২। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৪৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৫২ গতে বণিজকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১১।১৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৫২ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৯।৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৬ গতে ৪।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।১৯ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২। ১৬ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১১।১৯ মধ্যে নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধি কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।১৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাবালিকা উদ্ধার : নিখোঁজ এক নাবালিকাকে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে ওই নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হেপাজতে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে করণদিঘি অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত খসড়া নির্বাচন তালিকা ১৫ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সমিতির দপ্তরে প্রকাশিত হবে। এই তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও আপত্তি/অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০শে জানুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে (ছুটির দিন ব্যতীত) সমিতির কার্যালয়ে (ঠিকানাঃ গ্রাম + পোঃ- করণদিঘি, থানা- করণদিঘি, জেলা- উত্তর দিনাজপুর) বেলা ১১টা-৩টের মধ্যে যোগাযোগ করে তা জমা দেবার আহ্বান জানানো হল। আপত্তি/অভিযোগ এর শুনানি গ্রহণ করা হবে ০৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৫। ঐ দিন অভিযোগকারীকে বেলা ১১টায় সমিতি দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে।

তাং- ১৪.০১.২০২৫
স্বাঃ বিশ্বজিৎ মৌলিক, স্বাঃ সান্তনু রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

তপন, ১৪ জানুয়ারি : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল তপন থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম তপন মণ্ডল (৩৫)। মঙ্গলবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তপনে।

তপন থানা এলাকার ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকা শনিবার বিকেলে জমিতে সর্ষেফুল তুলতে গিয়েছিল। অভিযোগ, জমিতে একা পেয়ে তপন ওই নাবালিকাকে বাঁশবাগানে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। বাড়ি ফিরে নাবালিকা তার মাকে বিষয়টি খুলে বলে। সোমবার সন্ধ্যায় তপন থানায় অভিযোগ করেন নাবালিকার মা। তদন্তে নেমে রাতেই তপনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বড়হারোয়া (বিএইচডব্লু) ও পীরপৈঁতি (পিপিটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৫-০১। অকশন শুরুঃ ২৭.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.; লট নং ও স্টেশন নিম্নরূপঃ ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমএক্স-২৬-২৫-১ ও বড়হারোয়া। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- পিপিটি-এমএক্স-৬৬-২৫-১ ও পীরপৈঁতি। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-191/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের মুঙ্গের (এমজিআর) ও পীরপৈঁতী (পিপিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পেইউজ-২৫-২। অকশন শুরুঃ ২৯.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.-১। লট নংঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৪-১। স্টেশনঃ মুঙ্গের। ক্র.নং.-২। লট নংঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৪-১। স্টেশনঃ পীরপৈঁতী। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-196/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং (টি) স্টল-এর জন্য ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং (টি) স্টল-এর চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : ক্যাটারিং-২৫-১। অকশন শুরু : ২৫.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও ক্যাটারিং (টি) স্টলের বিবরণ নিম্নরূপ : ১; এএ/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১ ও বেলা হল্ট। ২; এএ/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪ ও নোনীহাট তড়তড়িয়া। ৩; এএ/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১ ও তালঝারী। ৪; এএ/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১ ও মুরারই। ৫; এএ/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১ ও মুরারই। ৬; এএ/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১ ও কল্যাণপুর রোড। ৭; এএ/৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১ ও আকবরনগর। ৮; এএ/৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১ ও রাজমহল। ৯; এএ/৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১ ও খালতিপুর। ১০; এবি/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএমইউ-৬৬-২৪-১ ও বড়হারোয়া জংশন। ১১; এবি/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১ ও পুনসিয়া। ১২; এবি/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরপিইউআর-এসএমইউ-১০-২৪-১ ও রতনপুর। ১৩; এবি/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১ ও জগদীশপুর। ১৪; এবি/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১ ও খালতিপুর। ১৫; এবি/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১ ও সকরীগলী। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-192/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-২০২৫-০২। অকশন শুরুঃ ২৫.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.; এসইকিউ. নং; লট নং-ক্যাটিগরি ও স্টেশন নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২ ও পীরপৈঁতি। ২; এএ/২; এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২ ও জঙ্গীপুর রোড। ৩; এএ/৩; এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২ ও মুঙ্গের। ৪; এএ/৪; এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২ ও গোড্ডা। ৫; এএ/৫; এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২ ও মালদা টাউন। ৬; এএ/৬; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২ ও সবৌর। ৭; এএ/৭; এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২ ও বরিয়ারপুর। ৮; এএ/৮; এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২ ও ধুলিয়ানগঙ্গা। ৯; এএ/৯; এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২ ও রাজমহল। ১০; এএ/১০; এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২ ও মির্জাচৌকী। ১১; এএ/১১; এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২ ও ঘোঘা। ১২; এএ/১২; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪ ও সাহিবগঞ্জ। ১৩; এএ/১৩; এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২ ও অভয়পুর। ১৪; এএ/১৪; এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২ ও তীনপহাড়। ১৫; এএ/১৫; এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২ ও বাঁকা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-194/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা নাসিরুদ্দিন মোল্লা - কে 18.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 63D 03104 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য খুবই আনন্দের মুহূর্ত ছিল যখন আমি জানতে পারলাম ডিয়ার লটারির যে টিকিটটি আমি কিনেছিলাম সেটি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ প্রদানের জন্য। আমরা সর্বদা ডিয়ার লটারির এই অবদান মনে রাখবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সংক্রান্তিতে তুলসীতলায় আলপনা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সুকদেবপুরে

বিজিবি'র সঙ্গে বাংকার বানাচ্ছেন ওপারের নাগরিকরা

বৈষ্ণবনগর, ১৪ জানুয়ারি : কাঁটাতারের বেড়া বাঁধার কাজ এখনও শুরু হল না কালিয়াচক-৩ ব্লকের সুকদেবপুরে। কাজ শুরু করলেই বিজিবি বাহিনী ও বাংলাদেশিরা হামলা চালানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। ওই এলাকার অভিযোগ, ওপারে সীমান্তের মাটি কেটে বাংকার তৈরি করছে বিজিবি, জঙ্গিদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তে মাটি কেটে বিজিবির সঙ্গে বাংকার বানাচ্ছে ওপারের নাগরিকরাও, এমনই দাবি শুকদেবপুরের বাসিন্দা সুজয় মণ্ডল, অভিরূপ মণ্ডলদের।

সূত্রের খবর, সীমান্তে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এখনও কাঁটাতারের বেড়া তৈরি নিয়ে কালিয়াচক-৩ ব্লকের সুকদেবপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা রয়েছে।

বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের সুকদেবপুরের উলটোদিকেই হচ্ছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা এলাকা। বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার সীমান্তে ১২০০ মিটার ফাঁকা রয়েছে, কাঁটাতার-বেড়া নেই। অবাধ আনাগোনা চলছিল বলে অভিযোগ। এখানেই গত সোমবার কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজ শুরু করতে গিয়ে বিজিবির বাধার মুখে পড়ে বিএসএফ। মঙ্গলবার স্থানীয় কিছু মানুষ দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে জঙ্গি ঢোকানো হতে পারে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সক্রিয় মদতে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও বিএসএফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সীমান্তে সজাগ রয়েছেন জওয়ানরা। ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জিরো পয়েন্টে যাঁদের জমি রয়েছে, তাঁদের ওই সব এলাকায় যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ।

আরজি কর মামলার দায়িত্বে মালদার তড়িৎ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের তরফে একে একে মামলা ছেড়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্য থেকে বৃন্দা গ্রোভার। এবার তাঁদের ছেড়ে দেওয়া কেসের দায়িত্ব নিলেন মালদার বর্ষীয়ান আইনজীবী তড়িৎ ওঝা। শনিবার মালদা শহরের কেজে সান্যাল রোডে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে বসে তড়িৎ ওঝার দাবি, 'গত ৬ জানুয়ারি শিয়ালদা আদালতে ৫৫ পাতার একটি রিপোর্ট জমা দিয়ে সিবিআই তদন্তের প্রেক্ষিতে ৩৮টি অসঙ্গতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি। আর সেসব প্রশ্নের পর সিবিআই গোয়েন্দারা বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের তদন্ত শেষ হয়নি।'

> **হঠাৎ একদিন ওই পরিবারের তরফে আমাকে ফোন করা হয়। হয়তো কারও কাছ থেকে আমার নম্বর নির্যাতিতার বাবা-মা পেয়েছেন। তাঁদের আবেদন আমি ফেরাতে পারিনি।**
>
> **তড়িৎ ওঝা, আইনজীবী**

কী সেই অসঙ্গতি? প্রশ্নের জবাবে তড়িৎবাবুর বক্তব্য, 'ঘটনার দিন আরজি করের সেমিনারহলে নির্যাতিতা সহ আরও চারজন গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করেছিলেন। তাঁরা মোবাইলের মাধ্যমে একটি ফুড ডেলিভারি অ্যাপে একটি সংস্থাকে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। অথচ সিবিআই এখনও পর্যন্ত নির্যাতিতা সহ বাকি তিনজনের মোবাইল সিজ করেনি। বাকি তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। যদিও ওই তিনজনই হতে পারেন ঘটনার মূল প্রত্যক্ষদর্শী।'

ওই রিপোর্টে তড়িৎবাবু দাবি করেছেন, ফুড ডেলিভারি অ্যাপে অর্ডার করে যদি খাবার আনা হয়ে থাকে তবে সেই কনটেনারগুলি কোথায় গেল? সিজার লিস্টে সেই কনটেনারগুলির কোনও উল্লেখ নেই কেন?

তড়িৎবাবু মাত্র একদিনই শিয়ালদা হাইকোর্টে উপস্থিত হয়েছেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি ওই মামলার রায় হওয়ার কথা। কী হতে পারে, প্রশ্নের জবাবে তড়িৎবাবু বলেন, 'আমার প্রশ্নগুলি পাওয়ার পর সিবিআই এখন বলছে, তাদের তদন্ত নাকি এখনও শেষ হয়নি। তাই আদালতের রায় পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

অভিযুক্তের বাড়ি থেকে নাবালিকা উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে নদিয়া জেলা থেকে কালিয়াগঞ্জের এক নাবালিকাকে উদ্ধার সহ অপহরণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত তরুণকে মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে পুলিশ। নাবালিকাকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'গোপন সূত্র মারফত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে জেলা চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

পরিবার সূত্রে খবর, বাড়ির অজান্তে দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকের মাধ্যমে নদিয়ার এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কালিয়াগঞ্জের এক নাবালিকার। ৬ জানুয়ারি ওই তরুণ নদিয়ার পথে পাড়ি দেয় নাবালিকাকে সঙ্গে করে। ঘটনায় পরিবারের তরফে ওই তরুণের বিরুদ্ধে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ দিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নাবালিকার পরিবার। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে এবং ওই তরুণের বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে কুপিয়ে খুনে চর্চায় কালাজাদু

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ জানুয়ারি : বৃদ্ধ খুনে শুরু থেকেই জামাইয়ের দিকেই তির ছিল। সোমবার গ্রেপ্তারের পর খুনের কথা স্বীকার নেয় জামাই মোজাম্মেল হক ওরফে নেপাল। কিন্তু খুনের কারণে উঠে আসছে জাদুটোনার প্রসঙ্গ। নিজের অসুস্থতার পেছনে শ্বশুরের জড়িবুটি খাওয়ানো ও জাদুটোনা করার অভিযোগ তুলেছিল জামাই। সেই রাগেই নাকি জামাই কুপিয়ে হত্যা করেছে শ্বশুরকে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়।

মৃত জসিমউদ্দিনের বৌমা আইমুনা বিবির বক্তব্য, 'আমার শ্বশুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই মোজাম্মেলের গণ্ডগোল। ওর দাবি ওকে অসুস্থ করার পিছনে আমার শ্বশুর রয়েছে। আমার শ্বশুর ওকে নাকি জড়িবুটি খাইয়ে ওকে অসুস্থ করেছে। এই রাগেই আমার শ্বশুরকে হত্যা করেছে।'

জসিমুদ্দিনের ছেলে মাসুদ আলমের দাবি, 'আমাদের সন্দেহ ছিল মোজাম্মেলই আমার বাবাকে হত্যা করেছে । কারণ, দিদির সঙ্গে ওর দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি ছিল। এনিয়ে একাধিকবার বিচারও হয়। তখনই আমার বাবা এবং পরিবারকেও হুমকি দিয়েছিল মেরে ফেলার।'

এদিকে, আজ হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ অভিযুক্ত মোজাম্মেলকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তুলেছে এবং পুলিশি হেপাজতের দাবি জানিয়েছে। অশান্তি এড়াতে গ্রামে পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার গভীর রাতে কুশলপুর গ্রামের নিজের বাড়ির

শ্বশুরের দেওয়া জড়িবুটিতে 'অসুখ'

বারান্দায় তৃতীয় স্ত্রী শাহনাজ বিবিকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ মহম্মদ জসিমউদ্দিন। আনুমানিক রাত ১১টা নাগাদ বৃদ্ধ দম্পত্তিকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কোপানো হয়। এলোপাতাড়ি আঘাতে গুরুতর জখম হন জসিমউদ্দিন এবং শাহনাজ। শনিবার সকালবেলায় জসিমউদ্দিন চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে গতকাল দুপুরে সিহিপুর গ্রাম থেকে জসিমউদ্দিনের প্রথম স্ত্রীর ছোট মেয়ের জামাই মোজাম্মেল হক ওরফে নেপালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই গতকাল দুপুর থেকেই অভিযুক্ত মোজাম্মেলকে নিয়ে মহকুমা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের একাধিক আধিকারিক কুশলগ্রামে যান। সেখানে গ্রামের বিভিন্ন জমিগুলিতে অভিযুক্ত জামাইকে নিয়ে তল্লাশি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার, সেকেন্ড অফিসার অজয় সিংহ এবং চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা প্রমুখ। অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে এবং সে গ্রামেরই একটি খেতে নাকি সেই অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল। আর এই অস্ত্র খুঁজতেই গতকাল সারাদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন জমিতে তল্লাশি করেন পুলিশকর্তারা।

গ্রামবাসীদের দাবি, মোজাম্মেলের সঙ্গে জসিমউদ্দিনের দীর্ঘদিন ধরেই গণ্ডগোল ছিল। মোজাম্মেল তার স্ত্রী পলি খাতুনকে তালাকও দেয়। মোজাম্মেলের দাবি ছিল, সে দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর ধরে অসুস্থ। তার অসুখের পিছনে নাকি শ্বশুরের জাদুটোনা রয়েছে। তাকে ইচ্ছে করে অসুস্থ করে দিয়েছে বলে মনে করত সে।

কাফ সিরাপ আটকে গ্রেপ্তার

বৈষ্ণবনগর, ১৪ জানুয়ারি : ফের নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হল বৈষ্ণবনগরের বাংলাদেশ সীমান্তে। মঙ্গলবার ৩০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ একজনকে আটক করল বৈষ্ণবনগরে কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন কুম্ভীরা পঞ্চায়েতের মোহনপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ এদিন মোহনপুরে সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে। তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৩০০ বোতল কাফ সিরাপ। যার আনুমানিক বাজার দর ৬৫০০০ টাকা। ওই ব্যক্তিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশ।

ব্যাংকের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

সাইবার প্রতারণায় টাকা খোয়ালেন বধূ

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৪ জানুয়ারি : নেট ব্যাংকিং-এর সুবিধে নেই, এটিএম কার্ড নেই, এমনকি ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে টাকা তোলার অপশনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। সাইবার অপরাধীরা সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ফাঁক করে দিয়েছে তিন লক্ষ টাকা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে রতুয়ার দেবীপুরে। সাইবার প্রতারণায় লক্ষাধিক টাকা খোয়া যাওয়ায় মাথায় হাত গৃহবধূর। অভিযোগ, এতকিছু ঘটে গেলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না। তবে ব্যাংককর্মীদের পরামর্শে তিনি মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার কপি জমা দিয়েছেন স্থানীয় থানাতেও। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, এভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গেলে ব্যাংকে তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়?

প্রতারিতা বধূর নাম সঞ্চিতা কুমার। তাঁর বাড়ি রতুয়ার দেবীপুর স্বর্ণকারপাড়ায়। স্বামী দিলীপ মিশ্র পেশায় স্কুল শিক্ষক। বাড়ির থেকে দুই কিমি দূরে একটি ব্যাংকের দুর্গাপুর শাখায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে সঞ্চিতার। তাঁর বক্তব্য, 'শনিবার এই ঘটনাটি ঘটে। সেদিন ছয় দফায় আমার অ্যাকাউন্ট থেকে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে মোট তিন লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। প্রতিবার ৫০ হাজার টাকা করে খোয়া গিয়েছে।'

তিনি আরও জানান, 'গতকাল ব্যাংকের তরফে আমার কাছে ফোন আসে। কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি ফোন ধরতে পারিনি। খানিক বাদে আমার স্বামী আমাকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানান। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে আসি। এখান থেকে আমাকে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। আমি সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। তার কপি রতুয়া থানায় জমা দিয়েছি।'

সঞ্চিতার সংযোজন, 'ব্যাংকের লোকজন আমাকে জানান, আমি নিজের মোবাইল ফোন হাতে ধরে রাখলেও সেই ফোনের নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কেউ। এটা কতটা সত্যি, আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, আমার অ্যাকাউন্টে মোট পাঁচ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ছিল। সেখান থেকে তিন লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না। আমার টাকা ফেরত না পেলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।'তাঁর একটাই প্রশ্ন, আমার নেট ব্যাংকিং পরিষেবা নেই। এটিএম কার্ড নেই। এমনকি সাইবার অপরাধীদের কথা ভেবে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে টাকা তোলার অপশনও কয়েকদিন আগে বন্ধ করে দিয়েছি। এরপরেও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যায় কীভাবে? এভাবে

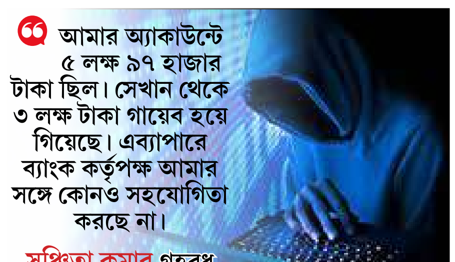

> **আমার অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ছিল। সেখান থেকে ৩ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না।**
>
> সঞ্চিতা কুমার গৃহবধূ

জমানো টাকা উধাও হয়ে গেলে আমরা কার উপর ভরসা করব?'

দিলীপবাবুর দাবি, 'সেদিন আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ব্যাংক থেকে ফোন আসে। বাইকে থাকায় ফোন ধরতে পারিনি। স্কুলে গিয়ে ব্যাংকে ফোন করলে গোটা ঘটনা জানতে পারি। আমি জানাই, আমার টাকা তোলার অপশনগুলি প্রায় সবই বন্ধ। তারপরেও কীভাবে টাকা উধাও হল? ব্যাংক কর্তৃপক্ষও কিছু বলতে পারেনি। ওরাই এই ঘটনার জন্য দায়ী।'

যদিও এনিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

রায়গঞ্জে এইমস নিয়ে দুই সাংসদের দুই 'রা'

রণবীর দেব অধিকারী ও রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : রায়গঞ্জে এইমসের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। ভোটের বাজারে ফেরি হওয়া সেই স্বপ্নের ঘুড়ি ভোঁ কাট্টা হয়ে কবেই চলে গেছে কল্যাণীতে। গত লোকসভা ভোটে নির্বাচিত হয়েই বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল সেই ছেঁড়া সুতোর লাটাই ঘুরিয়ে ফের রায়গঞ্জে এইমস ধাঁচের হাসপাতাল গড়ার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু সত্যিই কি রায়গঞ্জে কোনওদিন এইমস হবে? নাকি এ কেবলই খুড়োর কল? এর আগে জমি চিহ্নিত হওয়ার পরেও এমনকি অধিকাংশ কৃষক জমি দিতে রাজি থাকলেও তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার সেই জমি অধিগ্রহণ করেনি। তাতেই কেন্দ্রের অনুমোদন সত্ত্বেও রায়গঞ্জে এইমস গড়ে তোলা যায়নি বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই অনেকে এখন ভাবছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের দড়ি টানাটানিতে রায়গঞ্জে এইমস তৈরির বিষয়টি স্রেফ রাজনৈতিক গিমিক হয়েই থেকে যাবে না তো ? এই প্রশ্ন উস্কে দিয়েছে, সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট-এর এইমস ইস্যুতে করা মন্তব্য।

রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জে এইমস স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছেও তদ্বির করেছেন তিনি। কিন্তু রাজ্যে দ্বিতীয় এইমস করতে হলে রাজ্য সরকারকেই কেন্দ্রের কাছে আবেদন করতে হবে। সেই কারণে রাজ্য যাতে ওই আবেদন জানায় তাঁর অনুরোধ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার চিঠিও পাঠিয়েছেন বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল।

> **খুব শীঘ্রই উত্তরবঙ্গের জন্য এইমস হাসপাতাল ঘোষণা করবে কেন্দ্র সরকার। উত্তরবঙ্গেই এইমস হবে এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।**
>
> **রাজু বিস্ট**
> **বিজেপি সাংসদ, দার্জিলিং**

> **রায়গঞ্জের জন্য এইমস হাসপাতাল অনুমোদন হয়েছিল আগেই। যদি উত্তরবঙ্গের জন্য দ্বিতীয় এইমস অনুমোদন করা হয়, তার প্রথম দাবিদার রায়গঞ্জ।**
>
> **কার্তিক পাল**
> **বিজেপি সাংসদ, রায়গঞ্জ**

কিন্তু রাজ্য যদি জমি অধিগ্রহণ করে না দেয় তাহলে? ঠিক এই প্রশ্নেই রাজু বিস্টের মন্তব্যে শোনা গিয়েছে কার্তিকের উলটো সুর। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেন, 'রাজ্য সরকার কোনওদিনই এইমস-এর জন্য জমি দেবে না। তাই কেন্দ্র সরকারের নিজস্ব জমিতেই সেই হাসপাতাল স্থাপন করা হবে।'

কিন্তু কেন্দ্রের হাতে কি রায়গঞ্জে বা উত্তর দিনাজপুরের কোথাও এইমসের জন্য উপযুক্ত জমি আছে? স্থানীয় সাংসদ কার্তিক পাল বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রায়গঞ্জে জমির খোঁজ চলছে।' কিন্তু যদি জমি পাওয়া না যায় তাহলে কি রায়গঞ্জে এইমস স্থাপনের সম্ভাবনা বিশবাঁও জলেই? কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির চোখ দিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন রায়গঞ্জবাসী, তা কি আর কোনওদিন পূরণ হবে? কী ভাবছেন রায়গঞ্জের মানুষ?

শহরের বাসিন্দা হস্তশিল্পী শুভ্রশংকর রায় বলেন, 'যাই হোক না কেন মানুষ চায় পরিষেবা। রায়গঞ্জ থেকে এইমস অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু যদি পুনরায় উত্তরবঙ্গে এইমস হাসপাতাল অনুমোদন করা হয় তাহলে তার প্রধান দাবিদার অবশ্যই রায়গঞ্জ।'

অপর এক শহরবাসী তথা স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শোভন মৈত্রর কথায়, 'রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল স্থাপন হলে বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। কাউকেই চিকিৎসার জন্য আর দক্ষিণ ভারতে ছুটতে হবে না। এখন কতদূর কী হবে তা সময়ই বলবে। তবে রায়গঞ্জে এইমস হবে বলে যে স্বপ্ন আমরা এতদিন দেখে এসেছি, রায়গঞ্জবাসী হিসেবে চাইব, আমাদের সেই স্বপ্নপূরণ হোক।'

তৃণমূলের সভায় সরকারি পলিথিন ব্যবহারে কটাক্ষ

তপন, ১৪ জানুয়ারি : ত্রাণের পলিথিন বিছিয়ে তৃণমূলের যুব কংগ্রেস সভা করায় বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাম-বিজেপি।

সোমবার তপন ব্লকের জামালপুর ও হলিদানা হাটখোলায় সংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করে যুব তৃণমূল। সভায় হাজির হন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য অম্বরিশ সরকার প্রমুখ। অভিযোগ, সেই সভায় সরকারি লোগো লাগানো ত্রাণের পলিথিন বিছিয়ে সভা করা হয়।

সিপিএমের তপন এরিয়া কমিটির সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস কটাক্ষ করে বলেন, 'গরিব মানুষের সরকারি অনুদান চুরি করছে। গরিব মানুষকে বঞ্চিত করে ত্রাণের পলিথিন বিছিয়ে দলীয় সভা করছে। বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাব।' বিজেপি নেতা উত্তম ভক্ত কটাক্ষ করে জানান, 'গরিব মানুষকে তৃণমূল ফাঁকি দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।'

জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি অম্বরিশ সরকারের কথায়, 'তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল যুব কী করছে। সবাই তা লক্ষ রাখছে। বাম, বিজেপি নেতাদের খোঁজ নিতে বলুন, ওই পলিথিন গোবিন্দ ওরাওঁয়ের। ওনার ঘরের প্রয়োজনে আনা পলিথিনটি এনে আমাদের জন্য পেতে দেন।'

পুরাতন মালদায় উরস উৎসব

পুরাতন মালদা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পৌষ-সংক্রান্তির দিন, জংলি পিরের ৭১তম বার্ষিক উরস উৎসব হল। পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া নেমুয়া ডুমুরতলায় এই উৎসবে হিন্দু-মুসলিমরা একত্রিত হয়ে পির বাবার কাছে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। উৎসবটির বিশেষত্ব হল স্থানীয় হিন্দুরাই মাজারের সেবাইত রয়েছেন। উৎসবে পৌষ-সংক্রান্তির তিলুয়া, মোমবাতি এবং মুরগি উৎসর্গ করে ভোগ নিবেদন করা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে বড় মেলাও বসে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীপতি মণ্ডল বলেন, '১৯৬৩ সাল থেকে ওই মেলা হয়ে আসছে।'

পশু হাসপাতাল যেন নিধিরাম দপ্তর

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১৪ জানুয়ারি : ঘাটপাড়ার বাপন সরকার তাঁর ছোট্ট দুই সারমেয়কে নিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। অপরদিকে, রেজাউল শেখও এনেছেন তাঁর ছোট্ট পোষ্য ছাগলটিকে। সুদূর শিকারপুর থেকে সাইকেলে ওষুধ নিতে এসেছেন ভদু শেখ। বাড়ির পোষ্যগুলির ওষুধের একমাত্র ঠিকানা এই হাসপাতাল। কিন্তু ফরাক্কা ব্লক সরকারি পশু হাসপাতাল যেন নিধিরামের দপ্তর। সবেধন নীলমণি এক অফিসকর্মী।

ওষুধ নিতে এসে ভদু শেখ বলেন, 'ডাক্তার নেই। নামেই পশু হাসপাতাল। চোখের সামনে অবলা পশুদের মৃত্যু দেখতে খারাপ লাগে।'

গত দেড় বছর ধরে পাকাপাকি কোনও ডাক্তার নেই ফরাক্কা পশু চিকিৎসালয়ে। একজনের আসার কথা থাকলেও তিনি আজও আসেননি। বিএলডিও'র অফিসে দেখা মেলা ভার। ওষুধ দেওয়ার কম্পাউন্ডার অবসরগ্রহণ করেছেন বেশ কিছুদিন আগে। অগত্যা অফিসকর্মীকেই ওষুধপত্র সামলাতে হচ্ছে এখন। তবে পরিস্থিতি জটিল হলে সেই পশুর মৃত্যু অবধারিত। জেলা শাসক এবং জেলা পশু দপ্তরকে জানানোর আশ্বাসই মিলেছে শুধু।

যদিও ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি আরিফ নায়ার অচলাবস্থার কথা স্বীকার করে বলেন, 'বিষয়টি বিডিওকে বলেছি।'

যদিও বিডিও জুনায়েদ আহমেদ এপ্রসঙ্গে স্পিকটি নট।

ধর্ষণের শিকার দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নতুন বছরের প্রথম মাসও শেষ হতে চলল। বদলাল না নারী নির্যাতনের ছবিটা। সংবাদপত্র খুললেই তার পরিণতি বোঝা যায়। এবার আক্রমণের শিকার হল দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রইল হেমতাবাদ ও মানিকচকের নৃশংসতার দুই ছবি।

জঙ্গলে ফেলে চম্পট অভিযুক্তের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৪ জানুয়ারি : এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে রাস্তা থেকে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে নগ্ন অবস্থায় রেখে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ঘটনা ৬ জানুয়ারির। হেমতাবাদের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওই ছাত্রীর মুখে গামছা বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বস্ত্রহীন অবস্থায় ফেলে রাখে। রাতভর মেয়ে বাড়িতে না আসায় পরিবার থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। পরের দিন ওই নাবালিকাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। নাবালিকার মুখ থেকে সব শুনে হেমতাবাদ থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বিহার সীমান্ত থেকে এদিন ভোররাতে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসে।

> মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় মেয়েকে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। রাতভর মেয়ের খোঁজ না পেয়ে হেমতাবাদ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করি।
>
> **নাবালিকার মা**

নাবালিকার মা জানিয়েছেন, 'মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় মেয়েকে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। রাতভর মেয়ের খোঁজ না পেয়ে হেমতাবাদ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করি। মেয়ের থেকে সব শুনে অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করি। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

অভিযুক্তকে এদিন পুলিশ রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করে। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশের জালে প্রতিবেশী

আজাদ

মানিকচক, ১৪ জানুয়ারি : রাতের অন্ধকারে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মানিকচক থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে।

স্থানীয়দের দাবি, মানিকচকের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। সোমবার গভীর রাতে অভিযুক্ত প্রতিবেশী তার ঘরে ঢুকে, মুখ চেপে ধরে তাকে জোর করে ধর্ষণ করে। নাবালিকার চিৎকারে ঘুম ভাঙে পরিবারের সদস্যদের। তড়িঘড়ি তাঁরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। সারারাত বেঁধে রাখার পর খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, ওই নাবালিকার মা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। নাবালিকার পরিবারের এক সদস্যের বক্তব্য, 'রাতে ও একাই ঘুমাতো। সেই সুযোগে এরকম করেছে ছেলেটি। সে এমন ঘটনা ঘটাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের মেয়ের সর্বনাশ করেছে। আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে ওকে। না হলে ওর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

বালুরঘাটে মকর সংক্রান্তিতে আলপনা দেওয়ার ধুম, ঢেকিতে ছাঁটা হচ্ছে চাল, গাজোলে স্নানযাত্রায় ঘাটে ভিড় ও রায়গঞ্জে খোলা মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে ব্যস্ত। মঙ্গলবার ছবিগুলি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার, পঙ্কজ ঘোষ ও দিবাকর সাহা।

সংক্রান্তিতে বাউল গানের মেলা

নিউজ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে চিরাচরিত প্রথা মেনে মঙ্গলবার সকাল থেকে স্নান ও পুজোয় মাতলেন গৌড়বঙ্গের শহর এবং গ্রামের বাসিন্দারা।

এদিন গাজোলের আহোড়া পাঁচকালী মন্দির সংলগ্ন শ্রীমতী নদীতে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ এসে স্নান করেন। এই পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে ছয়দিন ব্যাপী গ্রামীণ মেলা এবং বাউল গানের অনুষ্ঠানও জমে উঠেছে। পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের উদ্যোগে গত ২০ বছর ধরে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলা কমিটির তরফে খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিনের পূর্ণতিথিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার গোহিলাতে জমে উঠল শতাব্দী প্রাচীন গঙ্গাদেবীর মেলা। এই মেলায় গঙ্গাদেবীর পুজো দিতে এবং স্নান সারতে বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ডের প্রচুর পুণ্যার্থী এলাকায় জড়ো হন। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে বিশাল এলাকাজুড়ে বসে এই মেলা।

মূলত কাঠের আসবাবপত্রের কেনাবেচা এই মেলার মূল আকর্ষণ। মেলা চলবে এক মাস ধরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঐতিহ্যবাহী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তৈরি হয়েছে গঙ্গাদেবীর সুরম্য মন্দির। এই বছর মেলা উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ এবং দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই বৈষ্ণবনগরের খেজুরিয়া গঙ্গাঘাটে পুণ্যার্থীদের আগমনে এলাকা জমজমাট হয়ে ওঠে। কড়া পুলিশি নজরদারির মধ্যে পুণ্যার্থীরা নদীঘাটে স্নান করেন। স্নান উপলক্ষ্যে বসে মেলা ও বাউল গান।। এলাকার বেশ কিছু সাধুসন্তের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের রায়গঞ্জের আবদুলঘাটা থেকে পাথরমণি ঘাট পর্যন্ত কুলিকের সবকয়টি ঘাটেই স্নান করতে নামেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। তবে এবছর মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঘাটগুলোতে ভিড় কম ছিল। কাঞ্চনপল্লিতেও ১০০ বছরের পুরোনো বুড়ো-বুড়ির মেলা বসে। এই মেলায় ভিড় জমান বহু পুণ্যার্থী। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা শুধু পুণ্যার্থীদের তীর্থক্ষেত্রই নয়, বরং এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। মেলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বুড়ো-বুড়ির প্রতিমা, যেখানে ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণকামনা করেন।

অন্যদিকে, শহরের শিল্পীনগর এলাকাতেও বিকেলে বসে বুড়ো-বুড়ির মেলা। এই মেলায় বিভিন্ন বয়সের মানুষ ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে মেতে উঠেন। মেলার বসে রকমারি দোকান। ঐতিহ্যবাহী এই মেলা রায়গঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

দুটি লরির সংঘর্ষে আগুন

ফরাক্কা, ১৪ জানুয়ারি : দুটি লরির সংঘর্ষে একটি লরি পাশের নয়ানজুলিতে পড়তেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের কাশিনগর সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে।

জঙ্গিপুরের দিক থেকে মালদা যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি কেমিক্যাল ভর্তি লরির পেছন থেকে ধাক্কা মারে পণ্যবাহী আরেকটি লরি। ধাক্কা লেগে পাশের নয়ানজুলিতে পড়তেই লরিতে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ঘটনায় দগ্ধ হন লরিচালক। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। রাতে দুর্ঘটনা ঘিরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। লরিচালককে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ঘটনাস্থলে দুটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

যানজটে নাকাল দোমোহনা

করণদিঘি, ১৪ জানুয়ারি : করণদিঘির দোমোহনায় তীব্র যানজটের ভোগান্তি মূলত নিত্যদিনের ঘটনা। যানজটের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষ। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, করণদিঘি থানার দোমোহনায় রসাখোয়া থেকে করণদিঘি যাওয়ার রাস্তা চিকেন নেকের মতো হওয়ায় দোমোহনায় তীব্র যানজট হচ্ছে। মূল সড়কে ঢোকার মুখেই যেতে হয় যানজটের কবলে। দোমোহনা রসাখোয়া রাজ্য সড়কে ঢোকার সময় ফুটপাথ না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জানালেন রসাখোয়ার বাসিন্দা শ্যামল কীর্তনীয়া।

তাঁর কথায়, 'রাস্তার পাশে নেই কোনও ফুটপাথ। যানজট সবসময় লেগেই থাকে।' করণদিঘি থানার ট্রাফিক ওসি সামুম ইকবাল আনসারি বলেন, 'যানজট নিরসনে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণেই যানজটের সৃষ্টি হয়।'

সাংসদের নির্দেশে বন্ধ রাস্তার কাজ

গাজোল, ১৪ জানুয়ারি : রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠল গাজোল স্টেশন রোড এলাকায়। খবর পেয়ে কাজ পরিদর্শনে যান গাজোল-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যুৎকুমার সর্দার। অভিযোগের সত্যতা পেয়ে বিষয়টি তিনি জানান সাংসদ খগেন মুর্মুকে। এরপরই রেলের নির্দিষ্ট বিভাগে অভিযোগ জানিয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন সাংসদ। এরপর থেকে বন্ধ রয়েছে কাজ।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর গত ২৩ অগাস্ট শুরু হয়েছিল গাজোল স্টেশন রোড মেরামতের কাজ। ভাঙাচোরা পিচ রাস্তার বদলে কংক্রিট ঢালাই রাস্তা এবং দুপাশে নিকাশিনালা তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ১ কোটি ২৯ লাখ টাকা। রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সত্যেন্দ্র কুমার সহ অন্যরা। সম্প্রতি রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে নিকাশিনালা তৈরির কাজ। কিন্তু অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

সাংসদের দাবি, 'গত বছরের ২৩ অগাস্ট থেকে এই রাস্তার নির্মাণকাজটি শুরু হয়েছিল। রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থাকে বলা হয়েছিল, শিডিউল মেনে কাজ করতে। কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ পাচ্ছি, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে নিকাশিনালার কাজ। স্বাভাবিকভাবেই আমি বিষয়টি ডিআরএমকে জানিয়েছি। একইসঙ্গে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর আরও সংযোজন, 'শিডিউল অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যেটুকু কাজ হয়েছে তা ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেলের যা কাজ হবে নিয়ম মেনে হবে, কোনওরকম কাটমানির বিষয় চলবে না।'

বিশ্রামাগার নির্মাণ

বুনিয়াদপুর, ১৪ জানুয়ারি : বংশীহারীর মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের পাঞ্জারিপাড়া মোড়ে বিশ্রামাগারের অভাবে লোকজনদের সমস্যার অন্ত ছিল না। সম্প্রতি সেখানে জাতীয় সড়কের ধারে খাস জমিতে একটা আধুনিক বিশ্রামাগার নির্মাণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল নস্য শেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বরাদ্দকৃত ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকায় একটি আধুনিক বিশ্রামাগার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

নস্য শেখ উন্নয়ন পর্ষদের জেলা সম্পাদক সৌকত আলি বলেন, 'রাজ্য সরকারের নস্য শেখ উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দকৃত ৩.৭৬ লক্ষ টাকায় পাঞ্জারিপাড়া মোড়ে একটি আধুনিক বিশ্রামাগার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।'

লক্ষাধিকের চুরিতে ধৃত ১

কুশমণ্ডি, ১৪ জানুয়ারি : শনিবার মাঝরাতে কুশমণ্ডির পালপাড়ায় দিলীপ দেবগুপ্তর ঠাকুরঘরের তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার জিনিস চুরি হয়।

লিখিত অভিযোগের পরেই তদন্তে নেমে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার করল চোরকে। ধৃত চোরের নাম বাপি রায় (২৪)। বাপির টোটো সহ ছোট্ট একটি ইলেক্ট্রিক্যাল পার্টস এর দোকান আছে। আজ ওই তরুণকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পতিরামে স্কুলের উদ্যোগে পিকনিক

পতিরাম, ১৪ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক বনভোজন বা পিকনিক অনুষ্ঠান ছিল মঙ্গলবার।

মাইক হাতে খুদেরা। - সাজাহান আলি

বালুরঘাট ব্লকের পাগলিগঞ্জের আত্রেয়ী নদীর তীরে এদিনের পিকনিকে অংশগ্রহণ করেছিল বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং কিছু ছাত্রছাত্রী।

পিকনিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই কবিতা, আবৃত্তি, ছড়া, হাস্যকৌতুক, কুইজ, জাম্প মিসটেক খেলা, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি বিবিধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

এইসব বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রান্তিক পর্বে ছিল বনভোজনের মাটির মঞ্চে সংগীত পরিবেশন।

কম্বল বিতরণ

পতিরাম, ১৪ জানুয়ারি : পারপতিরাম বাহিচা যুব মিলনি পাঠাগার ও ক্লাব এবং 'গিভ মোর লিভ মোর' সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আজ কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বাহিচা যুব মিলনি ক্লাব প্রাঙ্গণে। ৫৮ জন দুঃস্থদের মধ্যে এই শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

অর্থাভাবে খেলা থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা

রেজিস্ট্রেশন ফি মকুবের দাবি

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৪ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই সরকারি নির্দেশ মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের জোনাল, সাব-ডিভিশনাল ও ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের খেলা। তবে শুধুমাত্র এই খেলায় রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে না পারায় জোন, সাব-ডিভিশন ও ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের এই প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেলার জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। খেলায় অংশগ্রহণের রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করে সমস্ত বাচ্চাদের এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবি তুলেছেন খোদ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই মুহূর্তে স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের জন্য স্কুল পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। জোনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হতে চলেছে। সাব-ডিভিশন পর্যায়ের খেলা রয়েছে গঙ্গারামপুর সাব-ডিভিশনের জন্য চলতি মাসের ২৪ তারিখ ও বালুরঘাট সাব-ডিভিশনের জন্য ২৫ তারিখ। দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের খেলা রয়েছে চলতি মাসের ৩১ তারিখে। এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে গেলে প্রত্যেক স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ দিতে হয় ৭০০ টাকা। জোন পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য স্কুলগুলোকে দিতে হয় ৫০০ টাকা। জুনিয়ার হাইস্কুলগুলোতে নিজস্ব তহবিল না থাকায় স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে মোট ১২০০ টাকা দিতে পারেন না জুনিয়ার হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। ফলে জুনিয়ার হাইস্কুলের ছেলেমেয়েরা জোন, সাব-ডিভিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সকল ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই খেলায় অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকে যাতে রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করা হয়, তার জন্য সোচ্চার হয়েছেন গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক বাচ্চাই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা পায়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাও যে একটা অংশ সেই অংশের অংশীদার সব বাচ্চা হয় না। যেমন জুনিয়ার হাইস্কুলের বাচ্চারা জোনাল কিংবা সাব-ডিভিশনাল কিংবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এ সমস্ত খেলায় অংশগ্রহণ করতে গেলে যে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১২০০ টাকা প্রয়োজন, সেটা তারা দিতে পারে না।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'এর ফলে এই সমস্ত বাচ্চারা কোনওদিনই এই পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে না। খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের যাতে রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করা হয় তার জন্য ওসি এডুকেশনকে আমি একটি চিঠিও দিয়েছি। রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব হলে বাচ্চারাও অদূর ভবিষ্যতে স্টেট পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।'

নষ্ট সবজি নিয়ে থানায়

গাজোল, ১৪ জানুয়ারি : এক কৃষকের জমির ফসল নষ্ট করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের আদিনায়। জমির নষ্ট ফসল নিয়ে এদিন গাজোল থানায় অভিযোগ জানাতে আসেন অজিত সিংহ।

নষ্ট সবজি হাতে। - পঙ্কজ ঘোষ

অজিতবাবু তাঁর এক বিঘা জমির দশ কাঠা জমিতে টমেটো ও ১০ কাঠা জমিতে বেগুন গাছ লাগিয়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো পরিচর্যা করার জন্য জমিতে আসেন এদিন। দেখেন, তাঁর সমস্ত বেগুন গাছ ও টমেটো গাছ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে কে বা কারা। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

অজিতের হতাশা, 'আজ দুপুরে দেখি, সব গাছ গোড়া থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। পুলিশ দোষীদের শাস্তি দিক। প্রায় এক লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে আমার।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে গাজোল থানার পুলিশ।

নদীর চরে পাখি সমীক্ষা

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : বন দপ্তরের উদ্যোগে জলচর পাখি সমীক্ষা শুরু হল দক্ষিণ দিনাজপুরে। মঙ্গলবার সকাল থেকে আত্রেয়ী নদীর চরে ডাঙ্গি, চক ভাতশালায় পাখি সমীক্ষা হল। পরে তপনের গোফানগর এলাকাতেও এই জলচর পাখি সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষক দলে ছিলেন বন দপ্তরের তরফে বিট অফিসার সৌরভ সেন, বনরক্ষক মিঠুন বালা, পাখিপ্রেমী সুমন ঘোষ, তুহিনশুভ্র মণ্ডল প্রমুখ। বালুরঘাট মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে এই পাখি গণনার কাজ শেষ হলে আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে গঙ্গারামপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পাখি গণনার কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

বালুরঘাট বন দপ্তরের রেঞ্জার তাপস কুণ্ডু জানান, 'এই গণনা ও সমীক্ষায় বেশ কিছু পাখিদের সন্ধান পেয়েছি। আগামীদিনে সমীক্ষা আরও অন্য ফরেস্টে চলবে।'

খেলার সামগ্রী বিলি

কুমারগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : সীমান্তবর্তী মানুষদের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে বিএসএফের তরফে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল সমজিয়া এফপি স্কুল প্রাঙ্গণে। সমজিয়া স্কুল সহ আশেপাশের আরও নয়, দশটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান করা হয় বিএসএফের তরফে। এছাড়াও কৃষকদের জন্য কৃষির সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের তরফে ডিআইজি মহিন্দর সিং, কমান্ডান্ট বিভূতিভূষণ কুমার, উমেশ সিং, প্রধান ধনো রায় প্রমুখ।

টাঙন পাড়ের টুসু মেলায় উৎসবের মেজাজ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৪ জানুয়ারি : এক মাসের ব্রত শেষ। এবার বামনগোলার ছাইতনতলার টাঙন নদীর পাড়ে টুসু মেলায় মেতে উঠলেন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে কুড়মি অধ্যুষিত এলাকার প্রতিটি বাড়িতে শুরু হয় টুসুপুজো। চলে পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত। পুজোর শেষ দিন পৌষ সংক্রান্তিতে ছাইতনতলা টাঙন নদীর পাড়ে এলাকার সমস্ত টুসু মূর্তি একত্রিত করে বিসর্জনের দিন এই শতাব্দী প্রাচীন মিলনমেলা হয়।

টুসুপুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনশ্রুতি রয়েছে। বলা হয়, টুসু কোনও আর্যদেবী নন। কুড়মি সমাজের জেলা সভাপতি দীনেশ মাহাতোর বক্তব্য, 'বলা হয়, টুসু কুড়মি সম্প্রদায়ের এক সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী কুমারী কন্যা ছিলেন। টুসুকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কোনও এক ভিন সম্প্রদায়ের রাজা। কিন্তু টুসু সেই বিয়েতে মত দেননি। টুসুর সিদ্ধান্ত মেনে তাঁর অভিভাবকরাও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজার প্রতিনিধিকে। এতে রাজা রেগে টুসুর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানান। টুসু বুঝেছিলেন, এবার নেমে আসবে রাজরোষ। আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রম হারানোর ভয় পান। অবশেষে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষায় তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে হারিয়ে যান চিরদিনের জন্য।'

টুসুর মূর্তি নিয়ে হাজির মহিলারা। মঙ্গলবার বামনগোলায় তোলা সংবাদচিত্র।

তাঁর আরও বক্তব্য, 'নারীত্বের সম্ভ্রম রক্ষা করতে টুসুর এই আত্মত্যাগ তাঁকে কুড়মি সমাজের কাছে মানবী থেকে দেবীতে পরিণত করে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়গত বা অন্য কোনও কারণে বিয়েতে অনিচ্ছার বিষয়টি হারিয়ে গিয়েছে।'

পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, টুসুপুজোয় আগ্রহী মহিলারা নিজেরাই মূর্তি গড়েন। কয়েকটি বাড়ি মিলে আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত সন্ধ্যায় টুসুপুজো শুরু করেন। মূর্তির পাশে থাকে একটি নতুন মাটির হাঁড়ি। প্রতিদিন টুসুর নামে একটি করে ফুল ওই মাটির হাঁড়িতে রেখে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। টুসুর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি, বাতাসা, ছোলা ইত্যাদি। আর পুজোতে চলে টুসুকে নিয়ে বাঁধা গান। গানের সুরে ও কথায় ফুটে উঠে দুঃখ, আনন্দ, কল্পনা, সামাজিক নানা সমস্যা ও অভিজ্ঞতা, এমনকি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিবাদও।

টুসুপুজোর শেষদিন পৌষ সংক্রান্তিতে সব টুসু মূর্তি একত্রিত করা হয় ছাইতনতলা সংলগ্ন টাঙনের পাড়ে। সেখানে শেষবারের মতো পুজো করা হয়। চলে টুসকে নিয়ে বাঁধা গানের প্রতিযোগিতা। তারপরই ফুল ভর্তি মাটির হাঁড়ি ও টুসু মূর্তিগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। কামনা করা হয় টুসুর আত্মার শান্তির। অপেক্ষা আবারও পরের বছরের।

সন্তান সহ নিখোঁজ গৃহবধূ

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : তেত্রিশ বছর বয়সি এক গৃহবধূ ও তাঁর চার বছর বয়সি সন্তানের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট শহরের একে গোপালন কলোনি এলাকায়। গত রবিবার পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই গৃহবধূর খোঁজ শুরু করেছে।

পাশে বিধায়ক

পতিরাম, ১৪ জানুয়ারি : নাজিপুর পঞ্চায়েত এলাকার জন্তীহার গ্রামে দীর্ঘ রোগভোগের পর বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল কয়েকদিন আগে। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু দেখা করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রবীর মণ্ডল, শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ ছোটন চক্রবর্তী, সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক গফফার মণ্ডল।

মিছিল নিয়েও তৃণমূলে দ্বন্দ্ব চাঁচলে

চাঁচল, ১৪ জানুয়ারি : জেলায় জোড়া খুনে যখন গোষ্ঠীকোন্দলের তত্ত্ব উঠে আসছে, সেখানে চাঁচলের কার্নিভালের দ্বন্দ্বের রেশ এখনও অব্যাহত। একদিকে, রাজ্য সড়কের ধারেই শহরের মধ্যে পাঁচশো লোক নিয়ে পিকনিক করল তৃণমূলের একপক্ষ। অন্যদিকে, বিবেকানন্দের জন্মদিনে প্রায় তিন শতাধিক বাইক নিয়ে অপরপক্ষের বাইক মিছিল হল। তৃণমূলের দু'পক্ষের এই কার্যকলাপে চাপা উত্তেজনা চাঁচলে।

বর্ষবরণের কার্নিভালকে ঘিরে ৩০ ডিসেম্বর চাঁচলের তরলতলা মোড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী এবং স্থানীয় বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের উপস্থিতিতে দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা হয়। কিন্তু তারপরেও দূরত্ব মেটেনি। কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেনি একপক্ষ। একদিকে, রয়েছে ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি অমিতেশ পান্ডে, চাঁচল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মুক্তার হোসেন, কলিগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজাউল খান এবং তাঁদের গোষ্ঠী। যাঁরা প্রত্যেকে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে, রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার প্রমুখ।

এদিকে, রবিবার রাতে তরলতলা মোড়ে অমিতেশ পান্ডে, মুক্তার হোসেনদের উদ্যোগে পিকনিক হয়। সেখানে তৃণমূলের বিভিন্ন অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীরা শামিল ছিলেন। এছাড়াও ব্লক কংগ্রেস সভাপতিকেও সেই পিকনিকে দেখা যায়। পালটা সোমবার বিকেলে যুব দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এক বিশাল বাইক মিছিল করে। দু'পক্ষের এই শক্তি প্রদর্শন নিয়ে ফের সামনে আসছে কোন্দল। যদিও ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি অমিতেশ পান্ডের দাবি, 'পিকনিকে কোনও দলীয় পতাকা ছিল না। কর্মীদের একটা দাবি ছিল। তবে শুধু তৃণমূল না অনেকেই এই পিকনিকে এসেছিল।'

ছাত্রনেতা বাবু সরকারের বক্তব্য, 'শুধু একদিন কেন বছরের বিভিন্ন সময় পিকনিক হোক। মা ক্যান্টিন খোলা হোক। সাধ্যমতো জানাব, তবে! আর বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আমরা এই মিছিল করেছি। দলের কোনও ঘোষিত কর্মসূচি নয়।'

বিধায়ক নীহার ঘোষের দাবি, 'একটা ছোট সমস্যা ছিল সেটা মিটে গিয়েছে। এগুলো কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। কোনও দ্বন্দ্ব নেই এখানে।'

শুরু রাজবংশী বোগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব

করণদিঘি, ১৪ জানুয়ারি : আগামীকাল টুঙ্গিদিঘিতে শুরু হবে 'রাজবংশী গাভুর সংঘ'আয়োজিত দু'দিনের 'রাজবংশী বোগিয়া ভাওয়াইয়া' উৎসব। উৎসবের সূচনা করবেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। অতিথি আসনে থাকবেন রাজবংশী সমাজের বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে থাকবেন অসমের ভাওয়াইয়া শিল্পী ভণিতা রায়, দুরদর্শন শিল্পী রিক্তা বর্মন, সুকন্যা মুস্তাক, নেপালের 'স্বামী জোগানগিরী' নাচের দল, খন পালাগান ও নটুয়া গানের দল। থাকছে ফ্যাশন শো। উৎসব কমিটির সম্পাদক মোহনলাল সিংহ জানান, কাল শুরু হবে রাজবংশী বোগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। নেপাল, অসম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির লোকশিল্পী ও বিভিন্ন লোকনৃত্যের দল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

দু'দিনের উৎসবে দেখা যাবে কুশান নাচ, বৈরাতি নাচ, গোয়ালিনী নাচ, হুদুমদেও নাচ, খন, নাট্যুয়া, বিষহরা নাচ। পাশাপাশি উৎসবে পরিবেশিত হবে গীতিনাট্য 'চোর-চুন্নি'। উৎসবের মূল আকর্ষণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের রকমারি খাবার। এর মধ্যে রয়েছে শিদলের সানা, শুঁটকি ভর্তা, পেলকা, শুকাতির পেলকা প্রভৃতি। আয়োজক কমিটির সদস্য পপি সিংহ জানান, 'উৎসবে মাতৃভাষা, ইতিহাস ও রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করব।' দেওয়া হবে 'রাজবংশী রত্ন-২০২৫' পুরস্কার। রাজবংশী জাতির ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এক আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর আপন কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষা করতে এই ধরনের উদ্যোগকে সকলেই প্রশংসা করছে।

সংক্রান্তির উৎসর্গ ...। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

হামলায় ভয় পান না কৃষ্ণ, কানাইয়ারা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : মালদায় একের পর এক তৃণমূল নেতা গুলিবিদ্ধ হলেও অতটা চিন্তিত নন উত্তর দিনাজপুরের তৃণমূল নেতারা। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী মনে করেন, প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার ধারণা, প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিদের নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হবে কি না তা পুলিশ প্রশাসন দেখবে।

রায়গঞ্জ ব্লকের ৮ নম্বর বাহিন পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান আনিসুল আলি জানান, 'এভাবে যদি খুন হতে থাকে তবে নিশ্চয়ই আতঙ্কের বিষয়। কী কারণে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।' নিরাপত্তারক্ষী কি চাইবেন? এর উত্তরে প্রধান বলেন, 'এ ব্যাপারে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলব।' অন্যদিকে, ৯ নম্বর গৌরী পঞ্চায়েতের প্রধান রুমা পারভিন নিরাপত্তারক্ষীর ব্যাপারে বলেন, 'এখন প্রয়োজন নেই।'

একইভাবে নিরাপত্তারক্ষী নিতে চান না রায়গঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ এবং ব্লক-২ তৃণমূল সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন। অনিমেষ বলেন, 'আমি সাধারণ মানুষ, কোনও ভিআইপি নই। তাই নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন নেই।' অন্যদিকে, ব্লক-২ তৃণমূল সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনের কথায়, 'কোথায় কী হচ্ছে জানি না। আমি রাত ১২টা পর্যন্ত একাই বাইকে ঘুরে বেড়াই। আলাদা নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন নেই।'

প্রধানদের নিরাপত্তা রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বক্তব্য, 'প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, তাঁরা ভালো কাজ করছেন। মালদায় যে ঘটনা ঘটছে তা ব্যতিক্রমী, এই জেলায় ঘটবে না। পুলিশ প্রশাসন ভালো কাজ করছে। এখানে যাঁরা গ্রামীণ এলাকার জনপ্রতিনিধি আছেন, তাঁরা জনসাধারণের কাজ করেন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মনে করি, তাঁদের নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন নেই। আমি রায়গঞ্জ বিধানসভার প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিদের নিয়ে এই ব্যাপারে বৈঠক করব।' অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা বলেন, 'মালদায় যে ঘটনা ঘটেছে পুলিশ তার তদন্ত করছেন, দোষীরা গ্রেপ্তার হবেন। আমাদের এখানে প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিদের নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হবে কি না তা পুলিশ প্রশাসন দেখবে।'

এদিকে রায়গঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে যেভাবে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা আতঙ্কিত। বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, প্রকৃত গরিব মানুষদের ঘর দেওয়া হচ্ছে না। যাদের ঘর দেওয়া হচ্ছে তাদের থেকে কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলের নেতা মলয় সরকার বলেন, 'তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে, তাই তাদের নিরাপত্তারক্ষী প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা মানুষের সঙ্গে থাকি।'

বাকি উন্নয়ন তিন বছরে

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত

শেখ শাহনওয়াজ
প্রধান, রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কত শতাংশ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ আপনাদের বোর্ড করতে পেরেছে?

প্রধান : পঞ্চায়েতে ৬৫ শতাংশ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। বোর্ডের হাতে আরও তিনবছর সময় রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকিটা শেষের চেষ্টা করব।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা অমিল। সমস্যা মেটাতে কী পদক্ষেপ করলেন?

প্রধান : জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি মৌজায় পাইপ বসানো শুরু হয়েছে। পাশাপাশি রানিগঞ্জে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে ৫ কোটি ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্পের কাজ চলছে।

জনতা : চাঁনগোলায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে ওঠে। প্রকল্পটির সুফল কবে মিলবে ?

প্রধান :প্রকল্পের কাজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে জৈব সার উৎপাদন হবে।

জনতা : জিয়াগাছি বাজারে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষায় রাস্তায় জল জমে। দুর্ভোগ ঠেকাতে কিছু ভাবছেন?

প্রধান : নিকাশিনালা নির্মাণের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। সেই ফান্ড বর্তমানে পঞ্চায়েতে নেই। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল ও করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলে কাজ শুরু হবে।

জনতা : একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয় ও রান্না ঘর নেই। এভাবে কতদিন চলবে?

প্রধান : এই সংক্রান্ত অভিযোগ কর্মীরা জানালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনতা : একাধিক রাস্তা এখনও মাটির। খানাখন্দে ভরা রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না কেন?

প্রধান : ১০০ দিনের টাকা না আসায় চার কিলোমিটার মাটির রাস্তা রয়েছে। কারণ, গ্রামের রাস্তার কাজ মূলত একশো দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে হত। দীর্ঘদিন ধরে ওই খাতে টাকা আসছে না। তবুও পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার কাজ হচ্ছে।

জনতা : সুধানী নদীর তীর থেকে মাটি সরিয়ে নিচ্ছে মাটি মাফিয়ারা। পঞ্চায়েত কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

প্রধান : সুধানী নদীর তীর থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পঞ্চায়েতে কোনও অভিযোগ আসেনি। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব ব্লক ভূমি দপ্তরের। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের কোনও ভূমিকা নেই।

জনতা : আপনার পঞ্চায়েতে উত্তরবঙ্গের এইমস স্থাপন হবে নাকি?

প্রধান : এইমস হবে কি না আমার জানা নেই। তবে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় ১০০ একর ভেস্ট জমি রয়েছে। সরকার চাইলে এখানেই এইমস স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারে।

জনতা : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অনেক কাঁচাবাড়ির মালিকের নাম নেই।

প্রধান : ২০১৮ সালের সমীক্ষার ভিত্তিতে নাম উঠেছে। আগামীতে সমীক্ষা হলে কেউই বাদ পড়বে না।

একনজরে

ব্লক : করণদিঘি

মোট সংসদ : ২৮

জনসংখ্যা : ৪৫,০০০
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)

মোট আয়তন :
২.৮৫৭ বর্গকিলোমিটার

জনতা : রাস্তায় পথবাতি নেই। মহিলা ও ছাত্রীরা সুরক্ষার অভাব বোধ করেন।

প্রধান : বিভিন্ন গ্রামে পথবাতি রয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় নগন্য।

জনতা : কৃষকদের জন্য সৌরচালিত পাম্পসেট প্রদানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

প্রধান : না, তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কৃষকদের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখব।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক নিয়ে জল্পনা

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার থেকে হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর একটি বেসরকারি লজে সিপিএমের জেলা সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা।

কিন্তু কে হতে পারেন জেলা সম্পাদক? তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। শোনা যাচ্ছে, জেলা সম্পাদকের পদে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস। এছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কৌশিক মিশ্র ও দেবজ্যোতি সিনহা।

দলীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল দশটায় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্য নেতা সুমিত দে। এছাড়াও থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, শতরূপ ঘোষ, মধুজা সেন রায়ের মতো প্রথম সারির নেতৃত্ব। বুধবার বিকেলে বুলবুলচণ্ডী বাসস্ট্যান্ডে প্রকাশ্য জনসভা হওয়ার কথা। ওই জনসভার পর পেশ হবে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র জানিয়েছেন, দুইদিন ধরে চলবে সম্মেলন। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি থাকবেন।

এদিকে প্রথা অনুযায়ী বুলবুলচণ্ডীর নাম রাখা হয়েছে সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরি ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম অনুসারে। ইতিমধ্যে বুলবুলচণ্ডীতে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল বিশাল তোরণ। সম্মেলন মঞ্চের নাম রাখা হয়েছে মালদার প্রয়াত সিপিএম নেতা সমর রায়, লালু সরকার, অসীমা চৌধুরী ও পাণ্ডব মুর্মুর নামে।

খসে পড়ছে হাসপাতালের ফলস সিলিং

চাঁচল, ১৪ জানুয়ারি : ফের সামনে সরকারি হাসপাতালের বেহাল দশা। চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চারতলার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভেঙে পড়ছে ফলস সিলিং। আতঙ্ক ছড়িয়েছে রোগীদের মধ্যে। আতঙ্কে চিকিৎসক এবং নার্সরা।

এক দশক আগে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়। কিন্তু মাঝে আর কোনও সংস্কার হয়নি। এক রোগীর আত্মীয় ইফতেকার হোসেন দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা চায় দ্রুত সংস্কার হোক। কিন্তু এখানে তাদের কোনও কিছু করার নেই। যে ঠিকাদারি সংস্থার কাজ করেছে, তারা সংস্কার করবে। সহকারী সুপার আরিফ শাহের বক্তব্য, 'হাসপাতাল ভবনের ব্যাপারে স্বাস্থ্যভবন একটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। ব্যাপারটা তারা দেখে। আমরা জানিয়েছি।'

সংক্রান্তিতে দলবেঁধে নাচ-গানের আসর

কুশমণ্ডি, ১৪ জানুয়ারি : পৌষ-পার্বণকে ঘিরে বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠেপুলি তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল গতকাল থেকেই। মঙ্গলবার ভোরে পুণ্যস্নানের পরেই শুরু হয়েছে নানা স্বাদের পিঠা তৈরি করে ভগবানের কাছে নিবেদন পর্ব। রাজবংশী দেশি পলি সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌষ-পার্বণকে ঘিরে যদিও তেমন উন্মাদনা চোখে পড়ে না।

প্রবীণ রাজবংশী শিল্পী আকুলবালা সরকার জানান, 'পৌষ-পার্বণের দিনে কেউ কেউ পিঠে তৈরি করেন। তবে করতেই হবে এমন কোনও মানে নেই। অনেকে

কুশমণ্ডি

পিঠের সঙ্গে তিল মিশিয়ে দেন।'

খাগাইল গ্রামের গীতা সরকার বলেন, 'পিঠে তৈরি করাই যায়। কিন্তু বিশেষ এই দিনে পিঠে তৈরি করলে প্রতি বছর পিঠে তৈরি করতে হবে। তৈরি করলেই হবে না। সেই পিঠে আবার ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করতে হবে। তাই আমি নিজেও এই দিনটিতে পিঠে তৈরি করি না।'

ঊষাহরণ বসাকপাড়ার ফণীন্দ্রনাথ বসাকের কথায়, 'তেলপোয়া, গোলাপিঠা, গুড় সহযোগে তৈরি গুড়গুড়ি পিঠে, ভাকা পিঠে ছাড়াও পাটিসাপটার আদলে তৈরি করা হয় ঝালপিঠে। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে তবেই গ্রহণ করেন পরিবারের সকলে।'

বেদিয়া সমাজ পৌষ-সংক্রান্তি পালন করে না। বেদিয়া সমাজকর্মী ও গবেষক দিলীপ মাহাতোর বক্তব্য, 'অগ্রাণের নতুন ধান ঘরে আসার পরেই প্রথমে চাল সিদ্ধ করা হয়। এই সময় অনেকেই নতুন চাল গুঁড়ো করে পিঠেপুলি তৈরি করেন,

চিরাচরিত নিয়মে পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত গৃহবধূ। মঙ্গলবার। - সৌরভ রায়

যার নাম পুষনা। তৈরি করা হয় চালের গুঁড়োর আটা দিয়ে ছোট ছোট মণ্ড। সেই মণ্ডগুলি দুধ ও গুঁড় একসঙ্গে ফুটিয়ে তার মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয়, যাকে বলে 'ডুম্বু'। অপর একটি পিঠের নাম 'অহিঁখ লম্বুয়া'। চালের আটার রুটি তৈরি করে তার মধ্যে গুড় ঢুকিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখা হয় দুধে।

সকাল হতেই শুরু হয় অহিঁখ লম্বুয়া খাওয়ার পালা। আদিবাসী সমাজে পৌষ-সংক্রান্তি অবশ্য একেবারেই ভিন্ন। সংক্রান্তির এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে গত পাঁচদিন ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন আবালবৃদ্ধবনিতা। এই পর্বের প্রথম দিনকে বলা হয় উম মাহা বা স্নান পর্ব। দ্বিতীয় দিন দেবদেবীদের পূজার্চনা বা বঙ্গামাহা।

তৃতীয় দিন দলবেঁধে নাচ-গানে মেতে ওঠেন। এই পর্বকে বলা হয় খুনটোউ মাহা। চতুর্থ দিন গৃহপালিত পশুদের উদ্দেশ্যে করা হয় পূজার্চনা, যার নাম জালিমাহা। সমগ্র অনুষ্ঠান শেষ হয় পৌষ-পার্বণের দিনে। এই পর্বের নাম সাকরাত বা শিকার পর্ব। দলবেঁধে শিকার করতে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে আদি পরম্পরা। যার সঙ্গে পৌষ-পার্বণের কোনও মিল নেই কিন্তু অথচ তেলপিঠা তৈরি হয় ঘরে ঘরে।

ঠাঁই নেই সিটুর জেলা সম্পাদকের

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুরে সিপিএমের ৪০ জনের জেলা কমিটির তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেখানেই ঠাঁই হল না সিটুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগীর। তাঁকে রাখা হয়েছে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে। এই নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতাকে পরোক্ষভাবে ছেঁটে দেওয়ায় দলের কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। যদিও আরেক শ্রমিক নেতা নীলকমল সাহাকেও মূল কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ জেলায় দলের মূল সংগঠন ধরে রেখেছে শ্রমিক সংগঠন।

সিপিএমের ২৪তম উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলনে ফের সর্বসম্মতিক্রমে আনারুল হককে জেলা সম্পাদক পদে মনোনীত করে ৪০ জন সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আনারুল হকের বক্তব্য, 'সবে কমিটি গঠিত হল। প্রথম বৈঠকের পর মহিলা পাঁচজনের বদলে ছয়জন প্রতিনিধি করা হবে। রাজ্য সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পর সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে।'

পপি চাষ রোধে তৎপরতা

পুরাতন মালদা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পুরাতন মালদা ব্লকের একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে বেআইনি পপি চাষ রোধে কৃষকদের সতর্ক করল প্রশাসন। এদিন ব্লক প্রশাসন, আবগারি দপ্তর এবং পুলিশকর্তারা যৌথভাবে মহিষবাথানি, ভাবুক ও যাত্রাডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালায়। যদিও অভিযানে বেআইনি চাষের সন্ধান মেলেনি। বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি বলেন, 'পপি চাষ কেউ যাতে না করে সেজন্য কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।'

ভাঙাচোরা রাস্তায় নেই পথবাতি, বাড়ছে চুরি

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৪ জানুয়ারি : একে রাস্তা ভাঙাচোরা, অন্যদিকে সেতু বেহাল। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, রাস্তায় জ্বলে না পথবাতি। পোয়াবারো দুষ্কৃতীদের। অন্ধকারের সুযোগে বাড়ছে চুরি, ছিনতাই। গ্রামবাসী রীতিমতো ক্ষিপ্ত। তারা অবিলম্বে সেতু সংস্কারের দাবি তুলেছেন। এই করুণ ছবি হেমতাবাদের ।

বিষ্ণুপুর-জয়নগর পঞ্চায়েতের সংযোগকারী দেহুচি সেতু মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, সেতুটি পূর্ত দপ্তরের। দেহুচি ছাড়া এই সেতুর ওপর নির্ভরশীল ১৫ থেকে ১৬টি গ্রামের মানুষ। এই এলাকার রাস্তাগুলিও বহুদিন ধরেই ভেঙেচুরে রয়েছে। দেহুচি এবং ভোগ্রামের দু'টি সেতুই বেহাল। বেহাল এতটাই যে হাতের সামান্য টোকায় সেতু ভেঙে পড়তে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য ভাঙা ব্রিজ দ্রুত মেরামতির দাবি তুলেছেন।

এলাকার বাসিন্দা রেজাউল করিম বলেন, 'রাস্তা এমনিতে খানাখন্দে ভরা। ঘন কুয়াশায় সে সবকিছু দেখতে পাওয়া যায় না বলে দুর্ঘটনা বাড়ছে। সেতুর অবস্থাও ভালোনা। যেকোনও সময় সেতু ভেঙে পড়তে পারে। সেটা হলে চৈনগর ও বিষ্ণুপুরের বাসিন্দাদের বহুদূর ঘুরে হেমতাবাদে যেতে হবে।'

বিডিও সুদীপ পাল বলেন, 'সেতুর বেহাল পরিস্থিতির কথা জানি। জেলা প্রশাসনকেও এই সেতুর বিষয়ে জানানো হয়েছে। বর্তমানে সেতু কী অবস্থায় রয়েছে, সেব্যাপারে খোঁজ নেব।' চুরি ছিনতাই প্রসঙ্গে হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন, 'ছিনতাইয়ের কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।'

শহরে বাইকের দাপট, হাজতে ১০

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : বর্তমান প্রজন্মের নেশা বাইক। শহরের রাস্তায় তাদের বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির বাইক চালাতে দেখা যাচ্ছে। বাইক সাজিয়ে তুলছে নিজের মতো করে। সঙ্গে জুড়ছে কাস্টমাইজ সাইলেন্সর। আর তা লাগিয়েই ক্রমাগত ছুটছে বিকট শব্দ করে। কান ঝালাপালা হচ্ছে পথচারীদের। এমনই ঘটনায় শহরের ঘড়ি মোড় থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ধৃতরা হল আবিদুর রহমান ওরফে রাজা (৩০), আক্কেল মহম্মদ (২৩), জাকির ইকবাল চৌধুরী (২৪), শহিদ আনসারি (২১), সোহেল মহম্মদ(৩১), আজাদ আলি (২২), তুরায়েল হোসেন (১৮), রুস্তম আলি (২৪), আফসার শেখ (১৮), ফিনাজ শেখ (১৮)। বাড়ি রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদ থানা এলাকায়। মঙ্গলবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন দিয়েছেন।'

মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম দাবি

বৈষ্ণবনগর, ১৪ জানুয়ারি : নদীতে মাছ ধরতে বেরিয়ে সুরক্ষার দাবি জানিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। তাদের বক্তব্য, 'কালিয়াচক ১, ২ ও ৩ ব্লকের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা গঙ্গায় মাছ ধরেন। আর্থিক সংকটের কারণে বড় নৌকা ও আধুনিক সরঞ্জামের বদলে করোগেট টিনের তৈরি১০ ফুটের ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে উত্তাল গঙ্গায় যেতে হয়। যার জন্য হামেশাই নৌকাডুবি ঘটে। জীবিকা চালাই। কাজের সময় আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সব থেকে বড় সমস্যা হিসাবে দেখা যায় নৌকা উলটে জীবনহানি। আমাদের কাছে আধুনিক সরঞ্জাম নেই। আর্থিক কারণে বড় নৌকা কেনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বাধ্যহয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে হয়। লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি সুরক্ষার সরঞ্জামও আমরা কিনতে পারি না। খরস্রোতা নদীতে এই টিনের নৌকা নিয়ে যাবার ফলে প্রায়ই নৌকা উলটে যায়। সম্প্রতি দানার তাণ্ডবে মাঝগঙ্গায় নৌকা উলটে পারলালপুরের ৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন। আজও তাদেরসন্ধান মেলেনি।'

সংগঠনের মালদা জেলা শাখার সহ সভাপতি মোঃ ইউনূস আলি বলেন, 'মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার ব্লক প্রশাসন ইতিমধ্যেই সেখানকার মৎস্যজীবীদের লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট ও সুরক্ষারসরঞ্জাম দিয়েছে। মালদাতেও ফাইবার বোট, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়ার দেওয়ার আবেদন করা হল।'

ধৃত শিক্ষিকার জামিন মঞ্জুর

ইটাহার, ১৪ জানুয়ারি : প্রতারণার অভিযোগে ধৃত শিক্ষিকা আকতারি খাতুনের জামিন মঞ্জুর করল রায়গঞ্জ জেলা আদালত। মঙ্গলবার তাঁর আইনজীবী মামুন আল রসিদ বলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই। পুলিশ তাদের হেপাজতে নিতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। আদালত আকতারির জামিন মঞ্জুর করেছে।'

হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আকতারি খাতুনের বিরুদ্ধে চাকরির পাইয়ে দেওয়ার নামে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ জানিয়েছিলেন ইটাহারের মারনাই অঞ্চলের তৃণমূল নেতা মহিদুর রহমান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আকতারিকে গ্রেপ্তার করে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে ।

বিক্রির বাজার নেই, ধুঁকছে ধোকরাশিল্প

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৪ জানুয়ারি : শীতের একমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত সুতো এবং পাটের সুতলি দিয়ে রানার ম্যাট, ব্যাগ, নানা ধরনের পুতুল, ছোট ছোট বসার পাপোশ থেকে কতকিছু তৈরির ব্যস্ততা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন পূর্ণিমা সরকার, নিশি সরকার, চন্দনী সরকার সহ তুলসী সরকাররা। পাঁচ বছর আগের সেই ছবির সঙ্গে আজকের ছবির কোনও মিল নেই হরিরামপুর ব্লকের বুড়িতলা পশ্চিমপাড়ার। ঘটা করে পঞ্চায়েতের সামনে তৈরি হয়েছিল ধোকরা তৈরি করা শিল্পীদের জন্য হস্তশিল্পের ঘর। সেই ঘর আপাতত তালাবন্ধ। বন্ধ ঘরে নষ্ট হচ্ছে তাঁতযন্ত্রগুলি।

হাতের কাজে অভ্যস্ত মহিলারা কেন আশাহত হয়ে কাজ ছেড়ে দিলেন, এর উত্তরে পূর্ণিমা সরকার, নিশি সরকাররা জানিয়েছেন, 'হাতে তৈরি জিনিসের স্থানীয় কোনও বাজার নেই। রাজ্যের মেলাগুলিতে গিয়ে বিক্রি খারাপ হত না। কিন্তু সেসবের ধারাবাহিকতা কোথায়। বছরে মেরেকেটে দুই মাস। তারপর সবকিছু বন্ধ। এদিকে পাটের দাম, সুতলি সবকিছুর বাজার অগ্নিমূল্য। তৈরি করা জিনিসের বাজারদর নেই। তাই সকলেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে ডুব দিয়েছেন সংসারের কাজে।' আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে দিনাজপুরের ধোকরা তৈরির হস্তশিল্পীদের পরম্পরা। একসময় একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় ঘর সাজানোর জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন সকলে। এখন সেসব অতীত।

বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের প্রধান সরোজিনী হেমরম এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে পারেননি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া জানান, 'কেন বন্ধ হয়ে গেছে বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের তাঁতঘর সেই বিষয়ে খোঁজ নেব।'

নিজেদের হাতে তৈরি সামগ্রীর বিক্রি না হওয়ায় হতাশ। - সংবাদচিত্র

ব্লকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার রাজকিশোর সামন্ত বলেন, 'আমি নিজে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেছি। লাভের পরিমাণ কম বলে কেউ আর আগ্রহ প্রকাশ করছেন না।'

হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'নিজে যাব ওই এলাকায়। কথা বলব শিল্পীদের সঙ্গে।' তবে সমস্যা হল, সময় নষ্ট করে হাতের কাজের উপযুক্ত দাম পেলে আবার নামাবেন ধোকরা, পাপোশ, পুতুল তৈরিতে ভবানী সরকার, চন্দনী সরকাররা। কিন্তু সেই ভরসা দেবেন কে!

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৭ সংখ্যা, বুধবার, ১ মাঘ ১৪৩১

বেসুরের ভবিতব্য

বড়ই সাধের নামকরণ করা হয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স।' সংক্ষেপে 'ইন্ডিয়া।' ভাবটা যেন বেঁধে বেঁধে চলা, ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিচ্ছবিই হল বিরোধী জোট। ২৬টি দলের একজোট হওয়া সত্যিই ভয় জাগিয়েছিল শাসক শিবিরে। রাতারাতি ইন্ডিয়া'র বদলে দেশটাকে ভারত নামে পরিচিত করাতে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছিল যেন। কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে। বিজেপির উদ্যোগেও। তাদের সেই মরিয়া ভাব ফিকে হয়েছে অনেকদিন।

'ইন্ডিয়া'র বাঁধনও আলগা যে। বেঁধে বেঁধে চলার বদলে খান খান হয়ে ভেঙে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রতি মুহূর্তে। গত কয়েকদিনে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব ছাড়া আর কারও মুখে 'ইন্ডিয়া'র জয়গান শোনা যায়নি। বরং বিভেদের সুর বেশি বাজছে। দেশের একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে কার্যত জোট ভেঙে দেওয়ার সওয়াল শোনা গেল ওমর আবদুল্লার মুখে। যাতে যোগ্য সংগত করলেন তেজস্বী যাদব। লালু-পুত্রের কথায়, জোটটা হয়েছিল শুধু লোকসভা নির্বাচনের জন্য।

সেই ভোট শেষ। অতঃপর জোটও অকেজো। বরং ফারুক-পুত্র ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর তাও জোট রাখতে হলে এখনও বেঁধে বেঁধে চলার পক্ষপাতী। সমস্যাটির সূত্রপাত দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আপ-এর পৃথকভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর একটি বৈঠকও না হওয়া জোটের জন্য যে ভালো সংকেত নয়, তাও স্পষ্ট করে বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে আরও কিছু বেসুর শোনা গিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরে। মহারাষ্ট্রে 'ইন্ডিয়া' ছাড়াও মহা বিকাশ আঘারি নামে আরও একটি জোট আছে। যাতে শামিল কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ও উদ্ধবপন্থী শিবসেনা আছে। এরা সবাই আবার 'ইন্ডিয়া'র শরিক। কিন্তু মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে চরম বিপর্যয়ের পর ঐক্যের বাঁধনটাকে ফসকা গেরো মনে হচ্ছে। শারদ পাওয়ারের মুখে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কিছু প্রশংসা শোনা গিয়েছে।

উদ্ধবের দল আবার অন্তত পুর নির্বাচনে একা লড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কংগ্রেসও পালটা বলতে শুরু করেছে, তাদের দলটা এনজিও নয় যে, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জোট রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে ওমরের মুখে খোদ নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' প্রবাদের মর্মবস্তুকে উসকে দিয়েছে। 'দিল' (হৃদয়) ও দিল্লির দূরত্ব প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরে কমিয়ে এনেছেন বলে ওমরের মন্তব্য কার্যত বিরোধী জোটের শরিকদের সবসময়ের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কংগ্রেস সহ অনেক বিরোধী দলই মোদির 'জুমলা'র কথা বলে থাকে। যার মোদ্দা কথা হল, প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখেন না। ওমর কিন্তু উলটো পথে হেঁটে জোটের কিছু শরিকের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিলেন। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্রমাগত দূরত্ব বাড়িয়ে গিয়েছে তৃণমূল। জোট নিয়ে অনেকটা ম্রিয়মাণ 'ইন্ডিয়া' গঠনের অন্যতম কান্ডারি লালুপ্রসাদ যাদব।

এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে কিংবা সিপিএম সহ বাম দলগুলির কাছে জোট থাকা না থাকার তেমন ফারাক নেই। ডিএমকে নিজের তাকতে তামিলনাড়ুর শাসক। সিপিএম সাকুল্যে টিকে কেরলে। তাও আসন্ন নির্বাচনে থাকবে, এমন সম্ভাবনা কম। জোট নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর। হেমন্ত সোরেন নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সুরক্ষায় কংগ্রেসের হাত ধরে আছেন শুধু। সর্বভারতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া'র অস্তিত্ব থাকল কী গেল, তাতে শিবু সোরেনের পুত্রের কিছু যায় আসে না।

'ইন্ডিয়া'র কফিনে আরও একটা বড় পেরেক পুঁতে দিলেন রাহুল গান্ধি। ভিয়েতনামের ব্যক্তিগত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরেই দিল্লিতে নির্বাচনি জনসভায় মিথ্যাবাদী অভিযোগে তিনি একই বন্ধনীতে মোদি ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ফেলে বিষোদ্গার করেছেন। ফলে 'ইন্ডিয়া' ঐক্যবদ্ধ আছে বলে অখিলেশের মন্তব্য যেন পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে। শরিকদের গলায় এত বেসুর নিয়ে কোনও জোটের পথ চলা অসম্ভব বৈকি। 'ইন্ডিয়া'র ভবিতব্য তাই স্পষ্ট।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

আলোচিত

ইন্ডিয়া জোট ভাঙার প্রশ্ন আসছে কী করে? আমাদের বৈঠকে কখনও রাজ্য বা স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের কথা ওঠেনি। ইন্ডিয়া জোট শুধু জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে কাজ করবে বলে ঠিক হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনেও কী পরিস্থিতি হবে, সেটা ঠিক হবে ৮-১০ দিনের মধ্যে।

-শারদ পাওয়ার

ভাইরাল

সম্ভবত রাস্তাটা ডুয়ার্সেরই। এক তরুণ বড় রাস্তার মধ্যে হাতি আসছে দেখেও সরে যাননি। বরং হাতির সঙ্গে মজা করছিলেন নানা ভঙ্গি করে। হাতি ব্যাপারটা ঠিকভাবে নেয়নি। সে তাড়া করে। পালান তরুণ। অনেকেই তাঁর কাজকে কড়া সমালোচনা করেছেন।

আজ

১৯৩৮

কিংবদন্তি চুনী গোস্বামী আজকের দিনে জন্মেছিলেন।

২০০৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট পরিচালক তপন সিংহ।

সোজা-সাপটা

সাপুড়েদের ভেক নিয়ে অনেকে বাড়িতে এসে বলে, ঘরে সাপ আছে। তারা বলে সাপটি বের করে দেব, কিছু চাই না শুধু সাপটা আমাদের দিতে হবে। এটা আসলে হাতসাফাই এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট।

ম্যাজিককে আশ্রয় করে ঠকিয়ে ব্যবসা অনুচিত

পি সি সরকার

মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক ঈশ্বর অথবা শয়তান—এসব নিয়ে ওঝা, পুরোহিত, কাপালিকের ক্রিয়াকলাপ, যা সেকালে চলত বলে প্রমাণিত, তাকে আমি বলি 'যাদু'। আর একালে একজন ম্যাজিশিয়ান যখন সেদিনের জাদুকরের অভিনয় করেন, সেটা হল জাদু। ম্যাজিশিয়ানের কোনও অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তিনি 'জাদুকরে'র মতো অভিনয় করেন। তার সব কাজই বিজ্ঞানভিত্তিক। মনস্তত্ত্ব, যান্ত্রিক কৌশল এবং অভিনয় নৈপুণ্য সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে, জাদু-ময় এক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের মনোরঞ্জন করাই তার উদ্দেশ্য। সেযুগের 'যাদু'র উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এ যুগের জাদু এখানে স্রেফ বিনোদন। মানুষকে নিষ্পাপ আনন্দ দেওয়াই তার কাজ। একসময় যাদুটোনা ইত্যাদির দারুণ মাহাত্ম্য ছিল। ছিল সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব। সেদিন মানুষ প্রকৃতির রহস্য জানত না, তাই প্রাকৃতিক ঘটনার সবকিছু দেখেই ক্রমাগত বিস্মিত হত। ক্রমশ আবিষ্কার তাকে একইসঙ্গে জ্ঞানী এবং ম্যাজিশিয়ান বানাল। প্রকৃতির কিছু রহস্য কেউ একজন জেনে ফেললেই চারপাশের মানুষ তাকে বিস্ময়ের চোখে দেখত। 'জ্ঞানী' এবং 'যাদু-ওস্তাদ' তখন সমার্থক ছিল। পাশ্চাত্যে যাদুকরদের বলা হত 'উইজার্ড'। এই উইজার্ড কথাটা এসেছে 'ওয়াইজ মেনস আর্ট' কথাটা থেকে।

আরও পুরোনো কথায় যাওয়া যাক। ধরা যাক, প্রস্তর যুগের মানুষের কথা। তখন মানুষ লোহা চিনত না। পাথরের টুকরো ছিল তখন তাদের কাছে অস্ত্র। সেই অস্ত্র ছুড়ে তারা শিকার করত। 'অস্ত্র' সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে আনত। ধরা যাক, পাহাড়ের এক অংশে বজ্রপাত হয়েছে। সেখানে ছিল লোহার আকর। বাজ পড়ে ন্যাচারাল আয়রন হয়তো সেখানে চুম্বক হয়ে আছে। তখন মানুষ চুম্বক কাকে বলে জানে না। সেখানে পাথর কুড়োতে গিয়ে লোহার ঢ্যালা তুলতে গিয়ে দেখল, পৃথিবী সেটা দিতে চাইছে না। জোর করে তুলে নিলে হাত ফসকালেই আবার ফিরিয়ে নিচ্ছে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! যেখানে পাথর আটকে যায়, সেটা হয়ে গেল 'দেবস্থান'। যিনি ওই চৌম্বকীয় রহস্যকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন তিনি হয়ে গেলেন 'পূজারি'। সেই পূজারি কয়েকদিন পর যখন বুঝতে পারল সেখানে কোনও অলৌকিক পুরুষের কারসাজি নেই, আকর্ষণটা ওই বিশেষ পাথরের ধর্ম—তখন সেকথা গোপন রেখে নিজেকেই অলৌকিক শক্তিধারী পুরুষ বলে অথবা ঈশ্বর কিংবা শয়তানের এজেন্ট বলে দাবি করে অন্যান্য সবাইকে ভড়কে নিজের আধিপত্য সৃষ্টি করতে লাগল। দাবি করল, ছাগল দাও, মুরগি দাও, খাবার দাও। আমি দেবতা বা অপদেবতার সঙ্গে কমিউনিকেশন করার মন্ত্র জানি, মঙ্গল করে দেব, বিপদ থেকে উদ্ধার করব।

পুরোনো আমলে ইজিপ্টের নাম ছিল 'কেম'। ওখানকার পুরোহিতদের বলা হত 'কেমিয়া'। কেমিয়ারা রাসায়নিক ব্যাখ্যা না জেনেও নানারকম আশ্চর্য রাসায়নিক খেলা দেখাতে পারত। এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে রং বদলে দিত। দেবতাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তারা নানারকম

মঞ্চে পি সি সরকার সিনিয়ার। চলছে তরুণীকে কেটে ফেলার ম্যাজিক।

ট্রিক ব্যবহার করত। ফ্যারাও তাদের তোয়াজ করত। সেখানকার প্রাচীন অনেক মন্দিরের পিছনে ল্যাবরেটরির খোঁজ পাওয়া গেছে। এই 'কেমিয়া' থেকেই 'কেমিস্ট্রি' কথাটা এসেছে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেও অনেক ম্যাজিক আছে। রামায়ণের মারীচের পরিচয় কী, না সে একজন মায়াবী। মায়াবী মারীচ থেকে সোনার হরিণ সবই ম্যাজিক। সীতাহরণের সময় রাবণ রামের গলা নকল করে, লক্ষ্মণকেও বিভ্রান্ত করে দিল, কত বড় ভেন্ট্রিলোকুইস্ট। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হল সামান্য ব্যাধের তিরে। অথচ তার আগে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বাণ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারল না। পঞ্চবাণের মধ্যে আছে 'বশীকরণ সম্মোহন'—সেও ম্যাজিক। অথর্ববেদ তো ম্যাজিকের ভাণ্ডার। আসলে সেকালের সব ম্যাজিক পেঁয়াজের খোসার মতো ছাড়াতে ছাড়াতে, মানে ক্রমশ অনুসন্ধানে, বিজ্ঞান হয়ে গেছে। আজ যা ভাবছি ম্যাজিক, কাল তা হয়ে যাবে বিজ্ঞান। তবু বিজ্ঞানের এই যুগেও আকর্ষণ কমেনি ম্যাজিকের। মানুষের জ্ঞানের পরিধি এখন বহুদূর বিস্তৃত, পাশাপাশি তার জীবনে জটিলতা, সমস্যাও বেড়ে চলেছে। মানুষ তাই রূঢ় বাস্তব থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি চায়। সে চায় অভাবিত কিছু ঘটুক। রূপকথার মতো। সে নিজে যা পায় না, সে চায় সেটা তার জীবনে আসুক। যেমন করে রূপকথার নায়ক-নায়িকারা সব বাধা ভেঙে এগিয়ে যায়। হয়তো সেজন্যই অরণ্যদেবের কমিকস স্ট্রিপ এত জনপ্রিয়। পাঠকের কাছে তার অমোঘ আকর্ষণ।

বিজ্ঞান হল বর্তমান। জাদু, কল্পবিজ্ঞানকে বিশ্বাস করায়। ভবিষ্যৎকে নাগালে এনে দেয়। শিশুরা চায় 'সব পেয়েছির দেশে' যেতে। সব মানুষই শিশু। কঠিন বাস্তব আর সমাজের ঠোক্কর থেকে বাঁচতে বয়স্ক মানুষের খোলস-পরা এক শিশু। তাই ম্যাজিক জনপ্রিয়তা হারায় না। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি ম্যাজিককে আশ্রয় করে সমাজকে ঠকিয়ে বেশ কিছু মানুষ ব্যবসা করতে চায়। আমার অবিরত লড়াই চলছে চলবে এদের বিরুদ্ধে। যেমন সাপুড়েদের ভেক নিয়ে অনেকে বাড়িতে এসে বলে, ঘরে সাপ আছে। গৃহস্থ চমকে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভয় পায়। তারা বলে সাপটি বের করে দেব, কিছু চাই না শুধু সাপটা আমাদের দিতে হবে। ও সাপ ধরে। ভীত, কৃতজ্ঞ গৃহস্থ বকশিশ দেয়। আসলে সাপটা ওদের সঙ্গেই থাকে, ফাঁক খুঁজে প্লেস করে দেয়। হাতসাফাই এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট।

ফিলিপিন্স থেকে একজন হাতুড়ে এসেছিলেন, যিনি অস্ত্র ছাড়াই শল্য চিকিৎসা করতেন। কলকাতারই একজন বড় পুলিশ অফিসারের নাকি পেটে টিউমার হয়েছিল। লোকটি তার পেটে হাত বুলিয়ে টিপে নানা কায়দাকানুন করতেই রক্ত বেরিয়ে এল। তুলোয় সেই রক্ত নিয়ে পাশে ফেলে রেখে সে বলল, আপনি ভালো হয়ে গিয়েছেন। অস্ত্র নেই অথচ রক্ত বেরোল! রোগী বিস্মিত। মানসিকভাবে খানিকটা সুস্থতাও এল। টাকাপয়সাও গেল। তুলোয় মাখানো সেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সেটা সত্যি সত্যিই রক্ত। আসলে কিন্তু রক্ত হলেও তা ওই রোগীর নয়। এটা একটা লোক ঠকাবার পুরোনো কায়দা। হাতুড়ের আঙুলে আলপিন ঢোকানো থাকে, যখন সে রোগীর পেট চটকায়, সেই চাপে রক্তটা বেরিয়ে আসে। তবে হ্যাঁ, দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। ওরা যে সবসময় নিজের আঙুলে পিন ফুটিয়ে নিজের রক্ত মাখিয়ে দেখায় তা নয়। সেটা করে প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে। নইলে নকল খোলস বুড়ো আঙুলের ভেতর স্পঞ্জে করে রক্ত রেখে চিপে চিপে তা বের করে দেখাবার পদ্ধতিও ওরা ব্যবহার করে। বিদেশে একবার নাকি হাতেনাতে ধরাও পড়েছিল। এরকম 'চিকিৎসা' হামেশাই হয়।

আবার উলটো ব্যাপারও হয়। একবার ট্রেনে করে যাচ্ছি। একজন জোয়ান ছেলে পয়সার ম্যাজিক দেখাচ্ছে। একটা একটা করে মুদ্রা থেকে অনেকগুলো মুদ্রার খেলা। সবাই বেশ বড় বড় চোখ করে দেখছে। খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা যখন যাত্রীদের কাছ থেকে আধুলি, সিকি হিসেব করছে তখন এক ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি একটা কয়েন থেকে অতগুলো কয়েন করে দিলে, তোমার আবার টাকার কী দরকার?' ছেলেটা হাসল। হাসির মধ্যে বেদনা যতটা না তার চেয়ে বেশি বাস্তবতা। 'ওটা তো ম্যাজিক। আসলে কি আর আমি কয়েনের জন্ম দিতে পারি? পারি না।' সত্যিই তাই এবং ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যের। ম্যাজিকের মজা বা শিল্পসৃষ্টির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আমাদের বর্তমান সমাজ শিল্প হিসাবে না বুঝে নিজের অজ্ঞতা এবং অন্ধকার অংশ দিয়ে মেপে বাস্তবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

এই যে আমি দিনের পর দিন মঞ্চে তরুণীর পেট কেটে জোড়া লাগাচ্ছি, এটা দেখে কেউ যদি ট্রেনে কাটা পড়া কোনও লাশ এনে আমাকে বলে জোড়া দিতে, আমি কি পারব? পারব না। আমি তো অলৌকিক শক্তিধারী কোনও অতিমানব নই। আমি একজন অভিনেতা, জাদুকরের অভিনয় করি। সেই অভিনয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে নানারকম বিজ্ঞানের জিনিস, মনোবিজ্ঞানের প্রলেপ এবং অভিনয়ের চড়া রং ব্যবহার করি। সব মিলিয়ে যে রেজাল্ট পাই, তা দেখে মানুষ আমার কাজকর্মকে ম্যাজিক বলে ভাবেন। যত বেশি ম্যাজিক বলে ভাবেন, ততই বুঝি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। একইসঙ্গে আবার বুঝিয়ে বলি যে আমার সবকিছুই অভিনয়। আমি বাস্তব জীবনে এসব করতে পারি না। আমার যা কিছু একটা নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট আলো ও যন্ত্রের শব্দের সাহায্যে। আমাদের এমন মায়া সৃষ্টি করতে হয়, যা দেখলে মনে হয় বাস্তবের কাছাকাছি।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ম্যাজিকের আসল রহস্যটা কী? এটা কি শুধু ট্রিকস, সম্মোহন নাকি বশীকরণ? নাকি কোনও অলৌকিক শক্তি? আমার মন্তব্যে অনেকেই হয়তো অবাক হতে পারেন, আসলে মঞ্চে, মনোরঞ্জনের আসরে সম্মোহন সম্ভব নয়। সম্মোহন করার জন্য দরকার একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। যা পাবলিক ফাংশনে পাওয়া অসম্ভব। তাই মঞ্চের ম্যাজিকে কোনও সম্মোহন সম্ভব নয়। গণসম্মোহন আবার বেআইনি। কারণ, এটা করার জন্য দরকার হয় এমন একটি গুজবের যা মানুষের মস্তিষ্ক এবং মজ্জাকে অবশ বা বিপথগামী করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। তাদের দিয়ে খুন করানো যায়, লুঠ করানো যায়। স্টেজে এই 'গণসম্মোহন' হয় না। এটা জাদুকরের মনোরঞ্জনের এক্তিয়ারের বাইরে। এটা করে থাকেন ধর্মের পথপ্রদর্শকরা, রাজনৈতিক নেতারা, ড্রাগস ব্যবসায়ীরা এবং যুদ্ধবাজরা। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে গণসম্মোহন হচ্ছে একটা কাব্যিক বা রোমান্টিক অভিব্যক্তি, প্রেমিকের যেমন প্রেমিকার ভালোবাসায়। 'সব খুইয়ে বসা'র মানে ধনসম্পত্তি, জামাকাপড় সব বিসর্জন দিয়ে দেউলিয়া হওয়া নয়, তেমনি জাদুকরের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া বা সম্মোহিত হওয়াও মন্ত্রের বা সম্মোহনের জোরে অবৈজ্ঞানিক কিছু ঘটা বা ঘটানো নয়। ওটা আসলে একটা রস-মাপের অভিব্যক্তি।

জনমন
জনমত

ধুবড়ি-কলকাতাগামী ট্রেন দ্রুত চালু হোক

উত্তরবঙ্গ থেকে বর্তমানে কলকাতাগামী যে ক'টি ট্রেন চলে তার কোনওটিতেই অন্তত এক মাস আগে টিকিট না কাটলে সংরক্ষিত আসনের টিকিট পাওয়া যায় না। এমনকি কলকাতা থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ফেরার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বাধ্য হয়ে লোকজন বেশি টাকায় তৎকাল বা প্রিমিয়াম তৎকাল কাটছেন। অনেক ক্ষেত্রে বেশি টাকা দিয়েও তৎকাল এসি ২ টিয়ার, ৩ টিয়ার টিকিট পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে বাসে যেতে হয়েছে।

অপরদিকে, ধুবড়ি-কলকাতাগামী একটি ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের। রেলমন্ত্রককে এ নিয়ে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে খবরও বেরিয়েছে। বর্তমানে ধুবড়ি থেকে নিউ কোচবিহার (ভায়া তুফানগঞ্জ) রেলপথ ওভারহেড ইলেক্ট্রিফায়েড হয়েছে। পরিকাঠামোগতভাবে রেলপথ তৈরি। সকাল অথবা রাতেরবেলা ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার একটি সুপারফাস্ট নতুন ট্রেনের সূচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের রেল আধিকারিক এবং কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদদের সক্রিয় উদ্যোগ কামনা করি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
তুফানগঞ্জ, নিউটাউন।

বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ শুনছেন?

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত বেহালার অর্পণ সমাদ্দারের খোলা চিঠিটা পড়লাম। তিনি খুব ভালোভাবে একটি সমস্যা তুলে ধরেছেন। সত্যিই তো, সঙ্গে ক্যামেরা থাকাটা তো কোনও দোষের নয়। আমরা অনেকেই ছবি তুলতে ভালোবাসি। ক্যামেরাও আছে। দিনকে দিন ক্যামেরার বাড়বাড়ন্ত। প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, নানা জিনিসের আকার কমছে। ক্যামেরারও। আমার দুটি মিররলেস ক্যামেরা রয়েছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এসে অর্পণবাবুর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, একই অভিজ্ঞতা আমারও।

কিছুদিন আগে বেঙ্গল সাফারি পার্কে গিয়েছিলাম পরিবারের সবাইকে নিয়ে। সবার কাছেই মোটামুটি ভালো ধরনের মোবাইল ফোন রয়েছে। আমার কাছেও সেদিন ছিল। সঙ্গে শখের ক্যামেরাটাও নিয়ে গিয়েছিলাম। পার্কে ঢুকতে গিয়েও বিপত্তি। নিরাপত্তারক্ষী সাফ জানিয়ে দিলেন ক্যামেরার জন্য টিকিট না কাটলে সেটি নিয়ে কোনওমতেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অগত্যা, কী আর করা! কড়কড়ে ১০০ টাকা খসিয়ে একটি টিকিট কাটতে হল। সে না হয় ঠিক আছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, সবাই

মোবাইল ফোনে দেদার ছবি তুলছেন, ভিডিও বানাচ্ছেন। তাঁরা কেউ কিন্তু এজন্য আলাদা টিকিট কাটেননি। শুধু ক্যামেরা আছে বলেই আমার কাছে আলাদাভাবে টিকিট কেন নেওয়া হল? এটাই আমার প্রশ্ন।

কীভাবে পরিষেবার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে সবার মতামত নেয়। আমার পরামর্শ, এভাবে ক্যামেরার জন্য টিকিট নেওয়া বন্ধ করুন। এটি পুরোপুরিভাবে অর্থহীন। হয় যাঁরা মোবাইল ফোনে ছবি তুলছেন তাঁদের কাছেও টাকা নিন নইলে ক্যামেরাধারীদেরও রেহাই দিন। সম্ভব হলে আমার টিকিটের (ক্যামেরার) দামটি ফেরত দেবেন।

গিরীশ সেন, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

গাল-কথা

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'প্রিয়াংকার গালের মতো রাস্তা বানাব' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে একটুও রাগ হল না। সেইসঙ্গে 'হেমা মালিনীর গালের মতো রাস্তা' লাইনটিও চোখে পড়ল। যেহেতু বক্তব্য দুটো দেশের গণ্যমান্য দুজন ব্যক্তির তাই আনন্দ হল এটা ভেবে যে, এঁদের হাত ধরেই দেশটা তরতর করে এগিয়ে যাবে। তবুও অনুদার মন বলেই একটা ঝটকা লাগল মগজে। একটা সুন্দর মসৃণ রাস্তার সঙ্গে মহিলাদের গালের তুলনা? মেনে নেওয়া যায় না। প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, এটা কোন শিক্ষার ফসল?

আমরা জানি শিশুরা বাচনশৈলীর পাঠ পরিবার থেকেই পায়। পরবর্তীকালে শিশু যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তার আচরণের মধ্যে পরিবারের শিক্ষার একটা ছাপ থাকে। এখানে দুটো উক্তির মধ্যে না আছে শিক্ষার ছাপ, না আছে রুচির নামগন্ধ। 'আমরা পুরুষ' এই অস্মিতার বশবর্তী হয়ে মহিলাদের গাল আর রাস্তা শব্দ দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এভাবেই কি গালের নাগাল পেতে চাইছেন? নিজেদের 'মানুষ' ভাবলে হয়তো এমন পুরুষালি মন্তব্য করতে পারতেন না। এ যেন উচ্ছ্বাসের কদর্য উৎসব। অনুগত পরিমণ্ডলের মাঝখানে নিজেকে পুরুষসিংহ প্রমাণ করার একটা মরিয়া প্রয়াস থেকেই কি জন্ম নিল অশ্লীল শব্দমালা? বাকস্বাধীনতা মানে অশ্লীল শব্দের চাষ নয়। আমজনতা ওজন করে কথা না বললে খেতাব-টেতাব দিয়ে শ্রীঘরে জামাই-আদরে রাখা হয়। খাস-আদমির সুবচন তো খাস-খবরের জন্য। সেখানে বিশ্রী আনন্দ আর বিজাতীয় তৃপ্তি সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। তার ওপর তিনি যদি পুরুষ হন তবে তো নারী বেআব্রু! আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, ক্ষমতায় থাকা মানুষের ভাষা বদলায় না। শ্লীল আর অশ্লীলের মাঝের দেওয়ালটাও থাকে না।

এবার পরের অধ্যায় অতিনাটকীয়। বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদি চারপাশে গুঞ্জন ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে 'বলা কথা ফিরিয়ে নিলাম' দায়সারা উক্তি। কী আসে যায় 'ফিরিয়ে নিলাম' বললে? হাতের ঢিল ছোড়ার পর ফিরিয়ে আনা যায় কি? যায় না তো। কথাও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের জনপ্রতিনিধি যা বলেন আর যা করেন সব তো দেশের ভালোর জন্যই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেই হয় যা বলেছেন দেশের-দশের ভালোর জন্যই বলেছেন। ভালো না লাগলে সেটা বক্তার সমস্যা নয়। সমস্যা শ্রোতার।

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। লোক দেখানো অশ্রুপাত, কপট কান্না ৫। জাঁকালো, জোরালো, উত্তেজনাপূর্ণ ৬। সর্বসাধারণ, সর্বশ্রেণির মানুষ ৮। আবির, উৎসববিশেষ ৯। সম্মান, সম্ভ্রম, দম্ভ, গর্ব ১১। বকজাতীয় পাখি যুগল, খুব অন্তরঙ্গ দুই ব্যক্তি ১৩। অহংকারী, গর্বী ১৪। একেবারে নষ্ট, বাতিল।

উপর-নীচ : ১। বিচারাসন, বিচারালয় ২। প্রহর, বুদ্ধের তপস্যায় বাধাসৃষ্টিকারী অপদেবতাবিশেষ ৩। স্থির, অনড়, মজবুত, প্রতিষ্ঠিত ৪। বিধান বা নিয়মকর্তা, ব্রহ্মা, ঈশ্বর বা বিধি ৬। অগ্রভাগ, আগুন ৭। চালাক, চতুর, সমঝদার ৮। পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান ৯। ফেন, কাই, আঠা ১০। জ্যোৎস্না ১১। হাতি ১২। উলুধ্বনি, চিত্রিত বাড়তি তাস ১৩। প্রতিশোধ, চর্মরোগবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৩৯

পাশাপাশি : ১। হানাদার ৩। নফর ৫। চলনবলন ৬। বদর ৭। কানাচ ৯। বাধ্যবাধকতা ১২। বর্তিকা ১৩। কম্বুবর।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। রসুল ৩। নবাব ৪। রসুন ৫। চর ৭। কাতা ৮। চরাচর ৯। বান্ধব ১০। বাটিকা ১১। কটক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নির্দেশ

ট্রাম রক্ষা করতে মঙ্গলবার হাইকোর্টের আগের নির্দেশ অনুযায়ী ট্রামলাইনগুলি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ।

দেহ সংরক্ষণ

সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি মৌসম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। দেহ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

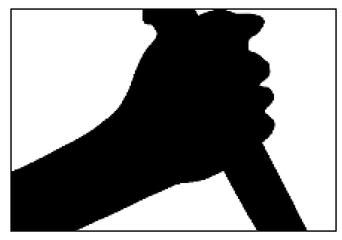

আক্রোশে খুন

মেয়েকে এক তরুণ প্রায়শই বিরক্ত করত। তাই অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন বাবা। সেই আক্রোশে বাবার ওপর ছুরি চালায় ওই তরুণ। ২৫ দিন পর মৃত্যু হল তাঁর।

ক্ষোভ

নিম্ন আদালতের পরিকাঠামোর দুরবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি জানান, মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না।

মহাকুম্ভ সত্ত্বেও গঙ্গাসাগরে ভক্তের ঢল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের জন্য এবছর গঙ্গাসাগরে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড় কম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত ৮৫ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে এসেছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এদিন সকাল থেকে পুণ্যার্থীরা শাহি স্নানে নামেন। দিনভর চলে এই স্নান। বুধবার সকালে শেষ হবে এবারের শাহি স্নান। এবার গঙ্গাসাগরে এসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম রামরতন গিরি। বেনারসের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম আখড়া পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর তথা পশ্চিমবঙ্গের আখড়া প্রধান ও কুম্ভমেলার অন্যতম আহ্বায়ক স্বামী পরমাত্মানন্দ এদিন গঙ্গাসাগরে আসেন। তিনি রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমুদ্র ভাঙন থেকে মন্দিরকে বাঁচাতে প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দেখা করবেন বলে জানান।

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার দাবি আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'জাতীয় মেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন জানাতে হবে। এমনি এমনি জাতীয় মেলা ঘোষণা হবে না।' সুকান্তর অভিযোগ, মেলায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছবি দেওয়া চারটি গেট তৈরির জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুমতি মেলেনি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পালটা বলেন, 'উনি হাফপ্যান্ট মন্ত্রী। ওঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা কাউকে ছবি দিয়ে গেট বানাতে বাধা দিইনি।'

রাজ্য সরকার আশা করেছিল এবার গঙ্গাসাগরে অন্তত এক কোটি তীর্থযাত্রী আসবেন। প্রাথমিকভাবে সেই সংখ্যা কম থাকলেও দিন যত এগিয়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা তত বেড়েছে। মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি তীর্থযাত্রী এসেছেন। ইতিমধ্যেই তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। বুধবার তা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা রাজ্য সরকারের। তীর্থযাত্রীদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। তাতে ভীষণই খুশি তাঁরা। বিশেষ করে তীর্থযাত্রীরা অসুস্থ হলে এবার যেভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে খুশি সকলেই। ইতিমধ্যেই ৭ অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে কপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমুদ্র ভাঙন রোধেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা দেখে খুশি পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার প্রধান স্বামী পরমাত্মানন্দ। তিনি এদিন বলেন, 'কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এই ভাঙন রোধ করা যাবে না।'

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে...

সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। পৌষের শেষ দিনে গঙ্গাসাগরের দুই ছবি। (নীচে) কলকাতার বাবুঘাটেও ভিড় পুণ্যার্থীদের। মঙ্গলবার। - পিটিআই ও আবির চৌধুরী

স্যালাইন কাণ্ডে নীরব অভিষেক

ব্যস্ত সেবাশ্রয়ে, কৌতূহল ঘরে-বাইরে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রজুড়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি 'সেবাশ্রয়' মঙ্গলবারও লাগাতার সাড়া জাগিয়েই চলছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের পক্ষ থেকে রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা ছবি ও খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জানানোও হচ্ছে। এদিন তা দ্বাদশ দিনে পড়ল। চলবে আরও কিছুদিন।

তারই মাঝে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাক্ষেত্রে 'বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ড' আচমকাই তাল কেটেছে। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের সর্বস্তরে আলোড়ন ফেললেও এদিন পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি দলের 'সেনাপতি' অভিষেক। আরজি কর কাণ্ড ঘটে যাওয়ার সময় কিছুদিন পর হলেও তা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি দলে সামান্য হলেও বিতর্কের

সূত্রপাত করে। আরজি কর কাণ্ডে ঘটনার শুরুতে অভিষেক ছিলেন দেশের বাইরে। ফিরে এসে তিনি প্রতিক্রিয়া জানান। এবার সরকারি হাসপাতালে 'বিষাক্ত স্যালাইন' নিয়ে এখনও তিনি নীরব থাকায় দলে ও বাইরে রীতিমতো জল্পনা ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। দলে ও বাইরে বিষয়টি কৌতূহল বাড়িয়েছে।

এমনিতেই রাজ্যে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও দলেরই সাংসদ অভিষেকের তরফে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ও বাইরে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেহাল দশার ছবিই পরোক্ষে স্পষ্ট হচ্ছে 'সেবাশ্রয়'-র সাফল্যে? রাজ্যের সমান্তরাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিষয়টিও বিতর্কে উঠে এসেছে। এবার 'বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ড' নিয়ে অভিষেক মুখ খোলেন কি না তা নিয়ে ক্রমেই কৌতূহল বাড়ছে দলের ঘরে-বাইরে সর্বত্র।

প্রসূতি মৃত্যুতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে নাড্ডাকে চিঠি সাংসদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে বেআইনি ওষুধের ব্যবসার অভিযোগ সামনে এসেছে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মাহাতো লিখেছেন, 'শুধু মেদিনীপুরেই নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই বেআইনি ওষুধের রমরমা কারবার চলেছে। শাসকদলের মদতে তাদের ছত্রছায়ায় থাকা অসাধুচক্র রাজ্যজুড়ে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল ওষুধের কারবার চালাচ্ছে।

এক্ষেত্রেও রিংগার সলিউশন নামে নিষিদ্ধ স্যালাইনটি অভিযুক্ত যে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস নামে কোম্পানির তৈরি তার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। আরজি কর কাণ্ডের মতোই এক্ষেত্রেও গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ও প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। শুধু তাই নয়, সিআইডি তদন্তের নামে আন্দোলনকারী মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তারদের ভয় দেখানো

> আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে তৃণমূলের এক জেলখাটা নেতা চমকাচ্ছেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছি।
>
> **জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো**
> *বিজেপি সাংসদ*

হচ্ছে। এই ইস্যুতে আরজি কর আন্দোলনে রাতজাগাদের কোনও যোগ আছে কি না সিআইডিকে তা খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

এদিন মাহাতো বলেন, 'আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে তৃণমূলের এক জেলখাটা নেতা চমকাচ্ছেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছি।' আরজি কর কাণ্ডেও তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইপিএস ট্রেনিং অ্যাকাডেমিকে চিঠি দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। শিক্ষা ও খাদ্য দুর্নীতির কারণে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের দৃষ্টান্ত দিয়ে আরজি কর কাণ্ডে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জেরা করার দাবি তুলেছিলেন তিনি। যদিও কাজের কাজ কিছু হয়নি। মেদিনীপুর কাণ্ডে ইতিমধ্যে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে সিপিএম। এমনকি স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করে সাড়া ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। তখন প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে দলের তরফে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আন্দোলনে সেভাবে দেখা যায়নি।

এই বিষয়ে মাহাতো বলেন, 'সাংসদ হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে আনা আমার দায়িত্ব। আন্দোলনের বিষয়ে রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতাই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।' বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, রাজ্য সভাপতি থেকে বিরোধী দলনেতারা মকর সংক্রান্তি, গঙ্গাসাগর নিয়ে ব্যস্ত। তাই হয়তো এই ধরনের ইস্যুতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা এখনও করে উঠতে পারেননি।

মমতা-চামলিং সাক্ষাৎ নবান্নে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : নবান্নে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং। একথা নিজের সমাজমাধ্যমে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে সিকিমের যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পবন। সিকিম ও বাংলা যাতে পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে কাজ করে, সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এদিন পবনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়েও।

সম্প্রতি কেরলের নির্দল বিধায়ক তৃণমূলে যোগদান করায় ভিন রাজ্যের দলের শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এদিন পবনের নবান্ন সাক্ষাৎও এক ভিন্ন রাজনৈতিক মাত্রা জুড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। জানা গিয়েছে, সিকিমের ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রধান পবন এদিন নবান্নে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামীদিনে সিকিমে পবনের দল ও তৃণমূল কংগ্রেসের একসঙ্গে চলার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এতে জাতীয় ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোটে মমতার প্রাধান্যও বাড়বে।

বিচার শুরু

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় মঙ্গলবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল। এদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। ব্যাংকশাল আদালতে ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নামের তালিকা জমা দিয়েছিল ইডি। এরমধ্যে এদিন একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ১৬ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে অনামী একটি সংগঠন। ওইসময় গঙ্গাসাগর থেকে তীর্থযাত্রীরা ফিরবেন। ফলে এই ধরনের কর্মসূচি হলে যানজট হবে। ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন করেন ভরতকুমার মিশ্র নামে এক ব্যক্তি।

ফের অসুস্থ এক প্রসূতি

মেদিনীপুর মেডিকেলে তদন্ত শুরু সিআইডি'র

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় ডাক্তারদের কর্তব্যে গাফিলতিকেই দায়ী করা হচ্ছে। সোমবারই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেছিলেন, কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করব না। মঙ্গলবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও ডাক্তারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেন। স্যালাইন কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এদিনই সিআইডির একটি দল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ জয়ন্ত রাউত ও স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

আরজি কর কাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। সেই মামলার রায় এখনও বের হয়নি। তারই মধ্যে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন অসুস্থ হওয়ায় নতুন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠল। এক্ষেত্রে 'রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন (আরএল)'-এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই স্যালাইন ব্যবহারের ফলে মামণি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ফের সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিরোধী বিজেপি এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর গোটা ঘটনার তদন্তে ১৩ সদস্যের এক কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি সিআইডি তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ফের আন্দোলনের আশঙ্কা করেই আসরে নেমেছে সরকার ও শাসক তৃণমূল। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, 'আমরা মনে করি, সরকারি নির্দেশ মানা হয়নি। এছাড়া স্যালাইনের পাশাপাশি নিয়ম মেনে অক্সিটোসিন দেওয়া হয়েছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' মঙ্গলবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিভ্রান্তি আর নজর ঘোরানোর খেলা বরদাস্ত করবেন না। বাস্তবটা জানুন।' তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে কুণাল ৬টি তথ্যও দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, গোটা কেলেঙ্কারি চাপা দিতে স্যালাইন ও অন্যান্য দিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতেই পরিবারকে দিয়ে মুচলেকা লেখানো হয়। মুখ্যসচিব বলেছেন, কেন মুচলেকা লেখানো হয়েছিল, তা তদন্তসাপেক্ষ। এই কাজে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এখনও ভর্তি রয়েছেন রেখা সাউ নামে এক প্রসূতি। মঙ্গলবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা হলেও তিনি ফের জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় ছুটি দেওয়া হয়নি।

তাঁর স্বামী সন্তোষ সাউ জানিয়েছেন, রেখার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁদের সদ্যোজাত সন্তান মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এনআইসিইউ-তে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি। অপরদিকে মৃত প্রসূতি মামণি রুইদাসের সদ্যোজাত পুত্র খানিকটা সুস্থ হওয়ায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফের অসুস্থ হওয়ায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : হাতি সংরক্ষণে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্য রাজ্যগুলিতে হাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করা হয়, এরাজ্যে সেই বিষয়ে সরকারি উদাসীনতা রয়েছে বলে মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বলেন, 'শ্রীলঙ্কা, কেরলে হাতি সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাবার, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকে। তাই এই বিষয়ে আরও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে রাজ্যের।'

ঝাড়গ্রামে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাতি লোকালয় থেকে জঙ্গলে ছাড়ার সময় মৃত্যুর ঘটনায় এবং অন্তঃসত্ত্বা হাতির মৃত্যুতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, হাতি লোকালয়ে ঢুকলে তাকে সরানোর জন্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্র্যাঙ্কুলাইজেশন, ক্রেনে করে ঝুলিয়ে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার মৃত্যু হচ্ছে। সংরক্ষণের বিষয়ে সরকার তার ভূমিকা এড়াতে পারে না।

এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী রৈবত বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, উত্তরবঙ্গে 'জয়রাইড' হিসেবে হাতি ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে মানুষের সঙ্গে হাতির দ্বন্দ্বের বিষয়টি খুব স্বাভাবিক। অনেক সময় হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তখনই নৃশংসভাবে পুনর্বাসনের কারণে হাতির মৃত্যু হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, পশু অধিকার সুরক্ষিত করতে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নয়তো এভাবে হুলা পার্টি, মশাল ব্যবহার সহ অবৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে আরও হাতির মৃত্যু হবে। ২০২৩ সালে ঝাড়গ্রামে অন্তঃসত্ত্বা হাতির মৃত্যুতে রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। সেই রিপোর্টে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।

এদিন তিনি এও মন্তব্য করেন, 'আগে মানুষকে দোষারোপ করা উচিত। কারণ, বন্যপ্রাণীদের বসবাসের জায়গায় বসতি গড়ে তোলা, জায়গা দখলের জন্য লোকালয়ে হাতি প্রবেশের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এভাবে হাতির মৃত্যু দুঃখজনক।' এদিন আদালতে শুনানিতে জিনাতের প্রসঙ্গও ওঠে। আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জিনাতকে ধরার বিপুল আয়োজন করা হল। হাতি স্বভাবগত যাযাবর প্রকৃতির। তারা একদিনে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে। কিন্তু তারা বাঘের মতো লুকিয়ে রয়েছে এই বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের চোখের সামনে দেখা যায়। তাই তাদের সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' প্রধান বিচারপতি তিন সপ্তাহ পর রাজ্যের থেকে এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন।

আইসি-কে ক্লোজ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : জমি দখলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় নিউটাউন থানার আইসিকে ক্লোজ করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে জানাল রাজ্য। ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এদিন রাজ্য রিপোর্টে জানায়, ওই আধিকারিককে ক্লোজ করা হয়েছে। অভিযুক্তের জামিন খারিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিচারপতি রিপোর্ট দেখে সন্তোষপ্রকাশ করেন।

জমিজট থাকলে কাজ শুরু করছে না রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : জমি নিয়ে সমস্যা বা জটিলতা থাকলে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগেই আপাতত হাত গুটিয়ে নিচ্ছে সরকার। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অফিসার, আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মৌখিকভাবে বলা হচ্ছে জমি সংক্রান্ত সমস্যা বা জটিলতা থাকলে সেটা আপাতত এড়িয়ে চলতে হবে। এই গেরোয় নবান্নে পূর্ত দপ্তরের একাধিক রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প শুরুই হতে পারছে না। অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও এইসব রাস্তা তৈরির কাজ পড়ে আছে দীর্ঘদিন।

মঙ্গলবার নবান্নে পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, এমনিতেই রাস্তা নির্মাণের চাহিদা দিনের পর দিন বাড়ছে। অথচ জমির অভাবে এই নিয়ে জটিলতা বেড়েই চলেছে। নতুন রাস্তা তৈরি করতে, বর্তমান রাস্তা চওড়া করতে বা রাস্তায় লেনের সংখ্যা বাড়াতে আগে প্রয়োজন জমি। অধিগ্রহণে বাধা আসবেই। সেই ক্ষেত্রে সরকারকে সরাসরি জমি কিনে নেওয়ার পথে যেতে হবে। এতেও অনেক ক্ষেত্রে বাধা আসছে। মামলা-মোকদ্দমাও হচ্ছে। এই জটিলতায় না গিয়ে প্রকল্প শুরু করার আগে হাত গুটিয়ে নেওয়াকেই শ্রেয় মনে করছে সরকার।

জমি-জট নিয়ে উদ্ভূত এই সমস্যার বিষয়টি অবশ্য এড়িয়ে যাননি পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের কাজে জোর করে জমি নেওয়া হবে না। সরাসরি জমি কিনে নেওয়া সরকারের ঘোষিত নীতি। এর বাইরে যাওয়া যাবে না। ফলে সমস্যা, জমি নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। তাই ঠিক হয়েছে জমি নিয়ে সমস্যা থাকলে কোনও

প্রকল্পের কাজে হাতই দেওয়া হবে না। বিষয়টি পুরোপুরিভাবে মিটলে কাজে হাত দেওয়া হবে। কাজ শুরু করে মাঝপথে রাস্তার কাজ বন্ধ রাখা বরদাস্ত করা যাবে না। এটা বলে দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।'

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বরাবরই এই জমি জট নিয়ে বিদ্ধ রাজ্য সরকার। শুধু রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ক্ষেত্রে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ শুধু জমির অভাবেই ব্যাহত হচ্ছে। এই নিয়ে প্রায়ই দিল্লি অভিযোগ করে থাকে রাজ্যের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের অভিযোগ সবথেকে বেশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রেলমন্ত্রীর সরাসরি অভিযোগ, রাজ্য জমি দিতে পারছে না বলে একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রস্তাবিত একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরুই হচ্ছে না। রাজ্যে এই মুহূর্তে দুর্গাপুর-বাঁকুড়া, পানাগড়-দুবরাজপুর ভায়া ইলামবাজার সহ একাধিক রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করার আগে শুধু জমির অভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। কালনা থেকে শান্তিপুরের মধ্যে ভাগীরথীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের পরও বন্ধ করা হয়েছে শুধু সেতুর দু'ধারে জমির অভাবে। নির্মীয়মাণ বিশাল বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের কাজ অধিকাংশ শেষ হয়ে গেলেও জমির অভাব কোথাও কোথাও বাদ সেধেছে।

জোট শুধু লোকসভা ভোটের জন্য : পাওয়ার

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : লোকসভা ভোটের পর বিধানসভা নির্বাচনেও মহারাষ্ট্রে জোট বেঁধে লড়াই করেছিল ইন্ডিয়া জোটের ৩ শরিক শিবসেনা-ইউবিটি, এনসিপি-এসপি এবং কংগ্রেস। নির্বাচনে বিজেপি, শিবসেনা, এনসিপি জোটের কাছে ধরাশায়ী হয় কংগ্রেস জোট মহাবিকাশ আঘাড়ি। এরপর থেকেই বিরোধী জোটের অন্দরে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মুম্বই পুর নির্বাচনে একক শক্তিতে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা-ইউবিটি। এবার এনসিপি-এসপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও শিবসেনা-কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন। একধাপ এগিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন মারাঠা স্ট্রংম্যান। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির (আপ) পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন শারদ পাওয়ার। এবার দিল্লিতে বিজেপি-আপের সঙ্গে কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়া জোটের বেশ কয়েকটি শরিক ইতিমধ্যে দিল্লি-ভোটে আপকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে। এবার একই অবস্থান নিলেন শারদও।

> ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল লোকসভা ভোটের কথা ভেবে। স্থানীয় নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা নিয়ে সেখানে কোনও আলোচনাই হয়নি।
>
> **শারদ পাওয়ার**

কিছু দিন ধরে উদ্ধব ঠাকরে এবং শারদ পাওয়ার বিজেপি শিবিরে শামিল হতে পারেন বলে জল্পনা চলছে মারাঠা রাজনীতিতে। প্রবীণ নেতার মন্তব্য সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, '৮-১০ দিনের মধ্যে মহাবিকাশ আঘাড়ির শরিক দলগুলির নেতাদের বৈঠক হবে। সেখানেই ঠিক হবে স্থানীয় নির্বাচনে আলাদাভাবে প্রার্থী দেওয়া হবে নাকি আসন সমঝোতা হবে।' এরপরেই শারদ বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল লোকসভা ভোটের কথা ভেবে। স্থানীয় নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা নিয়ে সেখানে কোনও আলোচনাই হয়নি। আমরা শরিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করছি। খুব তাড়াতাড়ি এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর অজিত পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে মিশে যেতে পারে শারদ পাওয়ারের দল। অন্যদিকে, শিন্ডে গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত না মেলালেও বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আগ্রহী উদ্ধব ঠাকরে। সেক্ষেত্রে শুধু ইন্ডিয়া নয়, মহারাষ্ট্রে মহাবিকাশ আঘাড়ির ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে পড়বে।

দিল্লিতে আপের পাশেই অধিকাংশ ইন্ডিয়া শরিক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আর স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেসের পরিবর্তে ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলই সমর্থন জানাল আম আদমি পার্টিকে। তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি (এসপি) দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকে (আপ) সমর্থন করেছে আগেই। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী) জানিয়েছে, দিল্লিতে আপই শক্তিশালী। এবার এনসিপি(এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের কেজরিওয়ালকে সাহায্য করা দরকার।' ন্যাশনাল কনফারেন্স, আরজেডির মতো জোটের কোনও কোনও শরিক ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন যে তোলেনি, তা নয়। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার, দিল্লি ভোটের ক্ষেত্রে আপের পাশেই অধিকাংশ শরিক।

বস্তুত এব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অবস্থানই আবার উঠে এসেছে। তৃণমূলনেত্রী বারবার আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির কথাই বলেছেন, জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প সমীকরণ গড়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন। মমতার মতে, যেখানে যে দল শক্তিশালী,

সেখানেই সেই দল ভোটে নেতৃত্ব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করেই দিল্লিতে আপকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল। সেই পথ অনুসরণ করে ইন্ডিয়া জোটের বাকি আঞ্চলিক দলগুলিও একে একে সমর্থন জানাতে শুরু করেছে। এই সিদ্ধান্ত জোটের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় এবং কৌশলগত আলোচনা করেই নেওয়া হয়েছে বলে ইন্ডিয়া জোট সূত্রে দাবি। যদিও আঞ্চলিক দলগুলির আম আদমি পার্টিকে সমর্থন পুরোটাই প্রতীকী, কারণ তাদের কারোরই দিল্লিতে কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। এরই মধ্যে, কেজরিওয়াল ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'আপনাদের সমর্থন নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করতে পারব।'

ইন্ডিয়া জোটের এক বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল এর সহযোগী দলগুলির মধ্যে নীতি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ঐক্যের অভাব। জোটের কোনও স্পষ্ট যৌথ লক্ষ্যও নেই। এই কারণেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে জোট প্রায় ভাঙনের মুখে।' জানালেন, আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই দিল্লিতে কংগ্রেসের পরিবর্তে আম আদমি পার্টিকে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রুশ সেনা থেকে ভারতীয়দের ছাড়তে ফের বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিদেশে কাজ দেওয়ার নামে রাশিয়ায় সামরিক বাহিনীতে যুক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার কর্মরত সব ভারতীয়কে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ফের রুশ কর্তৃপক্ষকে বার্তা দিল মোদি সরকার। রুশ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাসের কাছে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত থেকে রাশিয়ায় চাকরি করতে যাওয়া ১০ ভারতীয় মারা গিয়েছেন। তাঁরা সবাই চাকরি পাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কাজের সন্ধানে রাশিয়ায় যাওয়া কয়েকজনের পরিবার প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গত বছর পুতিনের সঙ্গে দুটি বৈঠক করেছিলেন মোদি। দুবারই তুলেছেন রাশিয়ায় ভারতীয় নাগরিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামানোর কথা। রুশ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাসকেও বিষয়টি জানানো হয়।

রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা রাশিয়ায় পড়ে থাকা ভারতীয়দের দ্রুত ছাড়ার দাবি ফের জানালাম।' বর্তমানে রাশিয়ায় ঠিক কতজন ভারতীয় সামরিক বিভাগে রয়েছেন তা জানা যায়নি।

জেলে ফোন রুখতে জ্যামার বসাবে কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যের জেলগুলিতে বাংলাদেশি জঙ্গিদের কার্যকলাপ ধরা পড়ার পর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কারা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বৈঠকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে জেলগুলিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর নজরদারি বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। কেন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী, জেলে নতুন ধরনের জ্যামার বসানো প্রয়োজন, যা মোবাইল ফোনের সিগন্যাল ব্লক করবে এবং জঙ্গি কার্যকলাপ ঠেকাতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যের কারা দপ্তর ইতিমধ্যে জেলগুলিতে জ্যামার বসানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে জেলে অবৈধ যোগাযোগ রোধ করতে মোবাইল ফোন জ্যামার ইনস্টল করা ছাড়াও একটি নতুন সিস্টেম, 'হমোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম'-এর প্রস্তাব করেছে, যা কারাগারের ভিতর থেকে কোনও অ-স্বীকৃত কল ব্লক করতে সাহায্য করবে। তবে আপাতত 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসাবে তা হতে চলেছে প্রেসিডেন্সি জেল এবং দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

এদিকে বর্তমানে জেলগুলিতে কারা দপ্তর নতুন প্রযুক্তি দিয়ে জ্যামারগুলির আপগ্রেডেশন শুরু করেছে।

রাহুলের হয়ে ময়দানে বিজেপি, দাবি কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : কংগ্রেসের সঙ্গে বাকি শরিক দলগুলির আকচা-আকচির ঠেলায় ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়ার কথাবার্তা চলছে জোরকদমে। প্রায় প্রতিদিনই জোটের অন্দরের অশান্তি বেআব্রু হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কখনও আপ, কখনও শিবসেনা (ইউবিটি), একাধিক জোটসঙ্গীর সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের প্রচারে নেমে বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কেজরিকে একযোগে বিঁধেছেন তিনি।

মোদি নীরব থাকলেও লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে জবাব দিতে দেরি করেননি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপিকেও। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপকে হারাতে বিজেপি-কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে বলে ফের অভিযোগ করেছেন তিনি। আপকে চাপে ফেলতে বিজেপি রাহুল গান্ধির ঢাল হওয়ার চেষ্টা করছে বলে মঙ্গলবার এক্স পোস্টে দাবি করেছেন কেজরিওয়াল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমি রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মাত্র একটি লাইন বলেছিলাম। তার জবাব বিজেপির তরফে এসেছে। দেখুন বিজেপি কত সমস্যার মধ্যে রয়েছে। দিল্লির এবারের নির্বাচন কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পর্দার আড়ালে চলা যুগলবন্দিকে প্রকাশ্যে এনে দেবে।'

> আমি রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মাত্র একটি লাইন বলেছিলাম। তার জবাব বিজেপির তরফে এসেছে। দেখুন বিজেপি কত সমস্যার মধ্যে রয়েছে। দিল্লির এবারের নির্বাচন কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পর্দার আড়ালে চলা যুগলবন্দিকে প্রকাশ্যে এনে দেবে।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

চলতি টানাপোড়েনের সূত্রপাত সোমবার। ওইদিন সীলামপুরে কংগ্রেসের এক নির্বাচনি জনসভায় রাহুল বলেছিলেন, 'কেজরিওয়াল কখনও আদানির বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন? তিনি একটি শব্দও বলেন না। জাতভিত্তিক জনগণনা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোয় না। দুজনেই চান দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের যেন ভাগীদারি না থাকে।' রাহুল আরও বলেন, 'আপনারা কেজরিওয়ালকে প্রশ্ন করুন। উনি কি সংরক্ষণ বাড়াতে চান? জাতিভিত্তিক জনগণনা করতে চান। কেজরিওয়াল যখন দিল্লিতে প্রথমবার প্রচারে এসেছিলেন, তখন এখানে প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের সরকার ছিল। কেজরিওয়াল তখন বলতেন, দিল্লিকে পরিষ্কার করবেন। দুর্নীতিকে মুছে ফেলবেন। দিল্লিকে প্যারিস বানাবেন। কিন্তু এখন রাস্তায় হাঁটাচলা করা যায় না এত দূষণ। অর্ধেক লোক অসুস্থ। ক্যানসার বাড়ছে। উনি বলেছিলেন দুর্নীতি দূর করবেন। উনি কি দিল্লিতে দুর্নীতি বন্ধ করেছেন?'

কংগ্রেস নেতার তোপ, 'মোদি যেভাবে মিডিয়ার প্রচার করেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, কেজরিওয়ালও সেই একই কৌশল নিয়েছেন। শীলা দীক্ষিত যে কাজ করেছিলেন তা কেজরিওয়াল বা বিজেপি করতে পারবে না। দিল্লির সত্যিটা আপনাদের সামনে রয়েছে।' রাহুলকে কটাক্ষ করে কেজরিওয়াল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'রাহুল গান্ধি আমাকে গালি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর মন্তব্যের জবাব দেব না। তাঁর লড়াই কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য, আমি দেশকে বাঁচানোর জন্য লড়ছি।' এরপরই কেজরিওয়ালের উদ্দেশে বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'দেশ নিয়ে পরে চিন্তা করবেন। আগে নিজের নয়াদিল্লির আসন বাঁচান।' বিজেপি নেতার সেই পোস্টকে হাতিয়ার করেই এদিন 'এক ঢিলে' কংগ্রেস-বিজেপিকে নিশানা করলেন কেজরিওয়াল। এবার নয়াদিল্লি কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র পরবেশ ভার্মা এবং সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস।

খুদেকে কোলে তুলে নিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার কাশ্মীরের আখনুরে। -পিটিআই

লাইনচ্যুত ট্রেন, প্রাণে বাঁচলেন ৫০০ যাত্রী

ভিলুপুরম, ১৪ জানুয়ারি: বড় রেল দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল তামিলনাড়ুর লোকাল ট্রেন। ফলস্বরূপ প্রাণে বাঁচলেন প্রায় ৫০০ জন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে ভিলুপুরম রেলস্টেশনের কাছে পুদুচেরিগামী লোকাল ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে চালকের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৫. ২৫ মিনিট নাগাদ ভিলুপুরম রেলস্টেশন থেকে ট্রেন এগোতেই রেললাইনে বিকট শব্দ হয়। সঙ্গে প্রবল ঝাঁকুনি। চালক দ্রুত ট্রেন দাঁড় করান। নিকটবর্তী স্টেশনে খবর দেওয়ায় ঘটনাস্থলে এসে রেলকর্মীরা যাত্রীদের ট্রেন নামতে সাহায্য করেন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকো নিহত বা আহত কেউই হননি। তবে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

কংগ্রেসের ঠিকানা বদল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : প্রায় পাঁচদশক পর কংগ্রেসের ঠিকানা পরিবর্তন হতে চলেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে লুটিয়েন দিল্লির ২৪ আকবর রোড এবং কংগ্রেস সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। এবার তাতে ছেদ পড়তে চলেছে। আকবর রোডের পাট চুকিয়ে কংগ্রেস উঠে যাচ্ছে ৯এ, কোটলা রোডের ঠিকানায়। মকরসংক্রান্তির পরেরদিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি দলের নতুন সদরদপ্তর ইন্দিরা গান্ধি ভবনের দ্বারোদঘাটন করবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। ওই অনুষ্ঠানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ ছাড়াও থাকার কথা কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদেরও।

প্রথমে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে কংগ্রেসের নতুন ৬ তলা ভবনের প্রবেশপথ ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির তাত্ত্বিক নেতার নামাঙ্কিত রাস্তা দিয়ে দপ্তরে ঢুকতে রাজি হননি কংগ্রেস নেতারা। তাই কোটলা রোডের দিক দিয়ে দলীয় দপ্তরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বার্তা রাজনাথের

জম্মু, ১৪ জানুয়ারি : পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকা ছাড়া কাশ্মীরকে ভাবা যায় না। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া ভূস্বর্গ অসম্পূর্ণ বলে জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া অসম্পূর্ণ। ভারতের মুকুটমণি। তাছাড়া পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের কাছে একটি বিদেশি অঞ্চল ছাড়া আর কিছু নয়।'

মঙ্গলবার জম্মুর আখনুর সেক্টরে তান্ডা আর্টিলারি ব্রিগেডের নবম সশস্ত্র বাহিনী প্রবীণ দিবসে ভাষণ দেন রাজনাথ। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 'তথাকথিত' প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ারউল হকের সাম্প্রতিক মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ১৯৬৫ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে আসছে। তারা অবৈধভাবে আমাদের এলাকা দখল করেছে এবং পিওকে'র নিরীহ মানুষদের নাগাড়ে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর দাবি, '১৯৬৫ সালে ভারত হাজি পিরে তেরঙা পতাকা তুলেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকারের কূটনৈতিক টেবিলে সেই সাফল্য হারিয়ে গিয়েছে।'

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে কাজ শুরু করেছে। তাঁর কথায়, 'আজ জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে।'

দিল্লি ও কাশ্মীরের দূরত্ব মোছার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের। আগের সরকারগুলি কাশ্মীরকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু আমরা দিল্লি ও কাশ্মীরকে সমানভাবে দেখি। কাশ্মীরকে দিল্লির কাছাকাছি আনতে দারুণ কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর।' যদিও ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের দিনে উপত্যকায় অশান্তি এড়াতে অন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সঙ্গে ওমরকেও গ্রেপ্তার করেছিল রাজনাথের সরকার!

থাইল্যান্ডে ভারতীয় বধূর দেহ বাথটাবে

লখনউ, ১৪ জানুয়ারি : থাইল্যান্ডের এক হোটেলের বাথটব থেকে উদ্ধার হল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার দেহ। মৃতের নাম প্রিয়ংকা শর্মা। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে স্বামী আশিস শ্রীবাস্তবের সঙ্গে থাইল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিলেন প্রিয়ংকা। আশিস উত্তরপ্রদেশের ওরাই মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক। আশিস পুলিশকে জানিয়েছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে প্রিয়ংকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বাথটাবের জলে কীভাবে ডুবে মৃত্যু হল। তবে প্রিয়ঙ্কার বাবা সত্যনারায়ণ শর্মা কন্যাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন। আশিসের বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগও এনেছেন। আশিসের বিরুদ্ধে আগে হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল থানায়। ২০১৭ সালে আশিসের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রিয়ংকার।

আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ

'মিশন মৌসম' মোদির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ১৫০ বছর পূর্ণ করল ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে 'ভূমিকম্পের জন্য উন্নততর সতর্কতা ব্যবস্থা' নির্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে। এই বিজ্ঞানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

১৮৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পথচলা শুরু মৌসম ভবনের। সার্ধশতবর্ষ পূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তে আবহাওয়াবিদদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বদেশি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অফুরান মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে দেশের মৌসম বিভাগ আজ বিপুল উন্নতি করেছে।

এক দশক আগে দেশের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ মানুষ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারত। কিন্তু আজ দেশের প্রতিটি মানুষ আবহাওয়া কেমন থাকবে, তা নিমেষের মধ্যে জানতে পারেন। কারণ তাঁদের হাতে এখন মেঘদূত অ্যাপ।

এর ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গিয়েছে।' শুধু ভারত নয়, চিন, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মতো পড়শি দেশগুলিও দিল্লির মৌসম ভবনের কাছে সাহায্য নিয়ে থাকে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার আগে ভারতের অংশ ছিল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে এই সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না বলে আগেই জানিয়ে দেয় ঢাকা। সরকারি খরচে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশি কর্তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রতিনিধিরা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানের দক্ষতা সর্বাধিক করতে হবে। উন্নত বিজ্ঞান এবং তার নির্ভুল ব্যবহার একটি দেশের স্বনির্ভরতার প্রতীক।' ভারতের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের ফ্ল্যাশ ফ্লাড গাইডেন্স সিস্টেম নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো পড়শি দেশগুলিরও হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতকে 'আবহাওয়া প্রস্তুত ও জলবায়ু স্মার্ট' রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মিশন মৌসম' প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতকে আবহাওয়া-প্রস্তুত ও জলবায়ু-স্মার্ট করতে মিশন মৌসম চালু করেছি। এর লক্ষ্য উন্নত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার, পরবর্তী প্রজন্মের রেডার এবং উপগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।'

পাশাপাশি মৌসম ভবনের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করেন স্মারক মুদ্রা ও ১৫০ টাকার ডাকটিকিট। একইসঙ্গে আবহাওয়া সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য আইএমডি ভিশন ২০৪৭ নথি প্রকাশ করা হয়।

জখম ৬ সেনা

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর লাগোয়া রাজৌরি জেলার নওশেরার ভবানী সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ। যার জেরে ভারতীয় সেনার ছ'জন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহত সেনাদের রাজৌরি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক জনের চোট গুরুতর। বাকিরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, অসাবধনতার বশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভূস্বর্গে অজানা জ্বরে ১০ শিশু সহ মৃত ১৩

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : অজানা জ্বরে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ জন শিশু সহ এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নানা বয়সের অনেকে। কী ধরনের সংক্রমণ ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি। সংক্রামিতদের থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার জম্মুর সীমান্তবর্তী রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অজানা জ্বরেই তাদের মৃত্যু হয়েছে মনে করা হচ্ছে। শনিবার একই পরিবারের ৬ জন শিশুকে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার মধ্যে বছর পাঁচেকের এক শিশুকন্যার শারীরিক অবস্থা ছিল সংকটজনক। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিল সে। রবিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এরপর একে একে আরও অনেক শিশুর মৃত্যুর খবর আসতে থাকে রাজৌরির বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে। মহম্মদ ইউসুফ নামে এক প্রবীণেরও মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে রহস্যময় জ্বরের বলি ১৩ জন।

একনজরে

- অজানা ভাইরাস সংক্রমণেই রহস্যময় জ্বর
- এখনও পর্যন্ত রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে তিনটি পরিবারের মধ্যেই সংক্রমণ সীমাবদ্ধ
- ইতিমধ্যে ১২ হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে
- গ্রামের পানীয় জল পরীক্ষায় কোনও জীবাণু মেলেনি
- মৃতদের ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষা চলছে

জম্মুর সরকারি মেডিকেল কলেজ, এসএমজিসি হাসপাতাল সহ রাজৌরির কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছে অনেককে। সংক্রামক রোগ বিষয়ক চিকিৎসক আশুতোষ গুপ্ত জানান, আক্রান্তদের মধ্যে জ্বর, সর্দি-কাশি, বমি বমি ভাব, শরীরে জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে রোগীদের, অনেকেই ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে শিশু ও প্রবীণদের সংখ্যাই বেশি।

রাজৌরির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মনোহর লাল জানিয়েছেন, রহস্যময় রোগটি আপাতত গ্রামের তিনটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আক্রান্তরা অসুস্থ হওয়ার আগে এক ধরনের খাবার খেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ঝুঁকি না নিয়ে রাজৌরির ঘরে ঘরে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় লোকজনের থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পানীয় জলের নমুনাও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ল্যাবরেটরিতে। জল ও খাবার থেকে রোগ ছড়িয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলিকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে নতুন মেডিকেল দল। একইসঙ্গে বদহাল গ্রামের ৫৭০০ বাসিন্দার ওপর নিবিড় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

লাল আরও জানান, ইতিমধ্যে ১২ হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এবং গ্রামের পানীয় জল পরীক্ষায় কোনও জীবাণু পাওয়া যায়নি। মৃতদের ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষা চলছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় অনুমান করা হচ্ছে, কোনও ভাইরাসের সংক্রমণেই এমনটা ঘটেছে। কী ধরনের ভাইরাস, তা জানতে সংগৃহীত নমুনা পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পাঠানো হয়েছে। দিল্লির এইমস ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) থেকে আসা চিকিৎসক দল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া তাদের জীবনচক্র, জিনের গঠন এমনভাবে বদলে নিচ্ছে, যার নাগাল পেতে কালঘাম ছুটছে চিকিৎসকদের। ফলে চিকিৎসা শুরুর আগেই মৃত্যু হচ্ছে রোগীর।

গত বছর ডিসেম্বরেও এমনই এক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায়। সেইসময় মৃত্যু হয়েছিল একই পরিবারের মোট ৮ জনের। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল অনেককে।

মহাকুম্ভে অমৃত স্নানের তিন দৃশ্য... হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হচ্ছে ফুলের পাপড়ি। মহাযজ্ঞে আনন্দে সাধুর বেশে কিশোর। পুণ্য অর্জন করতে প্রার্থনা এক বিদেশিনীর। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

অমৃত স্নানের টানে মহাকুম্ভে জনজোয়ার

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : সোমবারের পুনরাবৃত্তি ঘটল মঙ্গলবার। তবে আরও ব্যাপকভাবে। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের হিসাব বলছে, মহাকুম্ভের দ্বিতীয় দিনে সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণি সঙ্গমে অমৃত স্নানে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন প্রথামাফিক স্নানপর্বের সূচনা করেন নাগা সন্ন্যাসীরা। শোভাযাত্রা করে সঙ্গমতটে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। নাগা সন্ন্যাসীদের দেখতে পথের দু-ধারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। এরপর একে একে বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসীরা স্নান করেন। প্রতিটি আখড়ার সদস্যদের স্নানের জন্য ৪০ মিনিট করে সময় বেঁধে দিয়েছিল প্রশাসন।

সাধুসন্তদের স্নানপর্ব শেষ হতেই সাধারণ মানুষ জলে নামেন। তাঁদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গোলাপের পাপড়ি বৃষ্টি করা হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় স্নান করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। অর্জুন গিরি নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মেলা চত্বর সংলগ্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার জনকে। কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলেও অধিকাংশকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ বলেন, 'আজ যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করেছেন। দেশের মঙ্গল কামনা করেছেন সকলে।' মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের অভিনন্দন জানাই। তাঁরা প্রয়াগরাজে 'মহাকুম্ভ ২০২৫'-এ মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পবিত্র সঙ্গমে পুণ্যস্নানে অংশ নিয়েছেন। আজ অমৃত স্নানে সাড়ে ৩ কোটির বেশি সাধক ও ভক্ত ত্রিবেণিতে স্নান করে পুণ্য অর্জন করেছেন।' অমৃত স্নান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় সব আখড়া, প্রশাসন, পুলিশ, সাফাইকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মহাকুম্ভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দপ্তরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার বিশ্বের বহু দেশ থেকে মহাকুম্ভে এসেছেন ভক্তরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল। সোমবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেন নিরঞ্জনী আখড়ার স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্যা লরেন। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গমে স্নান করার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই অসুস্থবোধ করেন লরেন। আশ্রমে বিশ্রাম করছেন তিনি। সুস্থ হলেই ত্রিবেণিতে ডুব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, বুধবার পর্যন্ত নিরঞ্জনী আখড়ায় থাকবেন লরেন। ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি।

কুম্ভে ডুব অসুস্থ স্টিভ-জায়ার

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াগের মহাকুম্ভে জনাকীর্ণ পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। তাঁর সারা গায়ে অ্যালার্জি বেরিয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও মহাস্নানের জন্য গঙ্গায় ডুব দিলেন। এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিরঞ্জনী আখড়ায় স্বামী কৈলাসনন্দ গিরি মহারাজের উপস্থিতিতে ব্যাসানন্দ গিরি মহারাজের পট্টাভিষেক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। পাওয়েল জানিয়েছেন, মহাকুম্ভের কলপবাসের প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য পালন করতে তিনি প্রস্তুত।

কেন্দ্রবিন্দু যখন আইআইটি বাবা

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : নিজের মন ও মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার পথ হল আধ্যাত্মিকতা। এটা বুঝেই বম্বে আইআইটির প্রাক্তনী অভয় সিং ওরফে মাসানি গোরখ তাঁর পেশা ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। দেবাদিদেব শিবের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এবছরের মহাকুম্ভ মেলায় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস তিনি। মেলা চত্বরে তিনি কিন্তু 'আইআইটি বাবা' নামে পরিচিত। সকলে এই নামেই তাঁকে ডাকছেন।

কুম্ভমেলার জনজোয়ারেও অভয় সিংকে চিনতে অসুবিধে হবে না। তাঁর হাসিমাখা মুখ, চোখের দ্যুতিতে অনির্বচনীয় প্রশান্তি, সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলা, কথার মধ্যে বোধের প্রকাশ বুঝিয়ে দেবে ইনি সেই আইআইটি বাবা। আইআইটি বম্বে থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। চর্চা করেছেন পদার্থবিদ্যার। পড়ানোর কাজ করেছেন। এমনকি আলোকচিত্রী হিসেবেও একসময়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাই নিজেকে বুঝতে প্রয়াসী হন। মহাজগতের ঐশ্বরিক অনুভূতি অর্জনে সন্ন্যাস নেন। মহাকাশের জগৎ ছেড়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন মহাদেবের চরণে।

জীবনের মানে বোঝার জন্য তিনি দর্শন, উত্তর আধুনিকতাবাদ, সক্রেটিস, প্লেটো পড়েছেন। আইআইটি বাবা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বহু নেটিজেন অনলাইনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। অর্থের পরিবর্তে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা চ্যাটিং চলিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে।

এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও দেখছি, গোটা বিশ্ব শূন্য। শিবই চিরন্তন সত্য। আমার এই মনোভাবনার জীবন্ত উদাহরণ আইআইটি মহারাজ। তিনি কুম্ভমেলায় এক জীবন্ত দর্শনের মতো।' এক নেটিজেনের কথা, 'কজন পারেন সুললিত স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে এমন কৃচ্ছ্রসাধন করতে?'

ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি

মেটার কাছে ব্যাখ্যা চায় সংসদীয় কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছিলেন মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গ। সেই মন্তব্যের জেরে এবার মেটার কাছে ব্যাখ্যা চাইল সংসদের স্থায়ী কমিটি। কমিটির তরফে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মঙ্গলবার বলেন, 'আমার কমিটি এই ভুল তথ্যের জন্য মেটাকে ডাকবে। ভুল তথ্য যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এজন্য সেই সংস্থাকে ভারতীয় সংসদ এবং এখানকার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সাক্ষাৎকারে জুকেরবার্গ জানিয়েছিলেন, করোনা মহামারির প্রভাব এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গোটা বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছে। যার জেরে ২০২৪-এ ভারত সহ বিভিন্ন দেশে যেসব নির্বাচন হয়েছে তাতে শাসকদলগুলি পরাজিত হয়েছে। মেটা প্রধান বলেন, 'মার্কিনিদের অনেকেই এটিকে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল) আমেরিকার ঘটনা বলে মনে করছেন। তবে আমার মতে, করোনা সংক্রমণের প্রভাব বিশ্বের অনেক দেশের সরকারে ভাঙন ধরিয়েছে। বেড়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। কারণ ২০২৪ ছিল নির্বাচনের বছর।' তিনি আরও বলেন, 'অনেক দেশের মতো ভারতেও নির্বাচন হয়েছে। সেখানে ক্ষমতাসীনদের প্রায় প্রত্যেকে হেরে গিয়েছেন।' আর জুকেরবার্গের এই বয়ান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির।

আমার কমিটি এই ভুল তথ্যের জন্য মেটাকে ডাকবে। ভুল তথ্য যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এজন্য সেই সংস্থাকে ভারতীয় সংসদ এবং এখানকার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

নিশিকান্ত দুবে

বস্তুত গত বছর লোকসভা ভোটে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে লড়াইয়ে বেশ কিছু আসন হারালেও কেন্দ্রে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি। তবে লোকসভায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। সরকার চালাতে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ-র সমর্থন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। জুকেরবার্গের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত ২০২৪-এ নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। ভোট দিয়েছিলেন ৬৪ কোটির বেশি মানুষ। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের প্রতি ফের আস্থা দেখিয়েছে।' বৈষ্ণো-বার্তার রেশ ধরেই এবার মেটার কাছে ব্যাখ্যা চাইল নিশিকান্ত দুবের সংসদীয় কমিটি।

পোঙ্গল উৎসবে শুরু হয়ে গেল প্রিয় জাল্লিকাট্টু খেলা। মঙ্গলবার মাদুরাইয়ে।

শান্ত ভারত সীমান্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগে সীমান্তে বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ায় বাধা দিয়েছিল বিজিবি। সীমান্তে দু-পারের বাসিন্দাদের পরস্পরকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। যার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার একাধিক এলাকায়। উত্তেজনা কমাতে বেড়া দেওয়ার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে বিএসএফ। গোটা ঘটনাকে নিজেদের 'সাফল্য' বলে প্রচার করছে ইউনূস সরকার। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর কথাতেও সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, 'ওরা (বিএসএফ) আর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে না। স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। আমরা বলেছি, আগামী মাসে বিজিবি ও বিএসএফের ডিজি পর্যায়ে একটি মিটিং আছে, সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।'

এদিকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার ওপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না ইউনূস শিবির। মঙ্গলবার হাসিনা ও তাঁর পুত্র জয়ের বিরুদ্ধে আলাদাভাবে ২টি মামলা দায়ের করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তথ্য গোপন করা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা করে মোট ২০ কাঠার প্লট বরাদ্দের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে জয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তারা।

হাসিনার বিরুদ্ধে ফের মামলা

৫ অগাস্টের পালাবদলের পর নানা ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েনে জড়িয়েছে বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক পদক্ষেপ দিল্লির উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, একদিকে ভারতবিরোধী প্রচারে ঝড় তুলে, অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোয় সংস্কারের কথা বলে জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মাধ্যমে তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের নতুন দল গঠন এবং জামাতকে সংগঠন গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বাড়তি সময় দিতে চাইছে। যে কারণে প্রায় সব ইস্যুতে ছাত্রনেতা ও মৌলবাদীরা ইউনূস সরকারের হয়ে সুর চড়াচ্ছেন। শাসক শিবিরের কৌশলে শুধু আওয়ামি লিগ নয়, বর্তমান বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসা বিএনপির পক্ষেও ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ হচ্ছে।

ইউনূস সরকারের কৌশল আঁচ করছে বিএনপিও। এদিন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'আমরা বারবার বলছি, নির্বাচিত সরকারের কোনও বিকল্প নেই। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মনে করি, এই বছরের মাঝামাঝি অর্থাৎ জুলাই-অগাস্টের মধ্যেই নির্বাচন করা সম্ভব। এজন্য আমরা সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারে।'

স্বাধীনতা মন্তব্যে বিতর্কে ভাগবত

ইন্দোর, ১৪ জানুয়ারি : ভারত স্বাধীন হয়েছিল কবে, জানেন? আপনি বলবেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট। ভুল। ঠিক উত্তরটা হল, অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই বক্তব্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'রাম মন্দিরের 'প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী' দিনটিকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে উদযাপন করা উচিত।'

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অযোধ্যায় রামলালার মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী উদযাপিত হয় এ বছরের ১১ জানুয়ারি। ইন্দোরের অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, '১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর লিখিত সংবিধান তৈরি হয়। তবে সেই সংবিধান ওই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। ভারত বহু শতাব্দীর শোষণের শিকার ছিল। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পায়।'

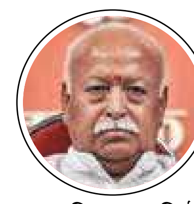

রাম মন্দিরের 'প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী' দিনটিকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে উদযাপন করা উচিত।

মোহন ভাগবত

সরসংঘচালকের এহেন মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল শুরু করেছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটিকে স্বাধীনতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হিসাবে তুলে ধরে আরএসএস আসলে স্বাধীনতার ভিন্ন বয়ান তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা কড়া সমালোচনা করেছে ভাগবতের। দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, 'রামলালা আরএসএস আনেননি এবং মোহন ভাগবত সংবিধান লেখেননি। রামলালা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে আছেন। আমরা তাঁর জন্য সংগ্রাম করেছি। তবে রামলালা মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার। এই নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।'

৩৩ পণবন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস

জেরুজালেম, ১৪ জানুয়ারি : তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়ে যাক, এটাই চাইছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি তাঁর শপথ। তাঁর আশা ছিল। সেটাই হল। মঙ্গলবার দোহায় হওয়া যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি গ্রহণ করল প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। তাতে ইসজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩৩ জন ইজরায়েলি পণবন্দি মুক্তি পাবেন। ইজরায়েলের উপবিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুসংবাদ পাবেন তাঁর দেশের মানুষ। ইসরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে কাতার।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প তাঁর ভাবমূর্তি খাড়া করতে বার বার বলেছেন, তিনি যুদ্ধ চান না। তিনি আগামী চার বছরের জন্য মার্কিন মসনদে বসার আগে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি চাইছেন। ৩৩ পণবন্দি ইজরায়েলির মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি তারই লক্ষণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকদের একাংশ।

এক প্রথম সারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম কিন্তু ইজরায়েলি আধিকারিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে ৪২ দিনের। তাতে ৩৩ জন মুক্তি পাবেন। চুক্তির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মঙ্গলবার দোহায় আলোচনা চালাচ্ছেন বাইডেন প্রশাসনের দূত ব্রেট ম্যাকগার্ক, কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও ইজরায়েলি কর্মকর্তারা।

এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে খসড়া প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। হামাস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গতবছর ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা আচমকা কয়েকশো ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ছুড়ে পণবন্দি করেছিল শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা সহ কয়েকশো ইজরায়েলিকে। তেল আভিভ জানিয়েছে, এখনও ৯৪ জন পণবন্দি হামাসের ডেরায় বন্দি রয়েছেন। ইজরায়েলের অনুমান, তাঁদের মধ্যে অন্তত ৩৪ জনকে হামাস জঙ্গিরা মেরে ফেলেছে।

ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারে আমরা খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তারা পারস্পরিক করমর্দনের জায়গায় পৌঁছেছে। সম্ভবত সপ্তাহের শেষদিকে আমাদের আশা মিটবে।'

পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশে অবৈধভাবে বাস করছেন ৩০ হাজার বিদেশি নাগরিক। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এই বিদেশিরা মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানাননি। গোয়েন্দা সংস্থা, অভিবাসন ও পাসপোর্ট অধি দপ্তরের (ডিআইপি) ভিসা শাখা সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বৈধ নথি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বেঁধে দেওয়া তারিখের পর অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহম্মদ খোদাবখস চৌধুরীর স্বাক্ষর করা বিজ্ঞপ্তিতেও অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, যাঁরা গত ২৬ ডিসেম্বরের জারি করা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থান বা কর্মরত থাকার কাগজপত্র সংগ্রহ করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অবৈধ বিদেশি

ব্র্যাড পিট সেজে মহিলার ৭ কোটি লুট

প্যারিস, ১৪ জানুয়ারি : ব্র্যাড পিটের নাম ভাঙিয়ে এক ধনী ফরাসি মহিলার কাছ থেকে ৮ লক্ষ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) হাতিয়ে নিল এক অনলাইন প্রতারক। ওই প্রতারক নিজেকে হলিউড অভিনেতা ব্র্যাড পিট পরিচয় দিয়ে ৫৩ বছর বয়সি ওই মহিলার আস্থা অর্জন করে তাঁর কাছ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেন।

পেশায় ডিজাইনার অ্যান (ছদ্মনাম) জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ইনস্টাগ্রামে একজন নিজেকে ব্র্যাড পিটের মা পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব জমান। একটি বিলাসবহুল স্কি ট্রিপের পোস্ট দেখে প্রতারকের নজরে পড়েন অ্যান।

এর কয়েকদিন পর অ্যানের কাছে ব্র্যাড পিটের নাম ব্যবহার করা আরেকটি প্রোফাইল থেকে বার্তা আসে। সেই ব্যক্তি বলেন, 'হ্যালো আমি ব্র্যাড পিট। মায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে, শুনলাম। তিনি আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলেছেন। আপনি খুব বড় মনের মানুষ।' প্রথম দিকে ভুয়ো বলে মনে হলেও কথার ভাঁজে জড়িয়ে পড়েন অ্যান। ধীরে ধীরে কাব্যিক বার্তা ও ছবি এমনকি অন্তরঙ্গ ভিডিও দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে অনুরাগের ছোঁয়া পায়। অ্যানের কথায়, 'কথা এভাবে ভোলাতে পারে এমন লোক আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। মনে হত একে সব দেওয়া যায়।'

এক সময় নকল ব্র্যাড পিট বিবাহবিচ্ছিন্না অ্যানকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আরও জানান, তিনি দুরারোগ্য কিডনির ক্যানসারে ভুগছেন। তাতে কী! ব্র্যাডের মতো পাত্র কি চাইলেই পাওয়া যায়! করুণায় উথলে ওঠে অ্যানের মন। এরপর আসে সেই মোক্ষম প্রস্তাব। ইথার-প্রেমের অভিজ্ঞানস্বরূপ অ্যানকে একটি বস্তুগত উপহার পাঠাতে চান ব্র্যাড। যাতে তাঁকে চিরকাল মনে থাকে অ্যানের। মহামূল্যবান উপহারটি পেতে হলে অ্যানকে কাস্টমস ফি হিসাবে ৯ হাজার ইউরো জমা দিতে হবে। এইভাবে জালিয়াতদের চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েন অ্যান। সেই পথেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় ৮ লক্ষ ইউরো।

সবলামেলায় পিঠেপুলির দোকানে ভিড়

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : শীতের মরশুমে সবলামেলায় পিঠেপুলির দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা। বালুরঘাট পুরসভা সহ জেলার একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তেলপিঠে, নারকেলি, দুধপিঠে, পুলিপিঠে সহ একাধিক রকমের সুস্বাদু পিঠের স্টল সাজিয়েছেন এই মেলায়। মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে বানানো বিভিন্ন শিল্পকর্ম সহ সাজসরঞ্জামের জিনিস মেলায় বিক্রি হলেও এই পিঠেপুলির দোকানে ঠান্ডার মধ্যে গরম পিঠে মুখে পুরে নিচ্ছেন শহরবাসী। তেলপিঠে দশ টাকা, ক্ষীরের পায়েস কুড়ি টাকা, পাটিজোড়া কুড়ি টাকা, সাদা পিঠে দশ টাকা এই হারে বিভিন্ন পিঠে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়াও, বিভিন্ন পিঠের সম্ভার রয়েছে। মেলায় ঘুরতে এসে সাধারণ মানুষ স্বাদ বুঝে সেগুলো কিনছেন। অনেকেই প্যাকেট করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা অলোক সরকার পিঠে কিনতে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মতে, 'মকর সংক্রান্তির দিন থেকে বাড়িতে পিঠেপুলি বানানো হয়। তবুও এখন ব্যস্ততার যুগে তেমনটা হয়ে ওঠে না। তাই ঠান্ডার দেখা মিলতেই এখানে পরিবার সমেত পিঠে খেতে এসেছি।'

হাসপাতালের জমির খোঁজ

ডালখোলা, ১৪ জানুয়ারি : স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বড় হাসপাতালের। মঙ্গলবার ডালখোলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পশু চিকিৎসাকেন্দ্রের জমি দেখলেন স্বাস্থ্য দপ্তর সহ, পূর্ত দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল।

ডালখোলা পুরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবার ভরসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের। আগামীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ইউপিএসসিতে উন্নীত করা হবে। পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে অন্যস্থানে সরিয়ে সেখানে হবে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল।

বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, 'বিভিন্ন মহল থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব আসে। সেইমতো এদিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে জমি দেখা হল। প্রথম পর্যায়ে এখানে ৫০টি বেডের পাশাপাশি এখান থেকে প্রয়োজনীয় সব পরিষেবা দেওয়া হবে।'

ডালখোলা পুর চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'পশু চিকিৎসাকেন্দ্রটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে সেখানে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং বর্তমান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ইউপিএসসিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। আগামীতে ডালখোলা শহরবাসী দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে চলেছেন, যা আমাদের কাছে বড় পাওনা।

এদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমি পরিদর্শন করতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার পিডব্লিউডির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মফিজুল মোল্লা সহ প্রমুখ।

আঁকা প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : মেগা অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। বালুরঘাট পুরসভার উদ্যোগে সুরেশরঞ্জন পার্কে চারটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা চলেছে। যেখানে বালুরঘাটের প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক-বিভাগে ৭ বছর বয়সি পর্যন্ত শিশুদের জন্য যেমন খুশি আঁকো বিষয় রাখা হয়েছিল। যার সময়সীমা ছিল ৬০ মিনিট। খ-বিভাগে ৯০ মিনিটে ১১ বছর বয়সিদের জন্য বাঙালির উৎসবমুখর একটি দিন। ১৫ বছর বয়সিদের গ-বিভাগে নাটকের শহর বালুরঘাট ও ঘ-বিভাগে ১৯ বছর বয়সিদের জন্য উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে বালুরঘাট পুরসভা বিষয় ছিল। প্রতিযোগিতা চলাকালীন বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র কাউন্সিলারদের সঙ্গে এসে আয়োজন পরিদর্শন করে প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করেন।

উপভোক্তাদের পাশে

পতিরাম, ১৪ জানুয়ারি : আজ নাজিরপুর পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন তৃণমূল নেতা বিভাসরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মইনুর মণ্ডল, শুভজিত মণ্ডল, সজল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বাড়ি বানাতে গিয়ে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁরা পাশে দাঁড়ানোর কথা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের বার্তা দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

স্যালাইন সংস্থার নামে এফআইআর

রণজিৎ ঘোষ ও মনজুর আলম

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : বিতর্কিত স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কালো তালিকাভুক্ত এই স্যালাইন কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। পাশাপাশি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যে সমস্ত চিকিৎসকের ভুলে রোগীদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। মঙ্গলবারও শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে ওই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে কর্তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। এদিন কাচের দরজা না খুলেই ভিতর থেকে হাত নাড়িয়ে কর্মীরা বলে দিয়েছেন যে, সাহেবরা নেই। টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন 'সুইচড অফ' পাওয়া গিয়েছে।

এদিনও চোপড়ায় এই সংস্থার কারখানা চত্বরে প্রচুর ভিড় দেখা গিয়েছে। দুপুরে ডাক বিভাগের এক কর্মী এই সংস্থার নামে আসা কিছু চিঠি নিয়ে কারখানার গেটে আসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নেই বলে নিরাপত্তারক্ষীরা সেই চিঠিগুলি গ্রহণ করতে চাননি। চিঠিগুলি কর্ণাটক সরকারের তরফে এসেছে বলে ওই ডাককর্মী জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস-এর তৈরি রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইন ব্যবহারের পরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীমৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। অথচ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করেনি। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি এই সংস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের চুক্তি ঘিরে অস্বচ্ছতা রয়েছে দাবি করে তদন্ত চেয়েছেন। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দাবিও তুলেছেন।

এদিন চোপড়ার তিনমাইলহাটে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসে গিয়ে দেখা যায়, উৎসাহী অনেকে সেখানে ভিড় করেছেন। নিরাপত্তারক্ষীরা ভিতরে কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। সূত্রের খবর, কয়েকদিন ধরে সংস্থার কর্তারা কেউ না এলেও মাঝেমধ্যে তাঁদের তরফে কিছু নির্দেশ আসছে বলে জানা গিয়েছে।

এই সংস্থার অন্যতম কর্তা কৈলাস মিত্রুকার চোপড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগান এবং কারখানা রয়েছে। সোনাপুর এলাকায় অতীতে তাঁর রাইস মিলের ব্যবসা ছিল। সেই সূত্রেই সোনাপুরের তিনমাইলহাটে জিয়াখুড়ি মৌজায় জাতীয় সড়কের ধারে তিনি প্রায় ৬ একর জমি কিনেছিলেন। এখানে প্রথমে চা কারখানা করার কথা ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তবে, ২০১৪ সালে এই জমিতে স্যালাইন কারখানা চালু হয়। এক দশকে তরতর করে বেড়ে ওঠে ব্যবসা। এ রাজ্যের সঙ্গে চুক্তির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্য, এমনকি বিদেশেও সংস্থার তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি হয়।

শ্রমিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যানেজমেন্ট থেকে কারিগরি বিভাগ পুরোটাই বাইরের কর্মীরা সামলালেও প্যাকেজিং, পণ্য ওঠানো নামানোর কাজ স্থানীয় শ্রমিকরাই করতেন।

টুসু উৎসবে ঝুমুর লোকনৃত্য। মঙ্গলবার নদিয়ার শান্তিপুর গ্রামে।

মাদক পাচারে মহিলাদের নামানোয় উদ্বেগে পুলিশ

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : মাদক কারবারে অভিযুক্ত দম্পতি রঞ্জিলা মুর্মু ও স্বামী মহম্মদ রেজাউদ্দিন ও অনিমা গোস্বামীকে মঙ্গলবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল রায়গঞ্জ জেলা আদালত। এনবিএসটিসির বাসে ব্রাউন সুগার পাচারের সময় ধরা পড়ে যায় ওই দম্পতি। রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে গাঁজা সহ অনিমা গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই কারবারের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত। তাদের নাম পেয়েছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে নাম প্রকাশ করছে না পুলিশ ও এসটিএফ।

রায়গঞ্জে পরপর মাদক সহ মহিলা গ্রেপ্তার হওয়ায় চিন্তা বেড়েছে পুলিশ প্রশাসনে। পাচারের কাজে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের এই কাজে নামানো হচ্ছে। ভিনজেলা এমনকি ভিনরাজ্য থেকে মাদক এনে তারা পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশের চোখ এড়াতে ক্যারিয়াররা বড় রুট ভেঙে ভেঙে যাতায়াত করছে। প্রাক্তন এক পুলিশকর্তা মনে করেন, 'মাদক পাচারের ক্ষেত্রে মহিলাদের সন্দেহ কম হয়। তল্লাশির জন্য সবসময় মহিলা পুলিশ থাকে না। যার সুযোগ নেয় মাদক পাচারকারীরা।

যদিও মাদক পাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি রায়গঞ্জ পুলিশের। এসপি মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'দিন দিন মহিলাদের দিয়ে মাদক পাচারের প্রবণতা বাড়ছে। আমরা সজাগ রয়েছি।'

পুনর্বাসনের দাবিতে সরব সামসীর ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা

সামসী, ১৪ জানুয়ারি : ভেঙে ফেলা দোকান খোলার দাবিতে সরব হয়েছেন সামসীর ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য সামসীতে পিএইচই'র পাইপলাইন পোতার কাজ চলছে। কাজ চলার ফলে অস্থায়ীভাবে ভাঙচুর করা হয়েছিল ফুটপাথে ব্যবসায়ীদের দোকান। পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন হলেও এই ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের আর সেখানে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না বলে প্রশাসনের তরফে সাফ জানানো হয়েছে। এতেই চরম বিপাকে পড়েছেন ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। নিজেদের দোকানপাট হারিয়ে মাথায় হাত রতুয়া-১ ব্লকের সামসী পঞ্চায়েত সংলগ্ন ৪২০ মোড়ের প্রায় ১০-১৫ জনের মতো ব্যবসায়ীর। প্রশাসনের সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা ব্যবসা করার অনুমতি চেয়ে সামসী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এক লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

ফুটপাথ ব্যবসায়ী প্রশান্ত দাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'আমরা বংশপরম্পরায় যুগ যুগ ধরে এখানে দোকান করি। চায়ের দোকান করেই আমার সংসার চলে। দোকান হারিয়ে এখন চরম সমস্যায় রয়েছি পরিবার নিয়ে। এখন যদি আমরা এখানে ব্যবসা করতে না পারি তাহলে প্রশাসন আমাদেরকে বিকল্প রুজিরুটির সন্ধান দিক।' একই বক্তব্য লক্ষ্মী সাহা, বাসুদেব প্রামাণিকদেরও।

সামসীর এক বাসিন্দা তাপস ঘোষ জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হকারদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আমরাও চাই তাদের পুনর্বাসনের পরে উচ্ছেদ করা হোক।'

এব্যাপারে সামসী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপনকুমার সিংহ বলেন, 'মঙ্গলবারই সামসী ৪২০ মোড়ের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা আমাদের লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এব্যাপারে প্রধানের নেতৃত্বে বুধবার মিটিং ডাকা হয়েছে। মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার উপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' একই বক্তব্য সামসী পঞ্চায়েত প্রধান মনীষা দাসের।

নন্দু-স্বপনের জেল হেপাজত

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি (নন্দু) ও স্বপন শর্মার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ১৭ জানুয়ারি ফের দুজনকে আদালতে তোলা হবে। প্রথম দফার রিমান্ড শেষে মঙ্গলবার জেলা আদালতে তোলা হলে নন্দুর হয়ে সওয়াল করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রবিশংকর চট্টোপাধ্যায়।

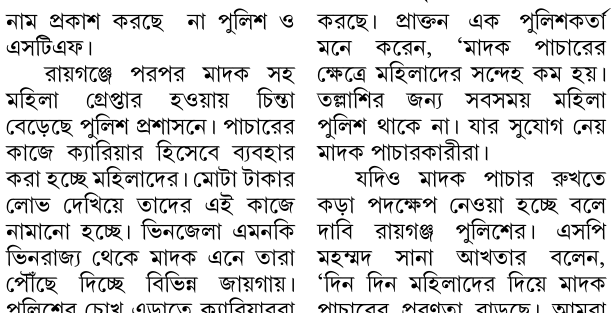

আদালতের পথে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। মঙ্গলবার। - অরিন্দম বাগ

অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর দেবজ্যোতি পাল জানান, 'তদন্তকারী অফিসার নন্দু ও স্বপনকে আর হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করেননি। আপাতত দুজনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনায় ধৃত আবদুল গনিকে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, আবদুল গনি দীর্ঘদিন ধরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কাল তাকে আদালতে তোলা হবে।'

নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির আইনজীবী রবিশংকর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'খুনের ঘটনায় বড় মাথা রয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমার মক্কেলকে ষড়যন্ত্র করে আসামি করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ফের পিঠে চাপিয়ে রোগী মেডিকেলে

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : সোমবারের পর মঙ্গলবারও অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ। ফের ট্রলি বা হুইলচেয়ার না পেয়ে আত্মীয়ের পিঠে চেপে হাসপাতালে এলেন এক রোগী, এমনই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য। (যদিও সেই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।) মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভিডিও মঙ্গলবারের। মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ট্রলি বা হুইলচেয়ারের অভাবে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওই রোগীর আত্মীয় বলে দাবি।

এদিকে, সোমবারের পর ফের মঙ্গলবার এমনই অমানবিক দৃশ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেন মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এমএসভিপি সহ আধিকারিকরা ১০তলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে ট্রলি ও হুইলচেয়ার ভেতর থেকে বের করান। এমএসভিপির দাবি, ট্রলি বা হুইলচেয়ারের কোনও ঘাটতি নেই। কিন্তু তারপরও কেন রোগীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রিয়ংকর রায় বলেন, 'অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

পারিবারিক সংঘর্ষে ধৃত ৬

পুরাতন মালদা, ১৪ জানুয়ারি : পুরোনো শত্রুতার জেরে সোমবার রাতে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর পঞ্চায়েতের বাজারপাড়া এলাকার। ঘটনায় দু'পক্ষের মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চর কাদিরপুর এলাকার বিকি মণ্ডল নামে এক তরুণ বাজারপাড়া এলাকায় এসে মাতব্বরি দেখাত বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা ভোলা চৌধুরী ওই আচরণের প্রতিবাদ করলে বিকি মণ্ডল ও তার দলবল হাঁসুয়া, লাঠি দিয়ে ভোলা চৌধুরীকে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ভোলা চৌধুরীকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উভয়পক্ষই একে অপরের বাইক ভাঙচুর করে। ঘটনাটি নিয়ে উভয়পক্ষই মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। আহত ভোলা চৌধুরীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

মালদা থানার পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ঘটনার তদন্ত চলছে।

দুঃস্থদের ভোগ বিতরণ

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : দুঃস্থদের সেবা ও ভোগ বিতরণের মাধ্যমে বালুরঘাটে শেষ হল হরিনাম মহাযজ্ঞ মহোৎসব। বালুরঘাটের সাহেবকাছারি এলাকার হাটখোলায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ৯ দিন ধরে এই মহোৎসব চলেছে। প্রতিবছরই প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এই উৎসবে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে আশপাশের গ্রামের মানুষরাও শামিল হয়েছিলেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

কাটমানিতে না

প্রথম পাতার পর

কাজ ও রাস্তার টেন্ডার সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। ওই সময়েই তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান বইদুর রহমান, সভাপতি হরি বোস, মহাবুর হোসেন, করম আলি, রফিকুল মিয়াঁ, ওয়াজেদ আলির মতো বেশ কয়েকজনকে নিয়ে অফিসের মধ্যে ঢুকে পঞ্চায়েত প্রধানকে অকথ্য গালিগালাজ এবং মারধর করেন বলে অভিযোগ। তার শ্লীলতাহানিও করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বুলি মুর্মুর দাবি, 'পঞ্চায়েতের নানা কাজে কাটমানি দিতে হয়। কিন্তু এবারে একেবারে ৫০ শতাংশ কাটমানি দাবি করে বসে অঞ্চল সভাপতি ও তার দলবল। এর প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনায় গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি।'

অশোকগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান বইদুর রহমান অবশ্য প্রধানের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ নম্বর খতিয়ানে প্রায় ৩৬৫টি পুকুর রয়েছে। তার মধ্যে ২৬টি পুকুরের মোতফরক্কা কাটিয়েছি। বাকি পুকুরগুলোর মোতফরক্কা কাটা হচ্ছে না। তার পরিবর্তে টাকা তোলা হচ্ছে। প্রধানকে মারধরের কোনও বিষয় নেই। প্রধানের সঙ্গে কোনও ঘটনা ঘটেনি।'

বাবা-মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বিতারণ

অভিযুক্ত ছেলে ও বৌমাকে গ্রেপ্তার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : বসতবাড়ির ১৫ কাঠা জমি ছেলেকে লিখে না দেওয়ায় বাবা-মাকে বেধড়ক মারধর দিয়ে বাড়িছাড়া করল ছেলে। ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলে ও বৌমাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুনীল রায় (৩৭), বেলি রায় (৩০)। বাড়ি রায়গঞ্জের বীরঘই পঞ্চায়েতের রূপাহারে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার পাশাপাশি সিনিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

> ৬৫ বছর বয়সেও মানুষের জমিতে কাজ করি। স্ত্রী জনমজুরের কাজ করেন। ছেলে ও বৌমা আমাদের দেখে না। আমরা মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর। গতকাল রাতে খাবার না দিয়ে আমাদের দুই বৃদ্ধ দম্পতিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ছেলে ও বৌমা।
>
> **গণেশ রায়, বৃদ্ধ বাবা**

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বসতবাড়ির ১৫ কাঠা জমি নিয়ে বৃদ্ধ বাবা গণেশ রায় ও তার স্ত্রী বেলি রায়কে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ ওই বৃদ্ধ দম্পতির ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত ছেলে ও বৌমা। গতকাল রাতে হাড়হিম করা ঠান্ডায় ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মারধর দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোনও দিক-বেদিক না পেয়ে রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হন বৃদ্ধ দম্পতি। তাদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালে অভিযুক্ত ছেলে ও বৌমাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ বাবা গণেশ রায়ের বক্তব্য, '৬৫ বছর বয়সেও মানুষের জমিতে কাজ করি। স্ত্রী জনমজুরের কাজ করেন। ছেলে ও বৌমা আমাদের দেখে না। আমরা মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর। গতকাল রাতে খাবার না দিয়ে আমাদের দুই বৃদ্ধ দম্পতিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ছেলে ও বৌমা।' অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ঐতিহ্য রক্ষার অঙ্গীকারে রক্তদান

আদিনার চিকা মসজিদ প্রাঙ্গণে চলছে রক্তদান। - সংবাদচিত্র

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনে তরুণদের রক্ত দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে রক্তদানের মাধ্যমে মালদা সহ বৃহত্তর গৌড়বঙ্গের ঐতিহ্যকে বাঁচানোর অঙ্গীকার নিল ইংরেজবাজারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিবেকবাহিনী। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অধিকর্তার অনুমতিক্রমে গৌড়ের চিকা মসজিদ প্রাঙ্গণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এই রক্তদানের মঞ্চ হিসাবে। প্রায় ২৫জন রক্তদাতার পাশাপাশি এই জেলায় ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং চর্চা করা ১২জন মানুষকে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয়। গম্ভীরা, লুপ্তপ্রায় খোট্টা এবং শেরশাবাদিয়া ভাষা, মৈথিল ও কিষান জনজাতির সংস্কৃতির পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা পান মালদার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি মহদিপুরের মনোহরা এবং মানিকচকের কলাইডালের জিলিপির মিষ্টান্নশিল্পীরাও। আটের দশকে আকাশবাণী শিলিগুড়িতে গেয়ে আসা প্রবীণ সংগীতশিল্পী খুশি পালের হাতে চিকিৎসার জন্য অর্থমূল্য তুলে দেন সংস্থার সভাপতি ডাক্তার মোস্তাক আহমেদ। রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অমূল্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এই অনুষ্ঠানে উৎসাহীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সংস্থার কর্ণধার ভাস্কর ঘোষ বলেন, '১২ তারিখ এবং ১২জনকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই বছরই প্রথম গৃহীত হল। রক্তদান ও অন্যান্য নানা নিয়মিত কর্মসূচির পাশাপাশি বিবেকবাহিনী জেলার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এখন থেকে নিরলস কাজ করবে।'

দিশম সরহায় পরব শেষ

রঙিন আলপনা ফুটে উঠেছে আদিবাসী বাড়ির দেওয়ালে। - সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৪ জানুয়ারি : ধর্মীয় পরম্পরা মেনে ছয়দিন ধরে চলা নানা পর্বের মধ্যে দিয়ে আজ শেষ হল আদিবাসীদের দিশম সরহায় বা স্বাগুন সরহায় পরব। আদিবাসী সমাজের নাইকি বাবা বুধন হেমরম জানান, 'উম-মাহা বা পবিত্র স্নানের দিন দিয়ে এই পরব শুরু হয়েছিল। এরপর বঙ্গা-মাহা, খুন্টাউ-মাহা, জালি-মাহা, হাকুকাটকম (অনেকেই পালন করেন) এবং আজ মকর সংক্রান্তির দিনে সাকরাত বা শিকার পর্বের মধ্যে দিয়ে শেষ হল দিশম সরহায়।'

বুধন হেমরম আরও বলেন, 'শিকার-পর্ব শেষে ছেলেরা যখন বাড়িতে ফিরবে তখন তেলপিঠে অবশ্যই চাই। গত এক সপ্তাহ ধরে চলা এই পরব আদিবাসী সমাজের অভ্যন্তরে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে।'

আদিবাসী সমাজ সংস্কারক শুকলাল হেমরমের কথায়, 'এই সময় প্রতিটি আদিবাসী পরিবার চকচকে হয়ে ওঠে। অনেকে দেওয়ালজুড়ে মাটির কাজ করেন কেউ আবার রংতুলি দিয়ে নানারকমের নকশাচিত্র ফুটিয়ে তোলেন। পাশাপাশি আদিবাসী নৃত্য উপস্থাপনে অংশগ্রহণ করেন সকলে।'

জলঙ্গিতে উত্তেজনা

প্রথম পাতার পর

ওই এলাকায় নিজেদের জমিতে ইতিমধ্যেই বিজিবি একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করেছে বলেও জানা গিয়েছে।

সরকারপাড়ায় ভারতীয় সীমান্তে উত্তেজনার খবর ছড়াতেই এলাকায় পৌঁছে যায় বিএসএফ-এর বেশ কয়েকজন জওয়ান এবং আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই বিএসএফ-বিজিবি'র মধ্যে দীর্ঘ বৈঠক হয়। এরপর বাংলাদেশের লোকজন নিজেদের গ্রামের দিকে চলে যায়। সীমান্তে চাষের কাজে ব্যস্ত এক কৃষক বলেন, 'আজ সকালে বাংলাদেশের নাগরিকরা এসে আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকে। তাদের দাবি জিরো পয়েন্ট থেকে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে যে জমি রয়েছে তা বাংলাদেশের। সেখানে এদেশের কৃষকদের তারা চাষ করতে দেবেন না। বিএসএফ দুই দেশের সীমানা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর জন্য উদ্যোগী হতেই বাংলাদেশিদের তরফে এই ধরনের প্ররোচনামূলক কাজ শুরু হয়েছে।'

যদিও চাষিরা জানিয়েছেন, বিএসএফ সময়মতো ঘটনাস্থলে চলে আসায় এবং গোটা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করায় বাংলাদেশিরা নিজেদের ভূখণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তবে আগামীকাল থেকে কী হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন সীমান্ত এলাকার চাষিরা।

স্যালাইন

প্রথম পাতার পর

করে দিল। এতদিন সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের জন্য ওই সংস্থারই শুধু স্যালাইন, ইনজেকশন কিনত। ফলে হাসপাতালগুলিতে অন্য কোনও সংস্থার ওই সমস্ত পণ্য থাকে না। এই সংস্থার তৈরি রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইন ব্যবহারে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক রোগীর মৃত্যুতে ওই সংস্থার অন্য পণ্য নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী থেকে রোগীর পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছিল। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে স্বাস্থ্য ভবন থেকে প্রতিটি জেলায় এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে নির্দেশিকা পাঠিয়ে মজুত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে বলা হয়। সেইমতো জেলায় জেলায় নমুনা সংগ্রহের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল।

দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'আমরা আগেই বুঝেছিলাম যে, এমন নির্দেশ আসতে পারে। তাই কিছুটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। শীতকাল বলে স্যালাইনের প্রয়োজনও এখন কম। মার্চ, এপ্রিল মাস হলে এই নির্দেশ এলে খুব সমস্যা হত। সেই সময় রোগ বাড়তে থাকে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর প্রশান্ত বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত স্যালাইন, ইনজেকশনের মজুত আলাদা করে নির্দিষ্ট ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে নির্দেশিকা পাঠান। হাসপাতালের প্রয়োজনে অন্য সংস্থার পণ্য ব্যবহারের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে রাতেই সব মেডিকেল এবং সমস্ত হাসপাতালে মজুত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত স্যালাইন আলাদা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিষিদ্ধ তালিকার ১৪টি ওষুধ ও ইনজেকশন কোচবিহার জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মজুত রয়েছে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের কথায়, 'নির্দেশমতো ওই সংস্থার সমস্ত স্যালাইন, ইনজেকশন সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। প্রয়োজনমতো বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' আলিপুরদুয়ার জেলাতেও এই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার হত। তবে কয়েক মাস আগে ফালাকাটায় এক প্রসূতির মৃত্যুর পর জেলার সব হাসপাতালে ওই স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি মেডিকেলের সুপার কল্যাণ খান বলেছেন, 'আমরা এই সংস্থার আরএল স্যালাইনের ব্যবহার আগেই বন্ধ করেছি। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশের পরে বাকি স্যালাইনগুলিও বন্ধ করতে বলে দেওয়া হয়েছে। কোথাও যাতে ওই স্যালাইন ব্যবহার না হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছি।'

ওষুধ অমিল

প্রথম পাতার পর

চোখের সমস্যা সহ একাধিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের ভিড় বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় হাজার থেকে বারোশো রোগী ওই ধরনের সমস্যা নিয়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসককে দেখাতে আসছেন।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের এক ফার্মাসিস্ট জানান, সমস্যার কথা মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে, মেডিকেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, প্রয়োজন অনুসারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কলকাতা থেকে সরাসরি মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন ওষুধ সরবরাহ করে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে একাধিক রোগের ওষুধ মিলছে না বলে দাবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফার্মাসিস্টদের।

আত্রেয়ী খাঁড়িতে বেদখল সরকারি জায়গা

প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : প্রশাসনের নজরদারির মধ্যেই সরকারি জায়গা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী নদী সংলগ্ন জোড়া ব্রিজ এলাকার সরকারি জায়গা আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে। এদিকে, বিষয়টি নজরে আসতে জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেতেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। এই জমি দখলের পেছনে কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট শহরের আন্দোলন সেতু বা জোড়া ব্রিজের দুইপাশে বেশ কিছু দোকান আগে থেকেই রয়েছে। আবার ওই এলাকায় নতুন করে দোকান গজিয়ে উঠছে। এই আন্দোলন সেতুর মাঝ বরাবর গিয়েছে খাঁড়ি। এবার সেই খাঁড়ির অংশগুলি দখলের চেষ্টা চলছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সেই সরকারি জায়গা দখল করে দোকান করছেন। এমন অভিযোগ পেতে সেচ দপ্তরের তরফে ওই এলাকায় আধিকারিকরা গিয়েছিলেন। তাঁরা সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি ওই জায়গায় মাপজোখের জন্য ভূমি দপ্তরের সাহায্যও নিতে চলেছে সেচ দপ্তর। তবে ওই জায়গা যে সরকারি জমি, তা একেবারেই নিশ্চিত সরকারি আধিকারিকরা।

আত্রেয়ী খাঁড়িতে নতুন করে গজিয়ে ওঠা দোকান। - সংবাদচিত্র

> আমিও এখনও অভিযোগের চিঠি হাতে পাইনি। তবে ওই জায়গাগুলি সেচ দপ্তরের অধীনে রয়েছে। অভিযোগ পেলে পুর আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগকেও জানাব।
>
> **অশোককুমার মিত্র**
> চেয়ারম্যান, বালুরঘাট

ওই এলাকায় সরকারি জায়গা যেভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে তা দেখে রীতিমতো ক্ষিপ্ত শহরের বিশিষ্ট সচেতন নাগরিকরা। এনিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেছেন। চিঠির মাধ্যমে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি জমি খালি করা হয়। এনিয়ে শহরজুড়ে পুরসভা ও প্রশাসনের তরফে বারবার অভিযান চালানো হয়। কিন্তু এরপরেও কীভাবে ওই জমিগুলি অবৈধভাবে দখল হচ্ছে, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাই দ্রুত ওই সরকারি জমি দখলদারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। এর পেছনে কোনও প্রভাবশালী লোক রয়েছে বলেই দাবি তাদের। সরকারি জায়গা টাকার বিনিময়েই অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে।

সেচ দপ্তরের বালুরঘাট ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কুর মিশ্রের বক্তব্য, 'এনিয়ে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার কথায়, 'এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে সবটা খতিয়ে দেখা হবে।'

বইমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সেলফি। মঙ্গলবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ		
এ পজিটিভ	-	৫
এ নেগেটিভ	-	৫
বি পজিটিভ	-	১৫
বি নেগেটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	৮
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২৮
ও নেগেটিভ	-	৩
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)		
রায়গঞ্জ মেডিকেল		
এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
বালুরঘাট হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১৭
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২৮
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৮
ও নেগেটিভ	-	০

ফলাফল প্রকাশ

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে চলছিল অচলাবস্থা। শিক্ষাকর্মীদের বিক্ষোভের জেরে ক্লাস নিতে পারছিলেন না শিক্ষকেরা। অবশেষে ৪ মাস পর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি প্রোগ্রাম কোর্সের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ফলাফল প্রকাশিত হল মঙ্গলবার। গত সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা শেষ হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৫০ জন। পাশ করেছে ৩৮৮ জন। বাকি ১৬২ জন অকৃতকার্য হয়েছে। পাশের হার ৭০ শতাংশ।

কম্বল বিলি

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : গত কয়েকদিন ধরে শীতের প্রভাব চলছে। এই অবস্থায় প্রচুর ভবঘুরে রাস্তায় থাকেন। তারা কষ্ট পাচ্ছে নজরে আসতেই বালুরঘাটের ব্যবসায়ী সার্বিক চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও বঙ্গরত্ন প্রাপক তাপস চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বালুরঘাট সহ সংলগ্ন এলাকার দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হল। গত কয়েকদিনে প্রায় ২০০ বেশি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে সাফল্য মালদার দুই মহিলার

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : কর্নাটকে সদ্য অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে একাধিক সাফল্য মালদার তনুশ্রী ও সুপ্রিয়ার। ৪০ বছর উর্ধ্বে বিভাগের তনুশ্রী লালা ৫ কিমি হাঁটায় প্রথম ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সাফল্যে খুশি তনুশ্রী জানান, 'এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম। এর আগেও বিভিন্ন ইভেন্টসে অংশ নিয়েছি। দক্ষিণ এশিয়া পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ এক বিরাট প্রাপ্তি।'

অন্যদিকে, সুপ্রিয়া দাস ১০,০০০ মিটার, ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এছাড়া ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় এবং ৫,০০০ মিটার হাঁটায় তাঁর স্থান দ্বিতীয়। সুপ্রিয়া দাস বলেন, 'এটা আমার জীবনের অন্যতম অভিজ্ঞতা। কিছুদিন আগে রাজ্যস্তরে ৪৫ বছর উর্ধ্বের গ্রুপে দুটো বিভাগে প্রথম হয়েছি। জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক কিছু শিখলাম। প্রত্যেকটা জয় নতুন কিছু শেখায়।'

এবারের দক্ষিণ এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিকে মালদার প্রতিনিধিদের সাফল্য অত্যন্ত গর্বের। তাঁদের সাফল্যে খুশি ক্রীড়াপ্রেমীরা।

সুপ্রিয়া দাস (বামে), তনুশ্রী লালা (ডানে)। - সংবাদচিত্র

জঞ্জাল কর নিয়ে ক্ষোভ, প্রতিবাদ সভা সিপিএমের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : জঞ্জাল কর সহ ইংরেজবাজার পুরসভার পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার ধর্না, অবস্থান ও প্রতিবাদ সভা করল সিপিএম। শহর এরিয়া কমিটির ডাকে সোমবার বিকেল ৫টা থেকে শুরু হয় এই প্রতিবাদ সভা। চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা কৌশিক মিশ্র, প্রাক্তন কাউন্সিলার দুলালনন্দন চাকি, বিশ্বপ্রিয় বিশ্বাস, মিন্টু চৌধুরী, অনুপম গুন, শুভজিৎ মিত্র সহ অন্যরা।

পুরসভার বিরুদ্ধে দলের প্রধান ইস্যু ছিল জঞ্জাল কর। গত ডিসেম্বর থেকে ইংরেজবাজার পুরসভা বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য কর বসায়। জঞ্জাল করের ক্ষেত্রে পুরসভা বাড়ি প্রতি ১টাকা, বড় হোটেল, রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে দৈনিক ৫০ টাকা এবং ছোট হোটেল রেস্টুরেন্টের ৩০ টাকা, সাধারণ রেস্টুরেন্টের ২৫ টাকা, দোকানের ক্ষেত্রে ১.৫০ টাকা এবং প্রাইভেট নার্সিংহোমের চার্জ দৈনিক ১০০ টাকা ধার্য করে। শহরবাসীর তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত জঞ্জাল কর নিয়ে সেভাবে প্রতিবাদ না হলেও জেলার বণিকসভা জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ব্যবসায়ী জঞ্জাল কর দেবে না। কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নামল সিপিএম ।

সিপিএম নেতা কৌশিক মিশ্র বলেন, 'ইংরেজবাজার পুরসভা পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। শহরের নিকাশিনালার বেহাল অবস্থা। যেখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ, শহরজুড়ে গবাদিপশুর বিচরণে অতিষ্ঠ শহরবাসী। এবার মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো রান্না ঘরেও কর বসিয়েছে পুরসভা।' ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'জঞ্জাল সাফাই পুরপরিষেবার একটা অংশ। পুরসভার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তার জন্য মানুষকে কেন টাকা দিতে হবে।? অবিলম্বে জঞ্জাল কর প্রত্যাহার না করা হলে আমরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ১৪ জানুয়ারি : এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল গঙ্গারামপুর থানার কাঁটাবন গ্রামে। মৃতের নাম নিতাই মণ্ডল (৩৫)। বাসিন্দা নিতাই মণ্ডল পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। গত একমাস আগে সে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছে। পরিবারের দাবি, বাড়ি ফেরার পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। সোমবার বিকেলে বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় গ্রামের বাসিন্দারা। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

রক্তদানে উৎসাহ বাড়াতে

মালদা ও বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : বইমেলায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের রক্তদানে উৎসাহ সারা ফেলেছে। বইমেলার সলিল চৌধুরী মঞ্চে ২৭১ জন সরকারি কর্মচারী রক্তদান করেন। বইমেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বইমেলা কমিটির কর্ণধার প্রসেনজিৎ দাস ও কর্মচারী সংগঠনের জেলা সভাপতি চিরঞ্জীব মিশ্র প্রমুখ।

এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার বালুরঘাট সবলা মেলায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। জেলায় রক্তসংকট দূর করতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সড়কে পিচের প্রলেপ

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহিনগর এলাকায় কয়েকশো মিটার জাতীয় সড়ক। অবশেষে সেটি সারাই করতে শুরু করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। দুপাশ পরিষ্কার করে গর্তে দেওয়া হবে পাথর। সেই কাজ শেষ হলেই দেওয়া হবে নতুন পিচের প্রলেপ। দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ রাস্তার জন্য পথ দুর্ঘটনা ঘটত। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়ে আসছিল যাতে জাতীয় সড়কের ওই সামান্য অংশটুকু দ্রুত সারাই করা হয়। অবশেষের তার কাজ শুরু হল।

বইমেলার দিনরাতের গল্প

শুভেন্দু পাল

শীত মানে কমলালেবু, শীত মানে সোয়েটার, শীত মানে তো তুমিও, বইমেলা! কিশোর বয়স থেকে এটাই তো জেনে ও মেনে এসেছি। কমলালেবু সেই তেমনই আছে, সামান্যই বদলেছে সোয়েটার, একটু বেশিই কি বদলে গেছি আমি আর তুমি, বইমেলা! আজ যখন ছত্রিশ বছর বয়স তোমার, আবার আমার শহরে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি, এক দেখায় ঠিক চিনতে পেরেছি তোমাকে! দুজনেই সমান বদলেছি তবে!

মালদায় এখনও শীত তেমন গায়ে লাগছে না। তবে তুমি এসেছ বলে কথা। তাই সোয়েটার পরে দেখা করতে এসেছি তোমার সঙ্গে।বইটই দেখার আগে আমি একটা ঝাক্কাস সেলফি জোন খুঁজছি। আমি চাইছি এক কৌটো গরম পপকর্ন। আমি জমিয়ে দুটো গান শুনতে চাইছি।তারপর চাইছি উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিক ঘুরে বেড়াতে। এ মাঠে একটুও ধুলো নেই। পর্যাপ্ত আলো আছে।মঞ্চে বিশিষ্টজন বলছেন- এই বইমেলায় বই বিক্রি প্রচুর, গর্ব করার মতো। শুনে কি শিহরণ জাগছে তোমার দেহে ও মনে!মোবাইল ফেলে এত এত বই পড়ছে আমার জেলা! তবে যে নিন্দুক এখন বলে -বইকে গিলে ফেলেছে মুখবই! বই বলতে খুদেরা বোঝে কেবল স্কুলের বই!

বেশি বই বই করলে আমার আবার খিদে পায়। আমার একার নাকি? সে তো অনেকেরই পায়। তাই দু চারটা স্টল ঘুরেই আমি চপ আর ভুট্টার খই খুঁজি। কফি খুঁজি।লিটল ম্যাগ খুঁজি না।জেলায় বসবাসকারী লেখকদের দেখলে উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি।অনেকেরই নতুন বেরিয়েছে।যদি নিতে হয়!ওদিকে বিকেলের ব্যালকনি'তে নতুন আলো জ্বলে ওঠে।কারা যেন অনর্গল কথা বলে যায়।কথা শুনতে ভালো লাগে না আমার। বরং নাচ, গান হলে বেশ হয়। বেশ দুলে দুলে বই দেখা যায়।বই তো এভাবেই উৎসব হয়।আমি পাঠক থেকে দর্শক হয়েছি।তুমিও মেলা থেকে উৎসব হও।

এই মাঝবয়সে এসে আমি বুঝতে পারছি, এখন তুমিও কষ্ট পাচ্ছ আমার কথায়। আসলে আমি তো বলছি না সেই ছেলেটার কথা, যার একটা নতুন লেখা গদ্য প্রথম ছাপা হয়েছে গ্রন্থনায়। সেই মেয়েটা যে প্রথমবার নীচু গলায় নিজের লেখা কবিতা শোনাল কবিমঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। সেই তরুণের কথা যে কলেজের বান্ধবীকে সদ্য কিনে দিয়েছে 'একুশে পা' আর এক তরুণ প্রকাশকের পাশে দাঁড়ানো তরুণতম লেখকের সেই উজ্জ্বল চাহনি, এইসব চোরাস্রোত, যা তুমি ঠিক চিনে ফেলেছ, দু হাজার পঁচিশের বইমেলা।

(লেখক - কবি, মালদা)

বাইকের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

বাইকের দাপট রুখতে অভিযান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : শহরে হেলমেটহীন বাইকবাহিনীর দাপট রুখতে কয়েক বছর আগে পেট্রোল পাম্পগুলি নিয়েছিল 'হেলমেট নেই, তেল নেই' নীতি (নো হেলমেট, নো ফুয়েল)। সেটা ঠিকঠাক কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য পুলিশ অভিযান চালাত। সেই নীতি মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে। হেলমেট ছাড়াই বাইকচালকেরা পাম্পে ঢুকে তেল ভরছেন। বেপরোয়া গাড়ি, হেলমেটহীন বাইকবাজদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ । শহরের শিলিগুড়ি মোড় সহ ব্যস্ত জায়গায় বাইকচালকদের দাঁড় করিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যাচাই করছে। বেপরোয়া চালকদের ধরে ধরে জরিমানা করছে। এক সপ্তাহে ইতিমধ্যে ৩৫০ জনকে জরিমানা করেছে পুলিশ।

এরকম এক বেপরোয়া বাইকচালকের কবলে পড়েছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার। দুর্ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরে। কোনওরকমে তিনি প্রাণে বাঁচেন। বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পেট্রোল পাম্পগুলিতে কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছেন 'প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চ'-এর সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব। বলেন, 'কম বয়েসের ছেলেরা হেলমেট না পরেই বাইক চালাচ্ছে। ফলে যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটছে।'

> শিলিগুড়ি মোড় সহ বিভিন্ন ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক গার্ড অভিযান চালিয়ে এক সপ্তাহে ৩৫০ জন বাইকচালককে জরিমানা করেছে। কিছু ক্ষেত্রে বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নজর রয়েছে সিসিটিভিতে।
>
> **কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়**
> অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার

এক পাম্পকর্মী সুনিল বর্মন বলেন, 'আমরা হেলমেট ছাড়া তেল দিতে চাই না। না দিলে অনেকে মেজাজ দেখায়। তাই বাধ্য হয়ে তেল দিতে হয়।'

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিধায়কের

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান, শিক্ষাকর্মীর সাসপেনশন সহ যাবতীয় বিষয়ে মঙ্গলবার নবান্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী তপন নাগ, শিক্ষাকর্মী সুবীর চক্রবর্তী, বিদ্যাচক্র স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালা।

এদিন শিক্ষামন্ত্রীকে প্রমাণ সহ দেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তৃণমূল সংগঠন করলেও উপাচার্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে সাসপেনশন বহাল রাখার পক্ষে রয়েছেন। বিধায়ক বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয় তুলে ধরা হয়। আশা করা যায়, আগামী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নতুন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন। সাসপেনশন সহ যেসব সমস্যা রয়েছে মিটে যাবে। এরপরেই শিক্ষামন্ত্রী আসবেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট উইক

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : অবশেষে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট উইক পালন শুরু হল। আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে স্টুডেন্ট উইক পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যদিও এদিনও অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য দীপককুমার রায়কে দেখা গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি সভাকক্ষে রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ডিন অনিরুদ্ধ দাস, প্রাক্তন ডিন প্রশান্ত মাহালা সহ অন্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার জানান, 'জেলা শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশ মোতাবেক আজ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট উইক পালন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পড়ুয়ারা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। টানা ৯ দিন বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

মহাযজ্ঞ

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : বালুরঘাটের তহবাজার এলাকার জনশক্তি সংঘের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হল মঙ্গলবার। বিগত ৬৮ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চলছে। এদিন সকালে সেই উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়।

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 16690/14, Dt- 22/09/2014 আমার নাম, আমার স্বামীর নাম ও ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/01/2025 এ J.M দ্বিতীয় কোর্ট চাঁচলে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Bilkis Khatun Begam থেকে Bilkish Khatun ও স্বামীর নাম Humayun Sk. থেকে Humayun Saikh ও ছেলের নাম Bisal Sk Raj থেকে Babor Junaeid Sarkar করা হল যাহারা যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114004)

আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 2085, Dt- 24/02/2011 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/01/2025 এ J.M দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার মেয়ের নাম Munmun Sarkar @ Nupur Sarkar থেকে Nupur Sarkar করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114005)

চারাগাছ বিক্রিতে আয়ের দিশা সবলা মেলায়

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : হাতে বানানো শিল্পকর্ম ও খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ বিক্রি করেও স্বনির্ভর হচ্ছেন জেলার প্রচুর মানুষ। এমনকি মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও এই চারাগাছ বিক্রি করে আয়ের পথ দেখছেন। মঙ্গলবার বালুরঘাটে সবলা মেলার শেষদিনে এই চারাগাছ বিক্রির দোকানের সামনে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, লেবু, পেয়ারা সহ একাধিক ফলের যেমন চারা রয়েছে। ঠিক তেমনি চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা সহ বিভিন্ন ফুলের চারাগাছ নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পুরুষ ও মহিলারা। এই মেলায় জেলার মহিলাদের হাতে বানানো একাধিক শিল্পও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মাটির প্রদীপ, বেত ও বাঁশনির্মিত সরঞ্জাম। তাদের হাতে বানানো ঝাঁটা, পাপোশ ও শৌখিন আসবাবপত্র রয়েছে মেলায়। কুশমণ্ডির বিখ্যাত মুখা শিল্প বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে সবলা মেলায়।

সবলা মেলায় চারাগাছের বিকিকিনি। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

জায়গা পেয়েছে

মহিলাদের হাতে বানানো মাটির প্রদীপ, বেত ও বাঁশনির্মিত সরঞ্জাম, ঝাঁটা, পাপোশ ও শৌখিন আসবাবপত্রও

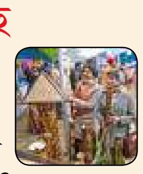

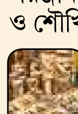

বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে কুশমণ্ডির বিখ্যাত মুখা শিল্প

সবলা মেলায় চারাগাছ ক্রেতা সুমিতা সরকার জানান, 'মরশুমি ফুলের প্রতি টান রয়েছে। বাড়ির সামনে ও ছাদ বাগানে টবে ফুল চাষ করি। ২০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত দামের বিভিন্ন চারাগাছ রয়েছে এখানে।'

কার্তিক-জাহ্নবী জুটি বাঁধছেন

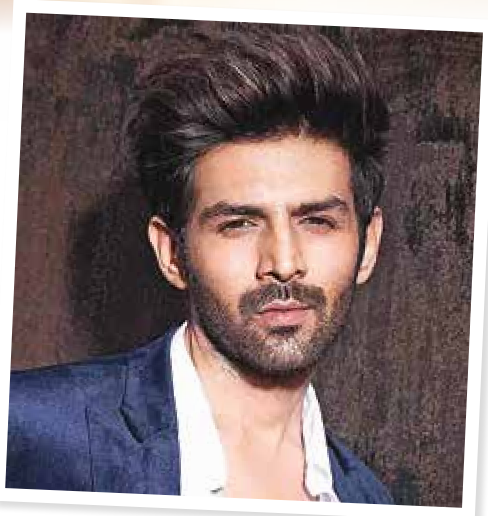

এই দুই তারকাকে পাপারাৎজিরা তাঁদের লেন্সে ধরলেন। একসঙ্গে নয়, আলাদাই। জাহ্নবী কালো পোশাকে, কার্তিক ক্যাজুয়ালে ছিলেন। তাঁরা যে দুটো ছবির জন্য জুটি বাঁধছেন, এ খবর নিয়ে জল্পনা চলছে। গত ডিসেম্বরে ধর্মা প্রোডাকশনের ঘোষণা ছিল তাদের তু নেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি ছবিতে কার্তিক-জাহ্নবী জুটিকে দেখা যাবে। এই রোমান্টিক কমেডি মুক্তি পাবে ২০২৬-এ। এবার আরও একটি ছবিতে এই জুটিকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। বহু প্রতীক্ষিত দোস্তানা ২ নিয়েই কথা হচ্ছে। সেই ২০০১-এ ধর্মা প্রোডাকশন জানিয়েছিল, পেশাগত কিছু সমস্যার জন্য আমরা দোস্তানা ২ নিয়ে কাজ আপাতত করছি না, এ নিয়ে কোনও কথাও বলছি না। ছবির অভিনেতাদের বদল হবে, নতুন অভিনেতাদের নিয়ে আবার ছবি হবে। পরিচালক লরেন্স ডি কুনহা।

পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। এরপর জানা যায় কর্তিক ও করণের মধ্যে বিবাদের কথা, যে কারণে ছবি থেকে কার্তিককে বাদ দেওয়া হয়। দুজনের মধ্যে কথাও ছিল না। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কার্তিক বরাবরই এড়িয়ে গিয়েছেন।

দক্ষিণী ছবিতে কারচুপি হয় : রামগোপাল

দক্ষিণী তারকা রামচরণের ছবির বাজার নিয়ে বেজায় খেপেছেন রামগোপাল। মুক্তির প্রথমদিনেই বক্স অফিস ছক্কা হাঁকিয়েছিল রামচরণ অভিনীত 'গেম চেঞ্জার'। মুক্তির প্রথমদিনে দেশীয় বক্স অফিসে এই ছবির আয় ছিল ৫১ কোটি টাকা। এদিকে দ্বিতীয় দিনে ছবির আয় হঠাৎ করেই ৫৭.৬৫ শতাংশ পড়ে যায়, ২য় দিনে ছবির আয় হয় মাত্র ২১.৬ কোটি টাকা। তৃতীয় দিনে আয় কমে হয় ১৫.৯ কোটি টাকা। ৪র্থ দিনে আয় আরও কমে দাঁড়ায় ৮. ৫ কোটিতে।

এদিকে 'গেমচেঞ্জার'-এর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই এই ছবির আয় নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন পরিচালক রামগোপাল বর্মা। রামগোপালের দাবি, 'গেমচেঞ্জার'-এর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা পুরোটাই 'ভুয়ো'। তাঁর কথায়, যে ছবির বাণিজ্যিক রিপোর্টে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে তা বেশ সন্দেহজনক। কারণ, প্রযোজকদের দাবি আর কালেকশন নিয়ে বের হওয়া রিপোর্টে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

রামগোপাল বর্মা লিখেছেন, 'গেম চেঞ্জার ছবির পিছনে থাকা লোকেরা এটা প্রমাণ করতে সফল যে দক্ষিণ জালিয়াতি ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্দান্ত।'

রামগোপাল অবশ্য এই মিথ্যাচারের অভিযোগের ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার প্রযোজক দিল রাজুকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কারণ তিনি লেখেন, 'আমি জানি না এই অবিশ্বাস্য, নির্বোধ মিথ্যাচারের পিছনে আসলে কে রয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত, এটা কখনওই প্রযোজক দিল রাজু-র কাজ নয়, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী মানুষ, উনি কখনওই জালিয়াতি করবেন না।

ঘুড়ি ওড়ালেন অক্ষয়-পরেশ

ভূত বাংলা-র শুটিং চলছে। প্রধান ভূমিকায় অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়াল। শুটিংয়ের ফাঁকেই মকর সংক্রান্তির শুভদিন উদযাপন করলেন দুই অভিনেতা ঘুড়ি উড়িয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ, শুটিংয়ের অবসর, বেশ খানিকটা সময় তাঁরা ঘুড়ির মতোই উড়লেন। অক্ষয় ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, পরেশের হাতে লাটাই। দারুণ এক বন্ধুত্বের মুহূর্তও বটে। ইন্সটায় এই ছবি শেয়ার করে ক্যাপশন লিখেছেন অক্ষয়, 'ভূত বাংলা-র সেটে মকরসংক্রান্তি উদযাপন করছি ঝলমলে উদ্দীপনায়, সঙ্গে বন্ধু পরেশ রাওয়াল। এখন ঘুড়ির মতোই হাসি, সদিচ্ছা সবকিছুই আকাশে উড়ছে। একইসঙ্গে পোঙ্গল, উত্তরায়ণ ও বিহু-র শুভেচ্ছা জানাই।'

ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন। ভূত বাংলা-র বিষয় একটি ভূতুড়ে বাড়ির মধ্যে থাকা হাসি আর থ্রিল। অক্ষয় তাঁর আসাধারণ কমিক টাইমিং নিয়ে আবার আসছেন। আশা করা যায়, তাঁর ম্যাজিক চার্ম আবার ফিরিয়ে আনবেন এই চরিত্রে। প্রিয়দর্শনও আবার তাঁর সেই সতেজ পরিচালনার ছোঁয়া আনবেন ছবিতে, এমনটাই আশা। এখন জয়পুরে শুটিং চলছে, সেখানকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশন ছবিতে ব্যবহার করা হবে। এখানেই অক্ষয় কুমার স্ত্রী টুইঙ্কল, পুত্র আরব ও কন্যা নিতারা-র সঙ্গে নতুন বছর উদযপন করেছেন ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময় বার করে। ভূত বাংলা মুক্তি পাবে আগামী ২ এপ্রিল।

একনজরে সেরা ৫

ভূত বাংলোতে যিশু

জানা গিয়েছে তাব্বু আছেন প্রিয়দর্শনের এই ছবিতে। নায়ক অক্ষয় কুমার। তাঁর পোস্ট থেকেই জানা গিয়েছে, ছবিতে আছেন যিশু সেনগুপ্তও। এখন তিনি হিন্দি, বাংলা, ও দক্ষিণী ছবির নিয়মিত মুখ। পারিবারিক গোলমালকে সরিয়ে তাঁর চোখ অভিনয়েই। ভূত বাংলার শুটিং হবে কেরল, শ্রীলঙ্কা, গুজরাটে। ছবির বিষয় ভূতুড়ে বাংলোতে হাসি এবং ভয়।

চুম্বনে রাজি, তাই...

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি কিলবিল সোসাইটির নায়িকা হলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিল মিমি। কিন্তু পর্দায় চুম্বনে প্রথমে আপত্তি করেন তিনি, পরে সময় পেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেন, তাই কৌশানীর নির্বাচন। নায়ক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ছবির নায়িকা কোয়েল মল্লিক দ্বিতীয় ছবিতে নেই। শুটিং ফেব্রুয়ারি থেকে।

শহিদের বাড়ি বীর

স্কাইফোর্স-এর অভিনেতা বীর পাহাড়িয়া। বেঙ্গালুরুতে মহাবীর চক্র প্রাপক স্কোয়াড্রন লিডার আজ্জামদ বি দেবাইয়ার ৯০ বছর বয়সী স্ত্রী সুন্দরী ও দুই মেয়ে স্মিতা ও পৃথার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দেবাইয়ার আদলে তৈরি হয়েছে তাঁর চরিত্র ট্যাবি। ইন্সটায় বীর লিখেছেন, তাঁর পরিবার বীরের উপাখ্যান শুনে মাথা নত করেছে।

তুলনায় রাশা

রবিনা ট্যান্ডন-কন্যা রাশা আজাদ ছবিতে ডেবিউ করছেন। তাঁর সঙ্গে জাহ্নবী কাপুর, সুহানা খানদের তুলনা হওয়ায় তিনি বলেছেন, 'ওঁরা আমার থেকে অভিজ্ঞ, ওঁদের কাছ থেকে আমার শেখার আছে। তুলনা করা ঠিক নয়।' আজাদ-এ অজয় দেবগণের ভাইপো আমন দেবগণও ডেবিউ করছেন। অজয়ও আছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।

সোনুর গান সলমনকে

দাবাং-এ চুলবুল পাণ্ডের চরিত্রটি সোনু সুদকে প্রথমে দেওয়া হয়। পরে সলমন ও আরবাজ খানের পছন্দ হলে চুলবুল হন সলমন। ভিলেন হতে বলা হয় সোনুকে।
প্রথমে গররাজি হলেও সোনু বলেন, আইটেম সং থাকলে করবেন। গান-- মুন্নি বদনাম হুই। এই আবদারেও সলমন সম্মতি জানান। এক সাক্ষাৎকারে সোনু সম্প্রতি এ কথা বলেছেন।

গুরুতর সংকটে বাংলা অভিনেত্রী বাসন্তী

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ফের গুরুতর অসুস্থ। মাসখানেক আগেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। তাঁর অসুস্থতার কথা জানিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়।

ভাস্বর মঙ্গলবার সকালে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, 'আবার অসুস্থ, কাজ করতে পারছেন না। তার মধ্যে বাড়িতে পড়ে গিয়ে পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। নিদারুণ কষ্টে দিন কাটছে তাঁর।'

এমনকী, সরকারের সাহায্য ও সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন ভাস্বর। পোস্টে লিখেছেন, 'প্রতিবারের মত স্নেহাশিস চক্রবর্তীদা আপ্রাণ সাহায্য করছেন। এছাড়া, সবার কাছে আবেদন করছি যদি আপনারা আর্থিক সাহায্য কিছু পাঠান তাহলে ওঁর খুব সুবিধে হয়।' একইসঙ্গে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএসএসসি কোডও ভাগ করে নিয়েছেন ভাস্বর। বর্তমানে 'গীতা এলএলবি' সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে বাসন্তীকে। যদিও অসুস্থতার কারণে নিয়মিত শ্যুটে উপস্থিত থাকতে পারেন না।

জানা যায়, অর্থকষ্টের কারণে এই বৃদ্ধবয়সে এসে কাজ চালিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য বাসন্তীদেবী। বয়স এখন তাঁর ৮৫ বছর।

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগে দাপিয়ে কাজ করেছেন বাসন্তীদেবী। কাজ করেছেন মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার ছবিতেও কাজ করেছেন। 'মঞ্জরী অপেরা', 'ঠগিনী', 'আলো'র মতো ছবিতে

উজ্জ্বল তারা

পুরোনোদের কেউ কেউ নতুন করে নিজেকে চিনিয়েছেন, আবার কেউ কেউ নতুন হলেও জাত চিনিয়েছেন সম্প্রতি।

টোটা রায়চৌধুরী

ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক দিন হল আছেন। তবে গত বছর অন্যভাবে নিজেকে নতুন করে দেখেছেন, দেখিয়েওছেন। কখনও চালচিত্র-তে অপরাধী খোঁজা কণিষ্ক, ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর ছবিতে ফেলুদা, আবার টেক্কা-য় কম অবসরে নিজেকে প্রমাণ করা— গত বছরটা বাস্তবিকই টোটার।

রুক্মিণী মৈত্র

দেব-এর প্রেমিকা ছাড়াও নায়িকা হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন আগেই। গত বছর বুমেরাং-এ ঈশা ও নিশা—দ্বৈত চরিত্রে এসেছেন। একটি চরিত্রে আবার তাঁর মাথায় চুল নেই, নেড়া। তিনি প্রশংসাও পেয়েছেন। এরপর টেক্কা-তে তাঁর কঠিন পুলিশ অফিসার হয়ে ওঠাও দর্শক আনুকূল্য পেয়েছে। বিনোদিনীতেও চমকের পর চমক — বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন তিনি।

কৌশানী মুখোপাধ্যায়

ছবি করেছেন বেশ কিছু, বনি সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা সকলের সামনে থাকে, কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে তেমন জায়গা পাচ্ছিলেন না। বহুরূপী সেই অভাব পূরণ করল। তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন। দর্শকও বুঝেছেন, তিনি পারেন।

হিয়া রায়

ছোট থেকেই অভিনয় করতে চেয়েছেন। তালমার রোমিও জুলিয়েট-এ দারুণ সাহসী হয়ে প্রমাণ করেছেন নিজেকে। ছবিজুড়ে চুম্বন দৃশ্য, কসাইঘরে সঙ্গম— বাংলা ছবির চেনা চিত্রনাট্য নয়। বোঝা যাচ্ছে, এ মেয়ে দৌড়োতেই এসেছে!

অনুজয় চট্টোপাধ্যায়

নাটক দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু। আট বছর হল ইন্ডাস্ট্রিতে। লজ্জা, নিকষ ছায়া ইত্যাদি সিরিজ, তালমার রোমিও জুলিয়েট-এর মতো ছবি —তাঁর জমি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। যার শুরুটা হয়েছিল ২০২৪ থেকেই।

রাহানেদের সঙ্গে অনুশীলনে হিটম্যান

দল না গেলেও রোহিত পাকিস্তানে যাচ্ছেন

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলেনি।

গলার সম্ভাবনা আপাতত নেই। পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। তবে ভারতীয় দল না গেলেও প্রতিবেশী দেশে পা রাখছেন রোহিত শর্মা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ট্রফির সঙ্গে আট দেশের অধিনায়কদের নিয়ে ফোটোশুট রয়েছে। ভারত অধিনায়ক হিসেবে বাকি সাত অধিনায়কের সঙ্গে থাকবেন রোহিতও।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে ভারত। বড়সড়ো পালাবদল না ঘটলে রোহিতই অধিনায়ক থাকছেন। বাকি সাত দেশের অধিনায়কের সঙ্গে যে ফোটোশুটে অংশ নিতে পাকিস্তানে যাবেন। ফোটোশুটের পর অধিনায়কদের সম্মিলিত অফিশিয়াল প্রেস মিটেও অংশ নেবেন। সূত্রের খবর, দল না পাঠালেও রোহিতের পাক-যাত্রায় আপত্তি নেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও।

দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে কখনও ওয়াঘা পারের প্রতিবেশী দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়নি রোহিত শর্মার। অধিনায়কদের ফোটোশুটের সুবাদে হয়তো সেই স্বাদ পেতে চলেছেন হিটম্যান। পাকিস্তান থেকে ফের দুবাই। যেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান সেরেই ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণে নেমে পড়া।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি রোহিতের চোখ কেরিয়ারের শেষপর্ব রঙিন করে রাখায়। গত কয়েকটি সিরিজে রান পাননি। ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে। রোহিতের কেরিয়ার, অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বোর্ডের তরফেও রোহিতকে 'সময়সীমা' বেঁধে দেওয়ার মতো খবরও ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

হারানো ছন্দ ফিরে পেতে এবং টিম ম্যানেজমেন্টের পরামর্শমাফিক ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন। ২০১৫ সালে শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন রোহিত। গত এক দশকে মুম্বইয়ের জার্সিতে দেখা যায়নি। এবার সিদ্ধান্ত বদলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ভাবনাচিন্তা। সেই লক্ষ্যে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে মঙ্গলবার নেমেও পড়েন।

মঙ্গলবার ওয়াংখেড়েতে প্র্যাকটিস ছিল মুম্বই রনজি দলের। সকালের যে অনুশীলনে মুম্বই দলের সঙ্গে হাজির রোহিতও। ওয়াংখেড়ের লাল রঙের মাঝের পিচে রাহানের সঙ্গে লম্বা সময় ব্যাটিং করতেও দেখা যায় ভারত অধিনায়ককে। অফস্টাম্পের বাইরের বলে বাড়তি সতর্কতার পাশাপাশি প্রিয় পুল শট ঝালিয়ে নেন।

সূত্রের খবর, সোমবার মুম্বই রনজি দলের হেডকোচ ওঙ্কার সালভির সঙ্গে কথা বলেন রোহিত। মুম্বইয়ের পরবর্তী রনজি ম্যাচ কবে, তা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি দলের সঙ্গে অনুশীলনের কথা জানান। সেইমাফিক মঙ্গলবার সাতসকালেই ওয়াংখেড়েতে হাজির হিটম্যান। মুম্বইয়ের পরের রনজি ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি এমসিএ-বিকেসি গ্রাউন্ডে। নক আউট পর্বে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে যে ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ রাহানেদের জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো এক দশক পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা যাবে রোহিতকে।

এদিকে, পাঞ্জাবের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন শুভমান গিলও। পঞ্জাবের টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন পরের ম্যাচের জন্য তাঁকে পাওয়া যাবে। ২৩ জানুয়ারি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে পঞ্জাব। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ফ্লপ শোয়ের পর রোহিত-বিরাটের মতো সমালোচনার মুখে পড়া শুভমানও ছন্দ ফিরে পেতে যে ম্যাচকে পাখির চোখ করতে চান।

গতবছরই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার ওপর জোর দিয়েছিল বিসিসিআই। রোহিত, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের মতো তিন ফর্ম্যাটে খেলা সিনিয়ারদের ছাড় দেওয়া হয়। তবে বিগত কয়েকটি সিরিজের ব্যর্থতায় সমীকরণ বদলেছে। রোহিত, শুভমানদের ঘরোয়া ক্রিকেটমুখী হওয়ার নেপথ্যে সেটাই।

বিরাট কোহলি (২০১২ সালে শেষবার দিল্লির হয়ে খেলেছেন) অবশ্য এই ব্যাপারে এখনও কোনও বার্তা দেননি। দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনওরকম যোগাযোগও করেননি। যদিও ডিডিসিএ চাইছে বিরাট কোহলি খেলুক দিল্লির হয়ে। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা বলেছেন, 'বিরাট এবং ঋষভ দুইজনের নাম শেষ দুই ম্যাচের প্রাথমিক দলে আছে। বিরাটের উচিত মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের পথে হাঁটা। মুম্বইয়ের জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলে। আমরাও চাই বিরাট দিল্লির হয়ে খেলুক।'

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর

ভাগ্য নির্ধারণ কোচ গম্ভীরের

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ।

অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ খোয়ানো। রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়দের হাতে তৈরি ভারতীয় ক্রিকেটের 'মধুচন্দ্রিমা'-য় ইতি গৌতম গম্ভীর জমানায়। যার জেরে রক্তক্ষরণ টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গে কাঠগড়ায় হেডকোচ গম্ভীরও।

সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করছে গম্ভীরের ভাগ্য। সাফল্য এলে ভালো, নইলে তাঁকে নিয়ে মূল্যায়নে বসবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও কাঁচি চলতে পারে গম্ভীরের ওপর।

ইতিমধ্যেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনায় বসেছে বিসিসিআই। যেখানে রোহিত-গম্ভীরদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, পারফরমেন্স না থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষকর্তা জানান, খেলাধুলোয় ফলাফল মূল কথা। তা যদি না আসে, কড়া পদক্ষেপ আবশ্যিক।

দ্রাবিড় জমানায় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর গত জুলাইয়ে গম্ভীরের আগমন। যদিও গত কয়েক মাসে সাফল্যের চূড়া থেকে তলানিতে টিম ইন্ডিয়া। ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে হার। ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খোয়ানো। এক দশক পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিও হাতছাড়া।

সাজঘরের পরিবেশও প্রশ্নের মুখে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের হঠাৎ অবসর যা প্রকাশ্যে এনে দেয়। সিরিজের প্রথম টেস্টেই অভিজ্ঞ অশ্বীনকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো অনেকে ভালোভাবে নেননি। অভিযোগ, দলের মধ্যে তারকা-সংস্কৃতি ভেঙে ইয়াং ব্রিগেডকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করছেন কোচ। পরিবেশ গুলিয়ে দিচ্ছেন।

অতীতে ভারত বা দিল্লির অধিনায়ক থাকাকালীন একই কাজ করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হিসেবেও একই পথে গম্ভীর। গ্রেগ চ্যাপেলের যে মানসিকতার খেসারত একদা চোকাতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। গম্ভীর জমানাতেও 'গুরু গ্রেগের' ছায়া।

দল নির্বাচনেও গম্ভীর যেভাবে নাক গলাচ্ছেন, নিজের মতামত চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাও ভালোভাবে নিচ্ছে না বোর্ড। আগুনে ঘি ঢালছে দলের জঘন্য পারফরমেন্স (১০টি টেস্টে ৬টিতেই হার)। বোর্ডের এক কর্তা বলেও দিলেন, 'মানছি গম্ভীরের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত, কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। তার ওপরই থাকা-না থাকা নির্ভর করবে।'

ক্ষোভ গম্ভীরের ব্যক্তিগত সচিবকে নিয়েও। তিনি নাকি অজি সফরে গম্ভীর এবং দলের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। গম্ভীরের সঙ্গে নির্বাচকদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার সময়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে। এমনকি অ্যাডিলেড টেস্টের সময় বিসিসিআইয়ের 'হসপিটালিটি বক্সে' সিট বরাদ্দ ছিল গম্ভীরের পিএ-র জন্য!

সূত্রের খবর, খেলোয়াড়দের স্ত্রী-পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়ার ওপরও কোপ পড়তে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার মতো লম্বা সফরে পুরো সময় রাখা যাবে না স্ত্রীদের। ৪৫ দিনের সফর হলে সপ্তাহ দুয়েক দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন রীতিকা-অনুষ্কারা। শীঘ্রই এ ব্যাপারে নির্দেশিকা আসতে চলেছে। রাশ টানা হচ্ছে খেলোয়াড়দের খরচে। সফরের বাড়তি খরচের ভার নাকি নিতে হবে ক্রিকেটারদের।

অনুষ্কাদের বিদেশ সফরে কাটছাঁটের ভাবনা

প্রভাব পড়তে পারে খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামোতেও। পারফরমেন্সভিত্তিক বেতনের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্পোরেট স্টাইলে 'অ্যাপ্রেসাল সিস্টেম' চালু করা হবে বেতন নির্ধারণে। অর্থাৎ খারাপ খেললে কম বেতন, সাফল্যে পকেটে বাড়তি অর্থ।

গম্ভীর সংকট

- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করছে গৌতম গম্ভীরের ভাগ্য।
- সাফল্য না এলে তাঁকে নিয়ে মূল্যায়নে বসবে বিসিসিআই।
- ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও কাঁচি চলতে পারে গম্ভীরের ওপর।

নতুন ফতোয়া

- অস্ট্রেলিয়ার মতো লম্বা সফরে পুরো সময় রাখা যাবে না স্ত্রীদের।
- ৪৫ দিনের সফর হলে সপ্তাহ দুয়েক দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন রীতিকা-অনুষ্কারা।
- সফরের বাড়তি খরচের ভার নাকি নিতে হবে ক্রিকেটারদের।

দুই সেটে পিছিয়ে পড়ে হতাশায় র‍্যাকেট ভাঙলেন মেদভেদেভ।

জিতেও বিতর্কে মেদভেদেভ

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতেই শিরোনামে ড্যানিল মেদভেদেভ। থাইল্যান্ডের প্রতিপক্ষ কাসিদিত সামরেজকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে তিনি ৬-২, ৪-৬, ৩-৬, ৬-১, ৬-১ গেমে পরাস্ত করলেন বটে। তবে বিতর্ক এড়াতে পারলেন না। মেজাজ হারালেন কোর্টেই।

এদিন সামরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট হেরে যান মেদভেদেভ। তৃতীয় সেটের শেষ গেমে রুশ তারকা তখন পিছিয়ে ৪০-১৫ পয়েন্টে। এ সময়ে প্রথমবার গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট খেলতে নামা থাই খেলোয়াড়ের একটি শট নেটে লেগে গতিপথ পালটায়। কোনওমতে সেই শট ফেরালেও ফিরতি উইনারে পরাস্ত হন মেদভেদেভ। তাতেই মেজাজ হারান। নেটের ক্যামেরায় র‍্যাকেট দিয়ে সজোড়ে আঘাত করেন। ক্যামেরাটি ভেঙে যায়। ভেঙে যায় তাঁর র‍্যাকেটটিও। আম্পায়ার সতর্ক করার পর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কোর্টে ফেরেন। শেষ দুই সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পোড়েন মেদভেদেভ। পরে তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে বল স্পর্শই করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না, কী করব।' যদিও এই প্রথম নয়, রাশিয়ার তারকা টেনিস খেলোয়াড় এর আগেও একাধিকবার কোর্টে মেজাজ হারিয়েছেন। র‍্যাকেট ভেঙেছেন, আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন, এমনকি বিবাদে জড়িয়েছেন দর্শকদের সঙ্গেও। সেই মেদভেদেভ আরও একবার মেলবোর্ন পার্কের কোর্টে মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জড়ালেন।

কে যোগরাজ, তাচ্ছিল্য বিশ্বজয়ীর

বিরাট-ইস্যুতে নীরব কপিল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট মহল সরগরম বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে। দুই তারকার ক্রমশ লম্বা ব্যাডপ্যাচের জেরে নানান জল্পনা ডানা মেলছে। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব যদিও কোনও বিতর্কে নাক গলাতে নারাজ। বিরাট-রোহিতের খেলা চালিয়ে যাওয়া বা অবসর নিয়ে প্রাক্তনের প্রতিক্রিয়া, দুজনেই বড় ক্রিকেটার। খেলবেন নাকি ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন সেই সিদ্ধান্তটা নিজেরাই নিতে পারবেন। তিনি এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বিরোধী।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দল নিয়েও কপিলের একই অবস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থের জায়গা হয়নি ১৫ জনের দলে। অনেকেই অজিত আগরকার-গৌতম গম্ভীরদের যে ভাবনার মধ্যে ভুল দেখছেন। এক প্রশ্নের জবাবে কপিলের ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর, 'অন্যের নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কেন মন্তব্য করতে যাব? এব্যাপারে নির্বাচকদের নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেইমতো পদক্ষেপ করেছে। কিছু বলা মানে ওদের সমালোচনা করা। আমি সমালোচনা করতে চাই না।'

নেতৃত্বের প্রশ্নে অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহর পাশেই দাঁড়ালেন। কপিলের যুক্তি, রোহিতের অবর্তমানে বুমরাহকে অধিনায়ক করা হয়েছে। সাফল্যও পাচ্ছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। সেক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় অবশ্যই দেওয়া উচিত অধিনায়ক বুমরাহকে।

বিরাট-রোহিত-যশস্বীদের নিয়ে 'রক্ষণাত্মক' মেজাজে থাকলেও যোগরাজ সিং প্রসঙ্গে ছক্কা হাঁকালেন ভারতের চিরশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার। কয়েকদিন আগে যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ দাবি করেন, কপিল ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নষ্ট করেছেন। অধিনায়কের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাঁকে দল থেকে ছাঁটাই করেছেন। যে জন্য বন্দুক নিয়ে নাকি কপিলকে গুলি করতেও গিয়েছিলেন।

এদিন যে প্রসঙ্গে কপিলের তোপ, 'কে যোগরাজ সিং?' প্রাক্তন টিম সতীর্থ যোগরাজকে পাত্তা না দিয়ে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের পালটা প্রশ্ন, 'উনি কে? কী বলতে চাইছেন? কার কথা বলছেন?' প্রশ্নকর্তা তখন বলেন, 'যোগরাজ সিং, যুবরাজের বাবা।' ফের তাচ্ছিল্যের সুরে কপিলের উত্তর, 'আচ্ছা, আর কিছু?'

কামিন্সকে টপকে মাসের সেরা বুমরাহ

দুবাই, ১৪ জানুয়ারি : আইসিসি-র বিচারে ডিসেম্বর মাসে পুরুষদের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতে নিলেন ভারতের টেস্ট সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। গোটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেই বুমরাহ আগুনে ফর্মে ছিলেন। ৩১ বছরের পেসার গত মাসে ৩টি টেস্টে ১৪.২২ গড়ে মোট ২২টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর লড়াই ছিল মূলত অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে। ওই ৩ ম্যাচে কামিন্স নিয়েছিলেন ১৭টি উইকেট। পুরস্কার জিতে বুমরাহ বলেছেন, 'মাসের সেরার পুরস্কার পেয়ে আমি গর্বিত। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের জন্য স্বীকৃতি সবসময়ই আনন্দ দেয়।'

গিলকে পরামর্শ গিলির

'হেয়ারস্টাইল নয়, ব্যাটিংয়ে মন দাও'

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সঙ্গে শুভমান গিলের বর্তমান পারফরমেন্স আতশকাচের নীচে। প্রতিভার সঠিক বিচ্ছুরণ ঘটেনি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। ছিটকে গিয়েছেন প্রথম একাদশ থেকেও। ব্যর্থতা কাটিয়ে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের দাওয়াই- ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করো, হেয়ারস্টাইলে নয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ৫টি ইনিংস খেলে শুভমানের সংগ্রহ ৯৩। ব্যাটিং গড় মাত্র ১৮.৬০। যে ব্যর্থতা নিয়ে গিলক্রিস্টের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, একজন ক্রিকেটার সুন্দর হয়ে উঠুক বাইশ গজের সাফল্যের হাত ধরে। শুভমানের কেতাদুরস্ত হেয়ারস্টাইলের দিকে ইঙ্গিত করে ঘুরিয়ে গিলির বার্তা, 'ভেবেছিলাম শুভমানকে ৩ রেটিং দেব। কিন্তু দশে চার দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি না, কোনও ক্রিকেটারকে যেন হেলমেট খোলার পর হেয়ারস্টাইলের জন্য সুন্দর লাগুক।'

মাইকেল ভনও হতাশ শুভমানের চলতি ব্যর্থতায়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পর ১৬টি টেস্ট ইনিংসে মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের কথায়, শুভমান অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার। বড় স্কোর করে তা প্রমাণ করেছেন। যদিও গত ২ বছরে নিজের প্রতিভা, দক্ষতার প্রতি সুবিচারে ব্যর্থ তরুণ ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে আবার পড়েছেন মাইকেল ভন। অতীতে সমাজমাধ্যমে ভন-অশ্বীন দ্বৈরথ হাওয়া গরম করেছে। অবসরের পর সমাজমাধ্যমে আরও সক্রিয় অশ্বীন। সুযোগ পেলে পালটা দিতে ছাড়ছেন না। যা নিয়ে ভনের প্রতিক্রিয়া, 'সামাজিক মাধ্যমে এখন আরও বেশি করে সক্রিয় অশ্বীন। অবসরের পর কিছুদিন ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। কিন্তু অশ্বীন মাঠ ছেড়ে সমাজমাধ্যমেই দলের হয়ে অবদান রাখছে।'

নতুন বাড়িতে লহোরি উৎসবে বাবার সঙ্গে খোশমেজাজে শুভমান গিল। মঙ্গলবার।

'অজি সফরের ভুল থেকে শিক্ষা নিক'

ইংল্যান্ডে বাড়তি প্রস্তুতি ম্যাচের পরামর্শ সানির

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ভুল থেকে শিক্ষা নিক ভারতীয় দল।

অস্ট্রেলিয়া সফরের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন জুন মাসের ইংল্যান্ড সিরিজে না করে। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিতে পাঁচ ম্যাচের মূল সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে বাড়তি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলুক টিম ইন্ডিয়া। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে এমনই পরামর্শ সুনীল গাভাসকারের।

২০ জুন লিডসে প্রথম টেস্ট। পরবর্তী চারটি টেস্ট যথাক্রমে বার্মিংহাম, লর্ডস, ম্যাঞ্চেস্টার, ওভালে। লম্বা সফর এবং ইংল্যান্ডের প্রতিকূল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ থাকবে। কিংবদন্তির মতে, প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখলে ফের মুখ থুবড়ে পড়বে দল। পাশাপাশি সফরে যেন প্রথম থেকেই দলের সঙ্গে থাকে অধিনায়ক (অজি সফরে প্রথম টেস্টে ছিল না রোহিত শর্মা)।

গাভাসকার বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় যে ভুল করেছি আমরা, তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। পুরো দল যেন একসঙ্গে যায়। ৩-৪ গ্রুপে আলাদা আলাদাভাবে নয়। চোট সারিয়ে ফেরা দুই-একজনের ক্ষেত্রে ছাড় থাকতে পারে। তবে অধিনায়ক অবশ্যই যেন প্রথম থেকেই দলের সঙ্গে থাকে এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য টিমকে প্রস্তুত করে।'

টেস্ট ইতিহাসের প্রথম দশ হাজার রানের মালিকের কথায়, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট পায়নি ভারত। ফলে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে বাড়তি সময় পাবে। গম্ভীররা যা কাজে লাগাক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের পরিবেশে বাতাসে বল বাড়তি সুইং করে। সিম মুভমেন্টও থাকে। নেট সেশন হয়তো মানিয়ে নিতে কিছুটা সাহায্য করে। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ম্যাচের বিকল্প নেই। ম্যাচ-পরিস্থিতিতে রান পাওয়া, উইকেট নেওয়া মানসিক রসদ জোগাবে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও জোগাবে আত্মবিশ্বাস।'

অতিরিক্ত প্লেয়ার নিয়ে যাওয়াও পছন্দ নয় গাভাসকারের। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় ২০ জনের টিম ছিল। কঠিন সফরের কথা মাথায় রেখেই হয়তো এই পদক্ষেপ। ভিন্ন টাইম-জোনের কারণে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। পরিবেশের ব্যবধান থাকলেও ইংল্যান্ডে এই সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে ১৬ জনের বেশি প্লেয়ার নিয়ে যাওয়া মানে ভুল বার্তা যাওয়া। দলের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না নির্বাচকরা।'

ইন্ডিয়া-ক্যাপের গুরুত্বের কথাও মনে করিয়ে দেন। গাভাসকারের কথায় ভিড় বাড়াতে গিয়ে যে কেউ ক্যাপ পেয়ে যাচ্ছে। বিদেশের প্রস্তুতির জন্য ভালো মানের নেট বোলার পাওয়া যায় না সেভাবে। বাড়তি কয়েকজন বোলার নেওয়া যেতে পারে। তাদের ভারতীয় দলের ট্রেনিংয়ের পোশাক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনই ইন্ডিয়া-ক্যাপ নয়। এই ক্যাপের গুরুত্ব বোঝা দরকার সবার।

> ইংল্যান্ডের পরিবেশে বাতাসে বল বাড়তি সুইং করে। সিম মুভমেন্টও থাকে। নেট সেশন হয়তো মানিয়ে নিতে কিছুটা সাহায্য করে। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ম্যাচের বিকল্প নেই। ম্যাচ-পরিস্থিতিতে রান পাওয়া, উইকেট নেওয়া মানসিক রসদ জোগাবে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও জোগাবে আত্মবিশ্বাস।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ক্ষমতা বাড়ল আম্পায়ারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : স্থানীয় ক্রিকেটে সামান্য ত্রুটি হলে বলির পাঁঠা করা হয় আম্পায়ারদের। এই প্রথায় বদলের উদ্যোগ নিল সিএবি। আজ সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব নরেশ ওঝা বাংলার আম্পায়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে আম্পায়ারদের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেখানে ম্যাচ পরিদর্শকের চেয়েও আম্পায়ারদের রিপোর্টকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান সিএবি সচিব নরেশ।

শনিবার কলকাতায় সূর্য-বাটলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আগামী শনিবার কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব, জস বাটলাররা। ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যেই টিকিটের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। সেই চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে শনিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাবেন দুই দলের ক্রিকেটাররা।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা নেই। কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পরই তাঁরা টি২০ ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক পারফরমেন্সও ভালো নয়। কিন্তু তাতে কী? কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন মেন্টর গৌতম গম্ভীরের পাশে প্রায় ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া রিঙ্কু সিংদের ক্রিকেটের নন্দনকাননে খেলতে দেখার জন্য আবেগ, উৎসাহ থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সূর্য-অক্ষর প্যাটেলদের দেখার জন্য টিকিটের চাহিদাও বেশ ভালো। আজ বেলার দিকে ইডেনের চার নম্বর গেটের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট বিক্রি হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর দুই ঘণ্টার মধ্যে ছয় হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিট বিক্রির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর দ্রুত বাংলার ক্রিকেটকর্তারা অনলাইনে টিকিট বিক্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। সন্ধ্যায় সিএবি-তে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'টিকিটের চাহিদা দারুণ। শেষবার একদিনের বিশ্বকাপের সময়ও টিকিটের এমন চাহিদা ছিল না। ২২ জানুয়ারি ইডেনের গ্যালারি ভর্তি থাকবে নিশ্চিতভাবেই।'

আগামীকাল-পরশুও ইডেনের চার নম্বর গেটের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি হবে। আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি সিএবি-র সদস্য ও ক্লাবগুলির মধ্যে টিকিট বণ্টন করা হবে। স্যর ডনের দেশে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স যতই খারাপ হোক না কেন, ঘরের মাঠে ভারতীয় দলের মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে তিলোত্তমার আগ্রহ কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

রনজি স্কোয়াডে উত্তরবঙ্গের ঋষভ ও সুমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কিছুটা প্রত্যাশিত। কিছুটা চমক।

সবমিলিয়ে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বের হরিয়ানা ম্যাচের জন্য আজ বাংলার দল ঘোষণা হয়ে গেল। দলে চমক হিসেবে রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯-এর সফল ক্রিকেটার অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টি ও ওপেনার অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেক ও বালুরঘাটের সুমিত মহন্ত। দুজনই জোরে বোলার। দলের অধিনায়ক অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থাকা সত্ত্বেও বাংলার ২০ সদস্যের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, সুদীপের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট গুরুতর নয়। তাই বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ২৩ জানুয়ারি থেকে কল্যাণীতে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের স্কোয়াডে তাঁকে রেখেছেন। দল ঘোষণার পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'সুদীপ আমাদের দলের ব্যাটিংয়ের বড় ভরসা। ওর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ম্যাচের আগে ফিটনেস পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সুদীপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।'

রনজির প্রথম পর্বে বাংলা দলে ছিলেন না অভিমন্যু ঈশ্বরণ। টিম ইন্ডিয়ার সদস্য হিসেবে সেই সময় মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। আপাতত দেশে ফিরেছেন অভিমন্যু। রনজিও খেলবেন। ঋদ্ধিমান সাহাও রয়েছেন স্কোয়াডে। আগামী শুক্রবার বাংলা দল কল্যাণী চলে যাবে। সেখানেই শনিবার থেকে দলের অনুশীলন রয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী সেরা দল বেছে নিয়েছি আমরা। অনূর্ধ্ব-১৯ দল এবার সর্বভারতীয় ক্রিকেটে ভালো করেছে। সেই দলের দুই সেরা ক্রিকেটারকে রেখেছি আমরা। সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ঋষভ ও সুমিতও রয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে ওদের দলে রাখা হয়েছে।' হাওড়ার বিশালকে অসুস্থ শাহবাজ আহমেদের যোগ্য পরিবর্ত হিসেবে মনে করছে বাংলা ক্রিকেটমহল। অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি রাতের দিকে বলছিলেন, 'বিশাল ও অঙ্কিত চলতি মরশুমে বাংলা ক্রিকেটের আবিষ্কার। দুজনই দুর্দান্ত প্রতিভা। সিনিয়র পর্যায়ে ওরা সফল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

ঘোষিত বাংলা দল

অনুষ্টুপ মজুমদার (অধিনায়ক), ঋদ্ধিমান সাহা, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক পোড়েল, সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চট্টোপাধ্যায়, করণ লাল, অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, বিশাল ভাট্টি, মুকেশ কুমার, মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, ঋষভ বিবেক, রোহিত কুমার, সায়ন ঘোষ, সুমিত মহন্ত ও সৌম্যদীপ মণ্ডল।

মোহনবাগানে আজ কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আজ মোহনবাগান মাঠে সৈয়দ কিরমানি। বিকেল তিনটেয় তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী দলের উইকেটরক্ষক উদ্বোধন করবেন ক্লাবের নবনির্মিত ক্রিকেট পরিকাঠামোর। ক্লাবের মাঠের পিছনদিকে আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটের নেট ও অন্যান্য পরিকাঠামো। তারই উদ্বোধন করবেন কিরমানি। চুনী গোস্বামীর জন্মদিনে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে প্রয়াত কিংবদন্তীর স্ত্রী বাসন্তী গোস্বামী থাকছেন এই অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনের পরেই তাঁকে সম্মান জানানো হবে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে থাকছে ক্লাবের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ও যেসব ক্রিকেটার মোহনবাগানের হয়ে খেলার সময়ে জাতীয় দলে খেলেছেন, তাঁদের সংবর্ধনা। সবশেষে পদ্মশ্রী ক্রিকেটার কিরমানিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁকে নিয়ে একটি টক-শো।

The e-Tender (https://wbtenders.gov.in) are hereby invited by the undersigned for NIT No 24/2024-25 : PCC/ PAVER BLOCK ROAD WITH GUARD WALL

Date of uploading of NIET & Tender Documents (Online) Publish Date : 14.01.2025 11.00 A.M. Document Download/Sale Start Date (Online) : 14.01.2025 11.00 A.M. Prequalification, Technical and Financial Bid submission starting Date (Online) : 14.01.2025 11.00 A.M. Pre Bid Meeting at GP Office : 17.01.2025 11.00 A.M. Documents Downloads/Sale Close Date (Online) : 22.01.2025 11.00 A.M. Prequalification, Technical and Financial Bid submission Closing Date (Online) : 22.01.2025 11.00 A.M. Date of Opening of Technically Qualified Bidder : 24.01.2025 11.00 A.M. Date of Physical Verification of Submitted Documents : 24.01.2025 12.00 P.M. to 3.00 P.M. Date of Opening of Financial bid (Online) : To be inform later

Prodhan
Bhandar Gram Panchayat
Kaliyaganj, Uttar Dinajpur

দেরিতে অনুশীলনে সাদা-কালো শিবিরের ফুটবলাররা

বেতন নিয়ে সমস্যায় জেরবার মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বিকাল ৪টা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চেন্নাই ম্যাচের আগে শেষ দফার অনুশীলনে নামার কথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু সহ বাকি কোচিং স্টাফরা মাঠে নেমে পড়েছেন। কিন্তু পাত্তা নেই কোনও ফুটবলারের। মিনিট কুড়ি পরে দলের এক সিনিয়ার ফুটবলার জানিয়ে গেলেন, বকেয়া বেতন না মেটায় তাঁরা অনুশীলন করবেন না।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি দলের সিইও রজত মিশ্র যুবভারতীতে আসেন। ফুটবলারদের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষ হওয়ার পর পাঁচটা নাগাদ অনুশীলনে নামেন ফুটবলাররা।

ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠকের পর অবশ্য রজত দাবি করেন গেলেন, দলে কোনও সমস্যা নেই। অনুশীলন শেষে দলের কয়েকজন সিনিয়ার ফুটবলার জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্লাবকর্তারা। তবে যাই হোক না কেন, বুধবার মহমেডান চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবে, এটাও নিশ্চিত করেছেন তাঁরা।

এদিন দেরিতে অনুশীলন শুরু হলেও ফুটবলারদের দেখা গেল হাসিখুশি মেজাজে। ঘণ্টাখানেক চুটিয়ে অনুশীলন করলেন তাঁরা। দলের নির্ভরযোগ্য মিডিও অ্যালেক্সিস গোমেজকে অবশ্য সাইডলাইনে দেখা গেল। বুধবার ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। তাঁর পরিবর্তে দলে আসতে পারেন অমরজিৎ সিং কিয়াম। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কোচ চেরনিশভ বলেছেন, 'চেন্নাই খুব ভালো দল। ওদের কোচও অভিজ্ঞ। ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিন হতে চলেছে।'

এদিকে সূত্রের খবর, শুধু ফুটবলারদের বেতন বকেয়া নয়, টিম বাসের ভাড়াও বাকি ছিল। মঙ্গলবার ভাড়া পরিশোধ করায় টিম বাস ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলনে আসে। ফুটবলারদের বেতন সমস্যা মেটাতে বৃহস্পতিবার ক্লাবকর্তারা বিনিয়োগকারী সংস্থা ও ফুটবলারদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন।

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

বেতন সমস্যা মেটার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অনুশীলনে অ্যালেক্সিস গোমেজরা।

ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে অনুশীলন শুরু রিচার্ড সেলিসের।

সেলিসের গতিই হতে পারে অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে সব নজর ছিল দলের নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিসের দিকে।

ভেনেজুয়েলা থেকে মাদ্রিদ হয়ে দোহা। সেখান থেকে ভায়া নয়াদিল্লি শনিবার গুয়াহাটিতে পা রেখেছিলেন সেলিস। রবিবার কলকাতায় ফেরার পর সোমবার পুরো দিনটা বিশ্রাম নেন। তবুও দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তির ছাপ এখনও চোখেমুখে রয়েছে। তাই নিয়েই এদিন দলের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন লাল-হলুদের ভেনিজুয়েলার নতুন বিদেশি। ইংরেজিটা বুঝলেও খুব একটা ভালো বলতে পারেন না। তবুও এদিনের অনুশীলন শেষে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যেটুকু বললেন তার বাংলা তরজমা করলে এটাই দাঁড়ায়, 'ইস্টবেঙ্গলের পরিবেশ ভালো লাগছে। দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য।' মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে ইস্টবেঙ্গলে এলেও মূলত উইংয়ে খেলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন রিচার্ড। পাশাপাশি সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবেও খেলতে পারেন। তবে অস্কার ব্রুজোঁ যেহেতু উইং নির্ভর ফুটবল খেলাতে চান তাই লাল-হলুদে পছন্দের পজিশনেই খেলার সুযোগ পেতে পারেন ২৮ বছরের সেলিস। প্রথম দিনের অনুশীলনে তাঁকে দেখে যতটুকু বোঝা গেল, একটা চোরা গতি আছে। প্রথম টাচটাও নেহাত মন্দ নয়। মানিয়ে নিতে পারলে ইস্টবেঙ্গলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন তিনি। এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ফেরেন লাল-হলুদের ছয় ফুটবলার।

ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : তাদের বিরুদ্ধে হওয়া খারাপ রেফারিং নিয়ে এবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

গত শনিবার আইএসএলের ফিরতি ডার্বি ম্যাচে আপুইয়ার হাতে বল লাগা সত্ত্বেও পেনাল্টি না পাওয়ার অভিযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার তাদের এই দাবি নস্যাৎ করে দেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটির প্রধান ট্রেভর কেটেল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রেফারির পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয় ক্লাবের তরফে। সেখানে শুধু ডার্বিই নয়, বিভিন্ন ম্যাচের ভিডিও ক্লিপিংস দিয়ে দেখানো হয়, কীভাবে তাদের নানাভাবে রেফারি বঞ্চিত করেছেন। যেখানে একই অপরাধে অন্য দলের ফুটবলারকে কার্ড দেখানো হয়নি কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার কার্ড দেখেছেন, এমন ঘটনার ক্লিপিংসও দেখানো হয়। ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার পরিষ্কার অভিযোগ করেছেন, 'দেশের সর্বোচ্চ লিগ একটি প্রাইভেট কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের ধনী ও ক্ষমতাশালী বন্ধুদের পছন্দ-অপছন্দ দেখছে এবং সুযোগ-সুবিধা দেখছে।' এক্ষেত্রে তিনি নাম না করে আইএসএলের সত্ত্বাধিকারী রিলায়েন্স এবং তাদের ধনী বন্ধু অর্থাৎ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। বারবার ফেডারেশনকে বলে বা চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি বলেই এবার তাঁরা অভিযোগ জানাতে চান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে। যাঁর সময় চেয়ে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। শেষপর্যন্ত তিনি সময় দিলে গোটা বিষয়টি তাঁর কাছে তুলে ধরে সুবিচার চাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। ইস্টবেঙ্গলের এই অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমাদের সামনেই জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে খেলা। খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ। আমরা ওতেই মনসংযোগ করছি। কে কী বলল তাতে নয়।'

রেফারিং ইস্যু

এদিকে, হেক্টর ইউস্তের বদলি সম্ভবত এই মাসের শেষদিকে আসতে পারেন। এদিন ডিফেন্ডার বদলের প্রসঙ্গ তুললে দেবব্রতবাবু বলেছেন, 'এখনও জানুয়ারি মাস শেষ হতে প্রায় ১৬ দিন বাকি। আশা করা যায়, এর মধ্যেই কিছু হলেও হতে পারে।' মাহের হিজাজিকে চুক্তির জন্য ছাঁটাই করা না গেলেও ইউস্তে-বিদায় প্রায় নিশ্চিত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শীতলপুর মোবারকপুর উচ্চ বিদ্যালয়। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন মোবারকপুর

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : রাজগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের চ্যালেঞ্জার্স কাপ আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শীতলপুর মোবারকপুর উচ্চ বিদ্যালয়। মঙ্গলবার ফাইনালে মোবারকপুর ৩০ রানে রাজগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। টসে জিতে শীতলপুর ৮ ওভারে ২ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। ফাইনালের সেরা কঙ্কন দাস ৬০ রান করে। জবাবে রাজগ্রাম ৮ ওভারে ১ উইকেটে ৯৮ রানে থামে। প্রতিযোগিতার সেরা সুজয় দাস ৬০ ও অনিন্দ্য রায়চৌধুরী ৩০ রান করে।

উত্তরের খেলা

জয়ী দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ দুইদিনের ক্রিকেটে দক্ষিণ দিনাজপুর ২ উইকেটে বীরভূমকে হারিয়েছে। বর্ধমানের রাধারানী স্টেডিয়ামে বীরভূম ৫০.৪ ওভারে ২২২ রানে অল আউট হয়। অগ্নিশ্বর দাস ১০৭ রান করে। ম্যাচের সেরা আশুতোষ আগরওয়াল ৫০ রানে পেয়েছে ৭ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ৫৮.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৩ রান তুলে নেয়। দেবজয় ভট্টাচার্য ৫৪ ও কৃষ্ণ বাসফোর ৪৫ রান করেন। সোহম মিশ্র ৬৭ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

জিতল রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : দ্বিতীয় বর্ষ অলকানন্দ দে স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-১ গোলে কালিয়াগঞ্জ একাদশকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা বিপ্লব কিস্কু।

৫ উইকেট পাপুনের

বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে মঙ্গলবার করদহ বিচিত্রা ক্লাব ৭ উইকেটে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে পতিরাম টসে জিতে ১৮.৪ ওভারে ৬১ রানে অল আউট হয়। সন্তু সরকার ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা পাপুন বর্মন ১১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আকাশ সিদ্ধান্ত (১/২)। জবাবে করদহ ১৬.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। পাপুন ২৮ রান করেন।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় পাপুন বর্মন। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

অর্পণের ৪ শিকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেটে উত্তর ২৪ পরগনা ৩৫ রানে হুগলিকে হারিয়েছে। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা ২৮৫ রানে থামে। জবাবে এদিন হুগলি ৭৫.৪ ওভারে ২৫০ রানে অল আউট হয়। সুমিত মণ্ডল ৭৯ রান করে। ম্যাচের সেরা অর্পণ আচি ৫১ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। বৃহস্পতিবার নামবে উত্তর দিনাজপুর এবং হুগলি।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয়া বিজয়া বিশ্বাস
অমর রহে
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...
মৃত্যু : 5ই জানুয়ারি, 2025
তুমি আছো আমাদের স্মৃতিতে ও অনুভবে, অশ্রুজলে তোমাকে স্মরণ করি।
আমাদের পরমপ্রিয়া মাতৃদেবী "বিজয়া বিশ্বাস-এর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে (15.01.2025) সকল আত্মীয়-স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানাই।
বিশ্বাস পরিবার
বিক্রম বিশ্বাস
স্টেশনমোড়, ফালাকাটা